দিনাজপুর পত্রিকা।

১ম ভাগ। জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২। ১ম সংখ্যা।

সূচনা।

(১)

ভীষণ সাহারা মরু, ভীষণ তপন, যথায় প্রচণ্ডমূর্ত্তি করিয়াধারণ; নাশিবারে জীবরাশি,
উগরিছে অগ্নিরাশি, অসীম অনলক্ষেত্র বলে বোধহয়; নাহিকি তথায় কোন শান্তির নিলয়?

(২)

ওয়েসিস্ নামেআছে, আশ্রয়ের স্থান; যথায় বিপন্নগণ পায় পরিত্রাণ; এরূপ সংসারক্ষেত্র,
হইত সাহারাক্ষেত্র যদি না থাকিত ইথে আশা নামে ধাম। হইত অবনী-ধাম মরুর সমান।

(৩)

সংসার-সাগর-ঊর্ম্মি-মালা অনিবার, নিরখিলে যাতেহয়ভীতির সঞ্চার, মনরূপ তরী-তায়,
যদিতাহে ডুবেযায়, আশাই কাণ্ডারীহয়ে দিয়েদেয় পারি, যাহার-অভাবে ভব শূন্যময়হেরি।

(৪)

পর্ণশালা বাসী অই দীন জন গণ—আশা মহা মন্ত্রেমুগ্ধ থাকি অনুক্ষণ—কল্পনা সহায়করি;
হইতেছে ছত্রধারী, কখনো বা স্বর্গরাজ্যে সদর্পে উঠিয়া—ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পদ লইছেকাড়িয়া।

(৫)

নবতি বর্ষেরবৃদ্ধ হিমাঙ্গশরীর, বহিতেছে ঊর্দ্ধশ্বাস, হয়েছেঅস্থির; কণ্ঠাগতপ্রাণ-প্রায়,
দুপল না যেতেহায়, ভবের বন্ধনছিঁড়ি শমনেহরিবে, আশার ছলনে সেও কতমনেভাবে।

(৬)

জীবন বন্ত্রেতে আশা, প্রধান সম্বল—চালাইলে সৎভাবে নিশ্চয়মঙ্গল—মনেরভিতরেযাও,
কি তুমি দেখিতে পাও, আশাই উন্নতিপথে লইছে টানিয়া, যারতরে সর্ব্বজন আছেতাকাইয়া।

(৭)

অগ্রে আশা, পরেযত্ন, সংসারের রীতি, আমরাও আশামন্ত্রে মুগ্ধহয়েঅতি, পঙ্গুযথা বাঞ্ছাকরে,
তুঙ্গ-শৃঙ্গ লঙ্ঘিবারে, সেইরূপ সুকঠিন কার্য্যের প্রচারে, হইলাম অগ্রসর কি হইবে পরে—

(৮)

—কিহইবে পরে তাহা এখনো জানিনা, হতেহবে হাস্যাস্পদ সহিয়াগঞ্জনা, মাদৃশজনের মত,
অজ্ঞনামে অভিহিত পত্রিকা লিখার সাধ দুরাশাকেবল, বামন সদৃশ তবু চাহি উচ্চফল।

(৯)

ফলদাতা জগদীশ দেন কিবা ফল—কেমনে বলিব তাহা আমরাদুর্ব্বল, সুকাজের অনুষ্ঠানে
চেষ্টাকরি প্রাণপণে—যদি না সুফলপাই তাহেই বিফল—ইচ্ছামত কোথা হয়েথাকে সবকাজ?

(১০)

হেনাথ। অনাথ বন্ধু করি এ প্রার্থনা দয়াকরি আমাদের পূরাও বাসনা, শক্তিনাই, বিদ্যানাই,
সকলি তোমাতেচাই, কেবল তোমাতে নাথ। করিয়া নির্ভর, দুরূহকার্য্যেতে আজ হনুঅগ্রসর।

—৪—

উদ্দেশ্য।

আমরা জানি, যাহার জন্মহইল, কালে অবশ্যইতাহার বিলয়সাধিতহইবে; ইহাই প্রকৃতির বিশ্বজনীন ও অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। তবে, কেহবা ইহজগতে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনের সারভূত যশঃকীর্ত্তি প্রভৃতিসদ্গুণ সমূহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকরতঃ স্বীয় জীবনলীলা সংবরণ করেন; এবং জীবিত কালেরমধ্যে উল্লিখিত সদ্গুণ সমূহে, জগতকে এমনি বশীভূত করেন যে, তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ বিলীনহইয়া যাইলেও যশঃসৌরভ দিগন্ত পরিব্যাপ্তহওয়ায়, অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাহা সর্ব্বত্র সাদরে বিঘোষিত হইয়াথাকে। কেহবা পৈশাচিক রিপু-পরতন্ত্রতা নিবন্ধন স্বকীয় নিষ্কলঙ্ক মূল্যবান জীবনকে ঘৃণিত ও দুরপনেয়পাপ-পঙ্কে নিপাতিত

করিয়া কলুষিত হইয়াপড়েন।

অদ্য যাহার জন্মহইল, কে জানে বা কে বলিতেপারে, যে, এতদ্দ্বারা সংসারেরকোনই উপকার সংসাধিতনাহইয়া কেবল অপকারেই ইহার জীবন পর্য্যবসিত হইবে।

আমরা জানিনা, শিক্ষিতজগত ইহারপ্রতি কোন্‌চক্ষে দৃষ্টিকরিবেন; কিন্তু এইমাত্র বলিতে পারি যে, যেঅভিপ্রেত সাধনোদ্দেশে এই দিনাজপুর পত্রিকার জন্মহইল; যেমহোপকার সাধন সংকল্পে, ইহা জগতের সমক্ষে আবির্ভূত হইল; যখন দেখিব যে, দিনাজপুরপত্রিকা তাহা সংসাধনে একমুহূর্ত্তের জন্যও পরাঙ্মুখ বা বিরত, তখনই বুঝিব যে ইহার জীবনযাত্রা চিরস্থায়িনী নহে; তদ্ভিন্ন অন্যপ্রকারের শতসহস্র বাধা ও বিপত্তি উল্লঙ্ঘনকরিয়াও যে এই দিনাজপুর পত্রিকা নিয়মিত রূপে পাঠকবর্গের সমীপস্থ হইবে, তদ্বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহনাই।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে সহসা উদার স্বভাব শ্রীলশ্রীযুক্ত এচ. বিভেন সাহেব মহোদয় দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট কলেক্টার ও মাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্তহইয়া এখানে শুভাগমন করায় শুদ্ধতাঁহারউদ্‌যোগে ও অত্রত্যেখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন সেন মহাশয়ের বদান্যতায়, দিনাজপুরে এই শুভ সংকল্প কার্য্যে পরিণতহইতে চলিল; অতএব আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দি যে, তাঁহাদের এইরূপ দেশহিতৈষিতার সংকল্প অটল হইয়া স্থানীয়লোকের মহোপকার সাধন করুক।

এদেশ যেরূপ কৃষিপ্রধান এবং ইহার ভূমি সকল স্বভাবতঃই যেরূপ উর্ব্বরা, তাহাতে একথা বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তিহইবেকনা যে, কৃষিই এদেশের একমাত্রজীবনোপায়। জীবন সর্ব্বস্ব সেইকৃষিকার্য্য, কি প্রণালীতে পরিচালিতহইলে, কার্য্যের উৎকর্ষতা বর্দ্ধিতহইতে পারে; সেই সমস্তবিষয়ই আমাদের প্রধান আলোচ্য; সুতরাং কৃষিবিষয়ক ঘটনাবলি লইয়াই আমরা ক্রমে পর্য্যালোচনা করিব; কিন্তু তাহা বলিয়াযে, অন্য কোনবিষয়ই এ পত্রিকার আলোচ্য বিষয় নহে, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় দিনাজপুর পত্রিকা আবদ্ধ নহে।

কি রাজা, কি প্রজা, কি মধ্যবর্ত্তীজমীদার, কি বিচারপতি, কি সামান্যবেতনভোগী গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারি, যিনি স্বস্ব কর্ত্তব্যলঙ্ঘনকরিয়া অযথা স্বাধীনতা প্রকাশকরিতে যাইবেন, কি ন্যায়ের বিরুদ্ধে ভ্রূভঙ্গি করিবেন, দিনাজপুরপত্রিকা সত্য ও ন্যায়ের অনুরোধে তাহা যথাযথ, ও অবিকৃতরূপে প্রকাশকরিতেও প্রতিশ্রুত রহিল, তবে ইহাও সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে অগ্রেই বলিয়ারাখা ভালযে দিনাজপুর পত্রিকা কোন সম্প্রদায়বিশেষ বা কোনব্যক্তিবিশেষের অযথা দোষোদ্‌ঘোষণেও সর্ব্বথাবিরতথাকিবে। সাধ্যসত্বে ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষাকরিতে আমরা প্রাণগত যত্নপাইব; এইক্ষণ সেই সিদ্ধি-

তাহাই জানেন যে, আমরা অবলম্বিত কার্য্যে কিরূপ সিদ্ধিলাভ করিতেপারিব। অলমতি- পল্লবিতেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

যদিও দিনাজপুর হইতে পত্রিকাপ্রচারের আশা, এক প্রকার নিরাশাসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য ক্রমে মহামনা শ্রীলশ্রীযুক্ত এইচ বিডন সাহেব মহোদয় দিনাজপুরের ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া শুভাগমনকরায়, আমাদের সেই লুপ্তপ্রায় আশা পুনর্জ্জীবিত হইয়াউঠিয়াছে। ইহাঁরই প্রদত্তউৎসাহে ও প্রবর্ত্তনায়, আজিআমরা এই দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপকরিতেও সাহসী হইয়াছি। তিনি আমাদের এই উদ্দিষ্টকার্য্যে সহায় নাহইলে; আমরা যে কখনও এইরূপ কার্য্য করিতেপারিব, স্বপ্নেও তাহা ভাবিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। এইন্যায়পরায়ণ মহোদয়ের এইইচ্ছা যে, প্রজাকুল তাহাদের অভাব অনায়াসে জানিতে ও জানাইতেপারে, এবং এতদ্দেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতিহয়। বাস্তবিক আমরা যদি অভাবপ্রকাশ নাকরি, তাহাহইলে যে তিনি কোনরূপ উপকারকরিতে সহজে সক্ষম হইতে পারিবেননা, তাহা প্রজাসাধারণে বুঝিতে নাপারুক, তিনি নিজে অনুভবকরিতে পারেন। ফলতঃ এপর্য্যন্ত এখানে অনেক মাজিষ্ট্রেট সাহেব আগমন করিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ সদাশয়, ন্যায়বান, বিদ্যোৎসাহী ও প্রজাহিতৈষী মাজিষ্ট্রেট আগমন করিয়াছেন কিনা সন্দেহ স্থল।

মানব প্রকৃতি গুণেরপক্ষপাতী; তদনুসারে বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেটসাহেব বাহাদুরের গুণগ্রামে, অত্রস্থ সর্ব্বসাধারণ জনগণ এবং আমরা একান্তই অনুরক্ত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি। ফলতঃ এরূপ মহানুভব ও উদারপ্রকৃতি ব্যক্তির এস্থানে আগমনে আমাদেরপক্ষে যারপরনাই মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। মানব প্রকৃতির স্বভাব এই যে যাহারপ্রতি ভালবাসা ও হৃদয়ের অনুরাগথাকে, তাহারস্থায়িত্ব সর্ব্বান্তঃকরণেবাসনাকরে; আমরাও সেইস্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেটসাহেব বাহাদুরের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে জগদীশ্বর সমীপে নিরতকায়মনোবাক্যে প্রার্থনাকরি।

ইনি অতি অল্পকালমধ্যে সাধারণের একান্তই প্রীতিভাজন হইয়াছেন; শতক্লান্ত হইলেও প্রজাহিতকর কিংবা স্বকীয় কর্ত্তব্যকার্য্য সাধনে ইনি একমুহূর্ত্তেরজন্যও বিমুখ হননা। ফলতঃ উচ্চপদাভিষিক্ত থাকিয়া এরূপ পরিশ্রমীব্যক্তি আমরাঅতিঅল্পই দেখিয়াছি।

উদ্যান বিষয়ক ঘটনাবলি ।

লেখকনামক একখানিপত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন ।

ইহা সকলে অবগত আছেন যে চা এবং কাফির গুণবিশিষ্ট কোকানামক একপ্রকারবৃক্ষ আছে, যাহারপত্র ব্যবহারে, ক্ষুধা এবংক্লান্তি নিবৃত্তিহয়। এইপত্রেরগুণ বহুকালহইতেজানা গিয়াছে, এবং সর্‌রিচার্ডক্রিষ্টিয়স্‌ নামকসাহেব উহার পরীক্ষাকরিয়া ছিলেন। চা এবং কাফির যেগুণআছে কোকাতেও তৎসদৃশগুণ আছে, ইহা পরীক্ষাদ্বারা জানাগিয়াছে যে ইহার অবশ-কারিতা গুণআছে অতএব এই কোকানামকপত্র অস্ত্র চিকিৎসায় বিশেষ আবশ্যকীয়। বিশেষতঃ দাঁত উঠান প্রভৃতি সামান্য২ অস্ত্র চিকিৎসায় ইহারব্যবহারকরাউচিত। বর্ত্তমান সময়ে অধিক মূল্যবানবলিয়া ইহা কমব্যবহৃতহইতেছে; কিন্তু ইহারগুণ এতদূর ফলদায়কবলিয়া প্রতিপন্নহই-য়াছে যে, ইহা শীঘ্রই অধিক পরিমাণে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইবে এবং তাহাহইলেই উহার মূল্য কমিয়া যাইবে।

* ❦ *

গোমের আবাদ ।

বিঘাপ্রতি অর্দ্ধমণ করিয়া যদি সোরার সার দেওয়া যায় তাহাহইলে প্রতিবৎসরই একই জমিতে উৎকৃষ্টরূপ গোমের আবাদহয়। গো-মের গাছসকল ৬ হইতে ৮ ইঞ্চ পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে ঐ সার দিতেহয়।

সমানরূপে অর্দ্ধমণসোরা একবিঘা জমিতে ছড়াইয়া দিতেহইলে নিতান্ত অল্পহয় এইজন্য উহার ৬ গুণ হইতে ৮ গুণ পরিমাণবেশি ছাই, চুণা বা অন্যকোন গুঁড়া দ্রব্যেরসহিত মিশ্রিতকরিয়া দেওয়া বিধেয়। ঐ সার দিবার পর অল্প বৃষ্টিহইলে উক্তসার সমস্তগোমের জমিতে ছড়াইয়া পড়িলে উত্তম গোমজন্মে। কিন্তু পৌষ মাঘ মাসে গোমের আবাদহয়, ভারতবর্ষে সেসময় বৃষ্টিহওয়ানিতান্তঅসম্ভব বিধায় জলসেচন করিয়া জমির উপবিভাগ

৬ হইতে ৮ ইঞ্চ নিম্নপর্য্যন্ত ভিজাইয়া দেওয়া উচিত, তাহার বেশিনহে। বেশিজল লাগিলে যে সোরার সার দেওয়াযায় তাহা ধুইয়াযায় এবং গোমের শিকড়ে লাগেনা।

ইংলণ্ডে সোরার বেশিমূল্যজন্য, তত্রত্য কৃষকেরা আমনিয়ম্ (Ammonium.) ও নাইট্রেট (Nitrate.) নামক, একরূপ ক্ষার গোমেরক্ষেত্রে, সাররূপে ব্যবহার করে।

ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে, সোরারসার দিবার বড়সুবিধা, এদেশে উহাসস্তা এবং ইচ্ছাকরিলেই অতিদরিদ্রকৃষকেও, উহা প্রস্তুত করিয়া লইতেপারে। বহুতর মাটীরভঙ্গা পুরাতন দেওয়াল প্রত্যেকগ্রামে অনেকদেখিতে পাওয়াযায়, তাহাহইতে প্রচুর সোরাযুক্ত সার প্রাপ্তহওয়া যায়। ইহা লইতে বিশেষকোনযন্ত্র বা অস্ত্রের আবশ্যক করেনা। প্রজারা সর্ব্বদাকোদালী, কুড়ালি, প্রভৃতি যেসমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করে তাহাদ্বারাই কার্য্যচলে। বাঙ্গালার অনেক স্থানে বহুকালহইতে কৃষিকার্য্যেরজন্য নাহউক রপ্তানি করণজন্য সোরা প্রস্তুতহইয়া থাকে এবং ইহা সচরাচর দেখাও যায়।

পুরাতন মাটীর দেওয়ালে, সোরারঅংশ থাকায় ঐমাটী, সোরারসার দিবারসময় তাহার সহিত যোগকরিলে, সারের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধিহয়।

সার ব্যবহার বিষয়ে যাহা এইস্থলেকথিত হইতেছে, তাহা কেবল কল্পনামাত্রনহে. বাস্তবিক বাঙ্গালার অনেকস্থানে গোমের ক্ষেত্রে প্রজাদের উহাব্যবহারকরিতে দেখাগিয়াছে, কিন্তু কিপ্রকারে যে ঐ সার জমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করে, তদ্বিষয়ে তাহারা কিছুই জানেনা।

যেব্যক্তি পল্লিগ্রামেরঅবস্থা বেশিদেখিয়াছেন তিনি জানেন যে শাক সবজী আদি প্রস্তুত করিতেহইলে সেইসমস্ত জমিতে, প্রজারা দেওয়ালের গুঁড়ামাটীর সারদেয়, বাস্তবিক উহা বাঙ্গালার অনেকস্থানে ব্যবহৃত হইয়াথাকে। এবং এদেশে অনেকলোকে তাহা বিশেষ অবগত আছে।

কেবল উহার বৈজ্ঞানিকব্যবহার প্রজাদিগকে বি[illegible] [illegible] [illegible] যে তাহার বুঝিয়া ঐরূপ ব্যবহারে বিশেষ যত্নশীল হয়। এবং তাহাদের জমিতেসমভাবে উহার ব্যবহার করিতে চেষ্টাকরিতে পারে। সাধারণতঃ যেসমস্ত শাক সবজী জম্মে তাহার মধ্যে, গোমের আবাদে যবক্ষারযুক্ত সার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, মটর, কালাই, সীম্ প্রভৃতি শস্যে সেপরিমাণে যবক্ষারআছে, গোম, যব, চাউল, ভুট্টা, প্রভৃতি চৈতালি শস্যে উক্তপদার্থ তাহারঅর্দ্ধাংশ পরিমাণে থাকা সত্বেও যে কিকারণে শেষোক্ত শস্য গুলির যবক্ষারযুক্ত সারের বেশি আবশ্যকহয় তাহা কৃষিকার্য্য বিষয়ক রসায়নিক বিদ্যার বোধের অগম্য বিষয়।

এদেশে আমনিয়ম্ সলফেট (Ammo-

মনুষ্যত্ব

মনুষ্যজীবন বিবেকশক্তিদ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিবেক শক্তি আছে বলিয়াই মনুষ্য, পশু পক্ষী কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রকার জীবের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে এবং করিয়াও থাকে, শৌর্য্য বীর্য্যেতেও প্রভুত্ব হইয়া থাকে, কিন্তু সে প্রভুত্ব স্থায়ী হয় না। মনের উপর যে প্রভুতা করা যায় তাহা দৃঢ় এবং স্থায়ী। মানসিক বলে যতদূর নত হয় তাহা শারীরিক শক্তিতে হয় না; অতএব মনুষ্যবংশীয় সকলকেই বলসংগ্রহ করা কর্ত্তব্য, যাহার মনোবল নাই সে মনুষ্য হইতে পারে না, লোকে তাহাকে মনুষ্য বলে না। মনোবল লিপ্সুকে জ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করা আবশ্যক।

জ্ঞান কারণ, ধর্ম্ম কার্য্য, সুতরাং মানবজীবনের উদ্দেশ্য ধর্ম্মসঞ্চয়।

ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি বা স্ত্রী পুত্র লালন পালন মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়, আনুষঙ্গিক মাত্র; অতএব প্রধান ফলে উদাসীন থাকিয়া আনুষঙ্গিক ফলে চরিতার্থ হওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা বই আর কি বলা যাইতে পারে।

এইরূপ কার্য্যই কর্ত্তব্য যাহার ফল সাধারণে ভোগ করিতে পারে। কর্ত্তামাত্র যে কার্য্যের ফলভোগী সে কার্য্য মানবের জন্য নয় তাহাকে পাশব কর্ম্ম বলা যায়। স্বীয় স্বীয় সঙ্কীর্ণ কর্ম্মের ফল পশুতেও ভোগ করে, মানুষেও ভোগ করে তাহাতে আর মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা থাকে না। মানব যখন ভাবিতে পারেন, ভবিষ্যৎ কার্য্যের ফল অনেক পরিমাণে বুঝিয়া লইতে পারেন্ তখন যে কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিবেন ভবিষ্যদ্দৃষ্টি রাখিয়া করা কর্ত্তব্য। যাহার পরিণামে দোষ পরিলক্ষিত হয় না তাহাই সৎ বলিয়া স্থির করিয়া লইতে হইবে। আপাততঃ অসার মধুরিমার মোহিনীশক্তিতে যিনি মুগ্ধ হইবেন, তাঁহার অধঃপতন অনিবার্য্য।

আত্মাকে অধঃপাতিত করা বড় পাপের বড় কলঙ্কের কথা, সে কৃতঘ্ন দুরাচারের মনুজ কুলে আবির্ভূত হওয়াই অসঙ্গত। পশুর পশুত্ব স্বাভাবিক তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, মনুষ্যের পশুতা, [illegible] আবার। মানুষ। তুমি ভাবিয়া [illegible] হস্তে পরমেশ্বর সকল ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন, তুমি ইচ্ছা করিলে মনুষ্যত্ব ঘুচাইয়া দেবত্ব লাভ করিতে পার, আবার তোমারই কৃতকার্য্যে দেবত্বের পরিবর্ত্তে পশুতাকেও স্থান দিতে পার।

পরমেশ্বর, মনুষ্য জাতির জন্য কিছুরই অভাব রাখেন নাই, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যশালী অক্ষয় ভাণ্ডারের একাধিপত্য মনুষ্য সাধারণকে প্রদান করিয়াছেন, ঐ ধন ব্যবহার, দান, রক্ষা এবং বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা, উপায় সমস্ত দিয়াছেন কোন বিষয় কুণ্ঠিত বা শিথিল প্রযত্ন হন নাই। মানবজাতির উন্নতির জন্য সমুদয় দ্বার মুক্ত— সমুদয় পথ পরিষ্কৃত সমুদয় উপায় করতলস্থ—

যদ্রূপবৰ্দ্ধক যাহব্যাকরিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে ও যদি অবহেলাকর তাহারউপায়নাই। সে-দোষেরভাগী অন্যেহইতেপারেনা, সেপাপের-ফল অন্যেভোগকরিতেপারেনা, সেকারণ অন্যকে আর্পণও করিতেপারেনা।

মনুষ্য। তুমি আপনহিত আপনি বুঝিয়া লও, তোমারমঙ্গল তুমিবাছিয়ালও, তোমার-জন্য সমস্তউন্মুক্তরহিয়াছে, তন্ত্রাতন্ত্র, ভালমন্দ নির্ব্বাচন করিবারবিশিষ্টশক্তি তোমাতেইঅর্পিত আছে তারজন্য অন্যত্রযাইতেহইবেনা, তাহাধার করিতেহইবেনা, তজ্জন্য যতদূর সুলভহইতে-পারে তাহারত্রুটিতিনি কিছুমাত্রকরেননাই।

ক্রমশঃ

কৃষিসম্বন্ধীয় উপদেশ

ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যের বিষয়।

কৃষি সম্বন্ধে প্রধান ২ বিষয়, সংক্ষেপে বলিতেগেলে এইবলাযায় যে, নদীরজলে যে-সমস্তভূমির উর্ব্বরাশক্তিবৃদ্ধিহয় এবং যেযেস্থানে লোকের বসতিকম এবং পশ্বাদির খাদ্য যথেষ্ট, সেইসমস্তস্থানভিন্ন অন্যান্য স্থানে যেউপায় অব-লম্বন করিলে, লোকেভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধিকরিয়া, তাহারউপস্বত্বে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেপারে, তৎপক্ষে [illegible] রাখিয়া, উক্ত জমিকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়াফেলে, ইহা বুঝাইবারজন্য বেশিবলা বাহুল্য, কারণ ভূমিরউপরযেযৎকিঞ্চিৎকরিয়াসারেরবস্তু পশ্বাকে তাহা বিশেষকরিয়া বৃষ্টিকরিলে দেখাযায় যে, ঐসমস্ত তৃণ আরকিছুইনহে কেবল ক্ষুদ্রগরুর গোবর অথবা গোবরপোড়াভস্মমাত্র। যখন এ-দেশী লোকে গোবরপ্রভৃতি প্রয়োজনীয়সার আলাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে এবং যেসমস্ত বৃক্ষ-লতা ইত্যাদির গলিতাংশ, ভূমির স্বাভাবিক অবস্থা সংরক্ষণে সমর্থ, তাহাসমস্তই পশ্বাদিতে খাইয়া ফেলে তখন চুণ, ক্ষার, ফস্ফরস্ প্রভৃতি সার কোথা হইতে আসিবে। অতএব ইহা স্পষ্টই দেখাযাইতেছে, এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে ভূমিতে যে সার দেওয়া যায় তাহা অতি সামান্য।

nium Sulphate.) ও সোডানাইট্রেট. (Soda Nitrate.) প্রভৃতিকৃত্রিমসার অপ্রাপ্য বিধায় আমরা সোরাকে সারস্বরূপ ব্যবহার করিতে বলিতেছি কারণ উহাদ্বারা গোম যবক্ষারিকসার পাইতেপারে।

প্রজারা জ্বালানি কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে প্রায়ই গোবর ব্যবহার করিয়া থাকে সেইজন্য সোরা ব্যবহারকরিতেবলার আরএকটীকারণ।

পূর্ব্বকালে প্রচলিত অল্পফলপ্রদ নিয়মের বশবর্ত্তী নাহইয়া, প্রজাদিগকে উন্নতি সাধনকরিতে শিক্ষাদেওয়া আবশ্যক। তাহারা এত দরিদ্র নহে যে, বিঘাপ্রতি ২॥০ টাকা মূল্যের সোরা ক্রয়করিতেঅসমর্থ, তাহাদের জানা আবশ্যক যে উহাদ্বারা স্বল্পসময়মধ্যেই তাহারা দ্বিগুণলাভকরিতেপারিবেক। একবার তাহাদিগকে উহা ব্যবহারের ফল দেখাইয়া দিলে তাহারা আপনাহইতেই ঐরূপ বিষয়ে টাকাখরচকরিবে।

৪০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের প্রজারা ঐরূপ সার ব্যবহার বিষয়ে এদেশের প্রজাদিগের ন্যায় কিছুই বুঝিতনা, এবং অনেকে উহা ব্যবহারবিষয়ে, প্রতিবাদ করিত কিন্তু এইক্ষণ তাহারা আর সেরূপ করেনা।

—:§:—

লাঙ্গলের বিষয়।

গত ২ রা ফেব্রুয়ারি তারিখে মান্দ্রাজ প্রদেশে কিথি নামকস্থানে, লাঙ্গল এবং লাঙ্গলের দ্বারা চাষের একটী প্রদর্শনীমেলা হইয়াছিল। উক্তমেলায় যতরূপলাঙ্গল আনীতহইয়াছিল তাহারদ্বারা কেমনচাষহয় তাহাদেখিবার জন্য দেশদাতীয় কৃষকসকল নানাস্থানহইতে আসিয়াছিল, প্রথমতঃ এমন একখণ্ড ভূমি নির্দ্ধারিত করাহইল যাহা অনেকদিন হইতে আবাদিছিল, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী গতদুইবৎসর কর্ষিত হয়নাই; যাহারমাটী অল্প২ উঁচু, নিচু; মাটীটা পলিজমি থাকায়, চাষের পক্ষে সহজছিল। দেশী লাঙ্গলেসচরাচর যেরূপ চাষ হয়, সেইরূপ প্রথম চাষে প্রায় ২½ (আড়াই) ইঞ্চ মাটীরস্তর খোঁড়াহইয়াছিল। বৎসর২ জমির উপরে চাষহওয়াহেতু উপরিস্থ স্তর চাষকরা বড় সহজ কিন্তু যেসমস্ত নিম্নস্তরে

কঙ্গল ও লাঙ্গল নাপড়ায় অপেক্ষাকৃত শক্ত হওয়ায় মাটী খননকরাকঠিন হইয়াছিল।

প্রত্যেক রকম লাঙ্গলে ৮০ পোনর কাঠা করিয়া পৃথক্ ২ ভূমি নির্দ্দিষ্টকরিয়া দেওয়াহয় এবং ঐরকম লাঙ্গলে দেশীয় বলদ ও দেশীয় কৃষকদ্বারা একইনিয়মে চাষআরম্ভহয়, প্রত্যেক রকমের লাঙ্গলের চাষেরফল কিরূপ হইল তাহা তুলনা করিবার সময় এইকয়েকটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখাহইয়াছিল।

(১) চাষের ভাল, মন্দ ফল।

(২) কি পরিমাণ ভূমি লাঙ্গলদ্বারা বিদ্ধ হয়

(৩) কতটা মাটী উল্‌টিয়া পড়ে।

(৪) চাষের পর ভূমি কিরূপ দেখায়।

(৫) নির্দ্ধারিত সময় অর্থাৎ দেড়ঘণ্টায় কতভূমি চাষ হইতেপারে।

যেসকল ব্যক্তিরা ঐ চাষের কোন্‌টী ভাল হইয়াছে এবং কোন্‌টী মন্দ হইয়াছে তাহাবিচারকরিয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট রকমের চাষে ১৬৫ নম্বর ধার্য্যকরেন। যে রকমের লাঙ্গল যেনম্বর পাইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃতকরাহইল।

১। মাচি সাহেবের কৃত ভারত বর্ষের প্রজাগণের উপযোগী লাঙ্গল ৯২

২। সৈদাপেট রেনসোম্ ও শিম কৃত ঢাকাযুক্ত লাঙ্গল ৬৯

৩। মাচি সাহেবের সি ও পি লাঙ্গল ৬১½

৪। বগদ লাঙ্গল ৫০

৫। আভেড়ি সাহেবের ভারত বর্ষীয় লাঙ্গল ৪৫

৬। ঐ আমেরিকা দেশীয় ৩৬

৭। ওক্ কোম্পানির সুইডেন দেশীয় লাঙ্গল ৩০

দ্বিতীয় বার ৵। ২কাঠা পাহাড়ীয়উচ্চ, একই রকমের ৪ খণ্ড জমিতে ৪ খানী পছন্দ মত লাঙ্গল মান্দ্রাজ দেশীয় কৃষকের দ্বারায় চাষ দেওয়া হয়। পরীক্ষক দিগের বিবেচনায়, এই পরীক্ষায় মাচি সাহেবের সি, পি চিহ্নিত এবং ভারত বর্ষের প্রজাদের লাঙ্গল এবং আভেড়ি সাহেবের প্রস্তুতকরা আমেরিকাদেশীয় লাঙ্গলেরফল প্রায় সমান ২ হইয়াছিল এবং তাহা দেশীয় লাঙ্গল অপেক্ষা অধিক মৃত্তিকা ভেদ ও বড়চাপড়া উঠানবিষয়ে শ্রেষ্ঠহইল। প্রত্যেক লাঙ্গলে একঘণ্টারমধ্যে যে পরিমাণে চাষ হইয়াছিল তাহার ফলনিম্নে লিখিত হইল।

১। মাচি সাহেবের সি, ও পি চিহ্নিত লাঙ্গল ৬০০

২। ঐ ঐ প্রজাদের লাঙ্গল ৪৫০

৩। আভেড়ি সাহেবের আমেরিকা দেশীয় লাঙ্গল ৩৪০

৪। দেশীয় লাঙ্গল ২৭০

ফলের বিষয়।

হেড গারডেনার (প্রধান মালি) কৃত ফল উৎপাদন বিষয়ক পুস্তকে যেসমস্ত আমকে ফলের আঁস বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই বৃক্ষের ক্ষুদ্র ২ শিকড় মাত্র। বৃক্ষের মূলদেশে ঐ সমস্ত ক্ষুদ্রশিকড় যতবেশি থাকে ততই ভাল। কারণ শিকড় সমূহের দ্বারাই, মাটীহইতে বৃক্ষের সমস্তঅংশে, সার ও জল চালিত হয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় বৃক্ষ মাত্রেরই, ফল হইবার পূর্ব্বে শাখাগ্রভাগ মুকুলোন্মুখ হয়, কিন্তু যেযে উপায়ে বৃক্ষ পুষ্টিকরবস্তু প্রাপ্তহয় তাহাতে, অনাবৃষ্টি, শিকড় বা পাতা ছাটিয়া দেওনপ্রভৃতি অসাময়িক কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিলে ঐ কুঁড়িসমস্ত পাতাতে পরিণত নাহইয়া শীঘ্রই ফলে পরিণত হয়। ফলের অঙ্কুর বাহির হইবামাত্র ঐ ফলসমস্ত যাহাতে পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্তহইতেপারে তজ্জন্য উহার গোড়ায় তেজস্কর সারদেওয়া বিধেয়। গাছের গুড়ির নিকটস্থ শিকড় সমূহে ভাল ও প্রচুর পরিমাণ সার পড়িলে ছোট ২ শিকড় অনেক বৃদ্ধিহয় এবং তাহাহইলে গাছ অনায়াসেই পুষ্টিকরবস্তু গ্রহণ করিতে পারে।

যে গাছে ফলহয়না নিম্ন লিখিত উপায় অবলম্বন করিলে, অচিরে ঐ গাছ ফল বান্ হয়।

যে তেজস্কর চারাগাছে ফলহয়না অথচ মোটাডালহয়, সেই গাছের গোড়াহইতে একফুট (আধহাতের কিছুবেশি) দূর কোদাল দ্বারা মাটিতে গভীররূপে কোপবশাইয়া তাহার শিকড় কাটিয়াদিতেহয়। কয়েক বৎসর মধ্যে আবার সমস্ত শিকড় অতিরিক্ত বাড়িলে গাছের গোড়াহইতে ১৮ ইঞ্চ্ বা একহাতদূরে উহার চতুষ্পার্শ্বে অল্পপরিসর একটা পগার বা গর্ত্ত খুঁড়িয়া দিতেহয়। উহাতে মূলশিকড়ের কোন হানি নাহয় তদ্বিষয় দৃষ্টিরাখিতে হইবে, কেবল বাজেশিকড়গুলি কাটিয়া বা মাটীহইতে অসংলগ্নকরিয়াদিতেহয়। গাছের গোড়াহইতে কি পরিমাণ দূরে, উক্তপগাড় দেওয়াউচিত সেইটী স্থিরকরা একটু কঠিন হয়বটে কিন্তু গাছ বিশেষে, ৩ হইতে ৬ ফিট কাটিলেই সাধারণতঃ চলিবে।

গাছের শিকড় কাটার তাৎপর্য্য এই যে উহাতে তাহার ডাল পালা উৎপাদন করিবার শক্তির কিছু হ্রাসহয়। কেবলমাত্র ডালকাটিলে চলিবেনা কারণ ডালকাটাগাছে দেখাযায় যে পুনরায় ঐ সমস্তডাল সতেজে গজাইয়াউঠে। যাহাতে শিকড় অধিকস্থানব্যাপী নাহইতেপারে তাহারচেষ্টাকরিতে হইবে। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস গাছের শিকড় কাটিয়া দিবার উপযুক্ত

সময়। কিন্তু সকল গাছের পক্ষেনহে কারণ কমলালেবু প্রভৃতি ঐ সময়েপাকে এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ও অনেকফল পাকে। অতএব ফলফুরাইলে এবং মুকুল হইবার পুর্ব্বে যেসময় সেই সময়ে ঐ রূপ করাউচিত।

কোন কারণে গাছশুকাইতে আরম্ভহইলে উহার গোড়ায় ও বড় ২ ডালে বাখারিচুণের গোলা একবৎসর অন্তর বুরুস্ বা ঐ রূপকোন দ্রব্যদ্বারা লাগাইয়া দেওয়াউচিত।

অনেক মুকুল ও ফল হওয়ায় এবং যথেষ্ট পরিমাণ সারনাপাওয়ায় গাছেরতেজ ন্যূনহইয়া তাহা শুকাইতে থাকে এবং অনেকে তাহা না-বুঝিয়া, গাছের পীড়াহইয়াছে মনেকরে।

গাছসম্বন্ধে এই সমস্তসার ব্যবহৃতহইয়াথাকে।

১। গরুর ও ঘোঁড়ার আস্তাবলের মল মুত্র।

২। অন্যকোনরূপ তাজাসার (জলের সঙ্গে মিশাইয়া)

৩। মুরগির মল।

ভারত বর্ষে পায়খানার, মল মুত্র একটা কল-সিতে ধরিয়াতাহাতে ২। ৪মুষ্টি চুণদিলে দুর্গন্ধ বাহির হয়না, অথচ বৃক্ষের উত্তমসারহয় এবং মেথরে অনায়াসে উহাযোগাইয়াদিতে পারে।

বৃক্ষসকল নিম্নোক্ত প্রকারে, ছাটিযাদিতেহয়।

১। গাছে যেসমস্ত মরা শুকডাল থাকে, তাহা কাটিয়াফেলিবে।

২। গাছের ডালে ২ না লাগে এবং শাখা সকল উত্তমরূপে প্রসারিত হইতেপারে এ জন্য অতিরিক্ত ডালসমস্ত কাটিয়া দেওয়া উচিত।

৩। ডালগুলি সমানকরিয়া কাটিয়াদিবে তাহাহইলে, গাছগুলি সুন্দররূপে বাড়ে এবং সমানভাবে মুকুলিত ও ফলবান্ হয়। দেখিতেও সুন্দর দেখায়।

৪। ডাল এমনি করিয়াকাটাউচিত যে গাছেরসহিত যেটুকু থাকিবে, তাহা যেন একটু খোঁদাথাকে কারণ তাহাহইলেরৌদ্র বাতাস ভালকরিয়া উহারমধ্যে প্রবেশ করিতেপারে। গাছেরমধ্যেরডাল প্রায়ই ফলেনা অতএব তাহা রাখা নিষ্প্রয়োজন।

৫। গত বৎসরের অনাবশ্যকীয় যে-সমস্ত ডালতাহা কাটিয়াদিবে কিন্তু একে বারে গোড়াপেড়ে কাটিবেনা, দুইএক টা গাঁইট রাখিবে তাহাতে ক্রমেফল ধরিবে। গাছ বড়হইবার নিমিত্তমোটা ডালগুলির ৮। ১০ টা করিয়া গাঁইট রাখিবে।

ক্রমশঃ

—:†:—

বঙ্গেশ বিভ্রাট।

উপক্রমণিকা।

প্রথম অধ্যায়।

পাটনা।

বেহার প্রদেশের প্রধাননগর পাটনা। এক দিন প্রভাতে, সূর্য্যদেবের জবাকুসুমশঙ্কাশমূর্ত্তি প্রকাশহইলে, নগরেরঅট্টালিকারছাদ, প্রাচীর উচ্চ কেল্লা, বাগানের বৃক্ষের পত্র-পল্লব, ও পুষ্পোদ্যান স্বর্ণাভবর্ণে রঞ্জিতহইল, সূর্য্যোদয়ে তদীয় রশ্মিজাল ইতিসুপ্ত জগতকে হাস্যময় করিয়া তুলিল, প্রাতঃকালের সমীরণ মৃদুমন্দ হিল্লোলে প্রবাহিত হইল, তখন নগর শান্ত ও হাস্যময় দেখাইল।

অতি প্রাচীন কালহইতে পাটনা গঙ্গার দক্ষিণকূলে বিরাজিত রহিয়াছে, হিন্দুরাজত্বের সময়ে মগধরাজ্যেররাজধানী; মহাভারতে উক্ত হইয়াছে পাটলীপুত্র নামেখ্যাতনগর নন্দবংশের আবাসভূমি থাকিয়া পরে চন্দ্রগুপ্ত রাজারসময়ে য়ুনানী সৈন্যেরদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল; মুসলমানেরা রাজাহইলে নগর পাটনা নামে খ্যাত হয়, সম্রাট আরংজিবেরপৌত্র আজিম শাসনকর্ত্তা নিযুক্তহইলে তাহা আজিমাবাদ নামপায়।

বেহার প্রদেশ বাঙ্গালার নবাবের অধীন হইলে পাটনায় কেল্লায় চহলসতন প্রাসাদে নবাবের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা বাসকরিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বাঙ্গালায় নবাব সুজাউদ্দিনেরপক্ষে পাটনায় আলিবর্দ্দী শাসনকর্ত্তাছিল।

পাটনা নগর পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা, প্রায় একযোজন উত্তর দক্ষিণে প্রশস্ত, সাধারণতঃ একক্রোশ; ইহারপশ্চিমে বাঁকীপুর ও পূর্ব্ব দিকে জাফরখাঁর বাগান, মধ্যে ব্যবসা ও কার্য্যেরস্থান যথা—— মরফগঞ্জ, মনসুরগঞ্জ, কিল্লা, চক, [illegible]গঞ্জ, মহারাজগঞ্জ, সাদিকপুর, [illegible]পুর, গুলজারবাগ, স্থানে২ হিন্দুদিগের [illegible] ও নানকপন্থি দিগের উপাসনার মন্দির রহিয়াছে, মুসলমানদের মস্জিদ কারবালাসা আর[illegible] ও পিরবাহারেরস্থান রহিয়াছে, এবং এখন খৃষ্টানেরগিরজা ও গোরস্থান হইয়ারহিয়াছে।

কিন্তু পাটনার বিশেষ দৃশ্য গোলা, ভারতের প্রাচীন শত্রু অবশ্য সম্ভব বিপদ দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য এই গোলা নির্ম্মিত হইয়াছিল ও ইহাতে অপরির্য্যাপ্ত শস্য সঞ্চিত থাকিত, বেহারের গত দুর্ভিক্ষের সময়ে ও ইহাতে শস্য রক্ষিত হইয়াছিল।

ইহার প্রাচীর বেষ্টিত নগরাংশ প্রায় এক ক্রোশ দীর্ঘ ও অর্দ্ধক্রোশ প্রশস্ত; ইহাতে অনেক ইষ্টকালয়, বহুল মৃত্তিকা প্রাচীর, টাইল আচ্ছাদিত মণ্ডপ ও অল্প সংখ্যক খড়ের ঘর। একটী প্রশস্ত রাস্তা পূর্ব্ব দ্বার হইতে পশ্চিম দ্বারে গিয়াছে; আজিম শাসন কর্ত্তা নগরের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাসচলিয়া আসিতেছে কিন্তু এখন ঐ সকল সংরক্ষক ও দৃঢ়ী কারক অবস্থা তুচ্ছ হইয়া পড়িয়াছে।

সেই দিন অতি প্রশস্ত গঙ্গাস্রোতে, প্রাতঃসমীরণে বীচিমালা ভাসিতেছে, মৃদুমন্দ হিল্লোলে জল নৃত্যৎপ্রায়, তাহাতে প্রাতঃকালীন সূর্য্য রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া বীচিমালা হাস্যময়। খর বেগে স্রোত চলিতেছে। তীর নিকটে অগণ্য তরণী ভাসমানা, সহর হইতে যে অগণ্যরাস্তা অগণ্যঘাটে মিশিয়াছে তাহাতে কত শত হিন্দুগণ, গঙ্গাজলে প্রাতঃস্নান করিয়া যাইতেছে আবার আসিতেছে আবার যাইতেছে দ্বিজগণ স্নাতহইয়া কেহবা গঙ্গাজলে শিবপূজা করিতেছে কেহ বা সচন্দন বিল্বপত্র পুষ্পে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজাকরিয়া মহিম্নস্তব পাঠ করিয়া গালবাদ্যে কক্ষ বাদ্যে গঙ্গাতীর আন্দোলিত করিতেছে কেহবা কাশীখণ্ড উক্ত গঙ্গাস্তব পাঠ করিয়া ভক্তিমত্তা দেখাইতেছে কতজনে ভারে ২ গঙ্গাজল লইয়া যাইতেছে, কতরমণী কলসী কক্ষে আসিয়া জলপূর্ণকলসী লইয়া হাব ভাব দেখাইয়া চলিয়া যাইতেছে কেহবা কলসী মস্তকে সন্তান কক্ষে আসিতেছে যাইতেছে, কত মহাজন গঙ্গাতীরে নৌকার মাল নামাইতেছে, কতজনে তাহাউঠাইতেছে কতজনে মাল আনিয়া নৌকা বোঝাই করিতেছে মুটেরা সবোঝা যাতায়াত করিতেছে, রাজপথে ব্যবসাদারগণ দোকান খুলিতেছে, পণ্যদ্রব্য সজ্জিত কতবিপণি শোভাপাইল, ক্রেতা বিক্রেতা প্রয়োজন অনুরোধে কত আসিতেছে যাইতেছে, রাজপথ লোকপূর্ণ। ক্রমে মনুষ্য জীবন জাগ্রত হইল।

দরবারের সময় জানিয়া কত উমরা, জমিদার, জায়গিরদার, উকিল, কর্ম্মচারী, সেনানী, সেনা, কেল্লাদার, চোপদার, আসাসোটা বরদার, নগর পাল, দ্বারপাল, কোতয়াল, দারগা, বক্সী, মুন্সী, রায়, চৌধরী চহলসতনাভিমুখে যাইতেছে, কেহবা পালকীতে, কেহবা গজে কেহ অশ্বে কেহ এক্কারথে, কেহ গোযানে, অনেকে পদব্রজে যাইতেছে, ক্রমে আলিবর্দ্দীর দরবার গৃহলোকপূর্ণ হইল।

সহরের মধ্যে প্রাচীরপরিবেষ্টিত কেল্লা

তাহারমধ্যে চহল সতন রাজপ্রাসাদ উৎঘাটিত হইয়াছে; দ্বারে অগণ্য দ্বারপাল, কেল্লারদ্বার পারহইয়া মোগল, পাটান আফ্‌গান সৈন্যের স্থান, তাহা পারহইলে আলিবর্দ্দীরপ্রাসাদ দ্বার তথায় অনেকে দ্বাররক্ষা করিতেছে সেই দ্বার দিয়া দরবার গৃহে যাইতে হয়।

ক্রমশঃ

নিশীথে।

(১)

সুকরে সোণার থালা, উঠিল প্রকৃতি বালা বেলা মালা গলে
কোমল অধরে হাসি, ধূমল কেশের রাশি ঝাঁপি বুক, বলে

(২)

কপোলে আঙ্গুল কম, নয়নে নেশারভ্রম শমতা বদনে;
বিথারি তনুয়া খানি বিভোরে প্রকৃতি রাণী মগনা স্বপনে।

(৩)

অমিয়া, আধার হতে, উথলি ঝরে মরতে, তোষে পাপিয়ায়;
ঘুমান বিহগ নীড়ে, চমকে আবেশে ফিরে, না বুঝি, কি গায়।

(৪)

সেফালি মেলি নয়ন গগণে তুলি বদন নিরখে সুথিরে;
কি যেন নেহারি ক্ষণে, আনন নমায়ে আনে আঁখিপুরি নীরে।

(৫)

মেদিনী; হৃদয় পাতি, কুড়ায় মুকুতা পাঁতি, ঝিঁঝি গায়গান,
সকলি দেখায় হেন, আজিকে মরত যেন স্বরগ সমান।

স্থানীয় সংবাদ।

দিনাজপুর সহরেরউপরে, সামান্য যেকয়েক টী জলাশয় আছে, মার্ত্তণ্ডদেবের উগ্রকিরণে সেই সমস্তই শুষ্ক হইয়াগিয়াছে। জলাভাবে স্থানীয় লোকের বিশেষকষ্ট এবং মিউনিসিপালিটী হইতে, রাস্তায়জলদেওয়ার কার্য্য ও একরূপ বন্ধহইয়াছে। মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ গণকে এই বিষয়ে দৃষ্টিকরা উচিত।

মৃত্যুসংবাদ—এইজেলার মালডুয়ার পরগণার অধীন রামগঞ্জ নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বাবু বুদ্ধিনাথ চৌধুরী মহাশয় বৈকারিক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া বিগত ৭ ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বুদ্ধিনাথ বাবু দেশীয় জমিদার বর্গেরমধ্যে একজন সুদক্ষ ও ন্যায়বান পুরুষ ছিলেন। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি যেমন সময়পাইলে স্বীয় সর্ব্বাবয়ব প্রকাশ করিয়াথাকে; বুদ্ধিনাথ বাবুও ঠিক সেইরূপ, বিগত ১৮৮১ ইং সনে কোর্ট অবওয়ার্ডস্ হইতে তাঁহার পৈতৃক সমস্তসম্পত্তি স্বীয় হস্তে প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের দুর্জ্জয় প্রলোভনকে পরাস্তরাখিয়া জমিদারী শাসন ও প্রজাপালন এবং উত্তরোত্তর তাহাবৃদ্ধিকরতঃ স্বীয়জীবন, গৌরবান্বিত করিয়া ছিলেন। মানব প্রকৃতি, ন্যায়ের অনুবর্ত্তীবলিয়াই, বুদ্ধিনাথবাবুর এই অকালমৃত্যুতে, সাধারণেরহৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। বলিতে কি, বিগত ১২৮০ সনের, ভয়ঙ্করদুর্ভিক্ষ প্রপীড়নে সাধারণকে প্রপীড়িত দেখিয়া, বুদ্ধিনাথ বাবু কোর্টঅবওয়ার্ডস্ হইতেপ্রাপ্ত, স্বীয়নির্দ্ধারিত বেতন হইতে অনেক টাকারচাউল দানকরিয়া যে শত সহস্র দীন দরিদ্রের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন; তাহাতেই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মানহইবে যে, বুদ্ধিনাথ বাবু কেবল সমাজের মনস্তুষ্টির জন্য ন্যায়পরায়ণবলিয়া বিখ্যাত নহেন। শিশু বেলা হইতেই তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে, ন্যায়েরবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

বুদ্ধিনাথ বাবু ১২৮১ সনে কোর্ট অবওয়ার্ডস্ হইতেসম্পত্তি স্বীয়হস্তেলইয়া, এবং প্রাপ্তনগদ ক্যাসের পরিমাণ প্রায়দ্বিগুণিত করতঃ এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় দশ হাজার টাকা মুনফার স্থাবর সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; অথচ সাধারণের হিতকার্য্যে মুক্তহস্ত ও প্রজাগণের হিতৈষী ছিলেন। এইরূপ প্রকৃতির লোক দীর্ঘজীবিহওয়াই বাঞ্ছনীয়। যাঁহার নিকটে সাধারণের আশা প্রসারিত হইয়াথাকে এবং যেখানে ন্যায়ের মর্য্যাদা আদরের সহিত সংরক্ষিত হয়, স্বভাব স্বতঃই তাঁহার স্থায়িত্ব বাসনাকরে। বুদ্ধিনাথ বাবু মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করায়, সাধারণের এবং পরিবার বর্গের ও তাঁহার আশ্রিত প্রজাগণের, নিতান্ত দুঃখের কারণ হইয়াছে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্কুলহইতে, ৮ জন ছাত্র প্রবেশিকা (ENTRANCE) পরীক্ষাদিয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত ৪ টী বালক উত্তীর্ণ হইয়াছে। যথা—

১ম বিঃ শ্রীচারু চন্দ্র বসু।
২য় বিঃ শ্রীতারিণী চরণ সরকার।
৩য় বিঃ শ্রীঈশ্বর চন্দ্র মজুমদার।
ঐ ঐ শ্রীবাই চরণ রায়।

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা।

১ম ভাগ। আষাঢ়, ১২৯২। ২ য় সংখ্যা।

—§—

পাঠক বর্গের প্রতি।

আমাদিগের পাঠক বর্গেরমধ্যে অনেকেই হয়ত অবগত নহেন যে অন্যান্য প্রদেশের শাসন কর্ত্তাদিগের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট, সম্প্রতি একটী কৃষি-বিভাগ স্থাপন করিয়াছেন, এবং ডব্লিউ ফেনুকেন্ নামক জনৈক সাহেবকে উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অধীন আরও তিনজন ভদ্রলোক নিযুক্ত হইয়াছেন —— মেঃ এলেন্, মেঃ এ সি সেন, মেঃ সুখারত হুসেন। ইহাঁরা সম্প্রতি নিম্ন লিখিত তিনটী প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত বহাল হইয়াছেন ——

১। বর্ত্তমান কৃষিকার্য্যের অনুসন্ধান।

২। জিলায় ২ কৃষি-সভা ও কৃষি প্রদর্শনী সংস্থাপন।

৩। কৃষি পরীক্ষা ও কৃষি উন্নতির উপায় উদ্ভাবন।

আশু ইঁহাদিগকে পাটনা, ভাগলপুর, ও বর্দ্ধমান বিভাগে কার্য্যকরিতে হইবে—— উল্লিখিত তিনটী বিষয়েরমধ্যে বর্ত্তমান মাসে আমরা প্রথমটী, অর্থাৎ "বর্ত্তমান কৃষি-কার্য্যের অনুসন্ধান" সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছাকরি।

কিকি উপায় অবলম্বন করিলে জমি ভাল করিয়া আবাদ করাযায়, বীজগুলি উৎকৃষ্ট এবং প্রধান ২ ফসল গুলি অধিক মুল্যবান হয়, তাহা স্থিরকরিবার নিমিত্ত উক্ততিনজন

সরকারী কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্টস্থানেযাইয়া দেশীয় কৃষি প্রথা বিশেষরূপে পরীক্ষাকরিয়া দেখিবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে কেনুকেন্ সাহেব যে সমস্ত সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে উল্লিখিত কর্ম্মচারিগণ প্রথমতঃ যে নির্দ্দিষ্ট গ্রামে বা স্থানে গমন করিবেন সেই গ্রামের বা স্থানের প্রচলিত আবাদের ও কৃষির প্রথাসম্বন্ধে সুচারুরূপে অনুসন্ধান না করিয়া অন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে পারিবেননা; আর এইপ্রকার সুচারু রূপে পরীক্ষাকরা শেষ হইলে পর যেসে উপায়ে উন্নতি সাধন করিতে পারাযায় তাহা দর্শাইয়া দিবেন। নিম্ন লিখিত তালিকায় যে প্রশ্নগুলি দেওয়াহইল তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিতে হইবে ——

(ক) তালিকা।

১। কৃষি।

১। কোন্ ২ শ্রেণীর লোক কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত আছে এবং তাহারা ঐ কার্য্যে কতদুর উন্নতি লাভ করিয়াছে; বুনিয়া নামক জাতি কৃষিসম্বন্ধে কোন্ কার্য্যে বিশেষ তৎপর ?

২। কি কি প্রকারের বিভিন্নমৃত্তিকা আছে, এবং তাহাদিগের উৎপাদিকা শক্তিই বা কেমন ?

৩। বড়, মধ্যম, ও ছোট ২ আবাদীয় ভূমির আনুমানিক আয়তন কত ?

৪। ভূমিতে সচরাচর কোন্ শস্যেরআবাদ হয়, এবং উহা কি প্রকারে কৃষকেরা আবাদ করে; কোন সময়ে বীজ বুনানী ও শস্য কর্ত্তন হয়; প্রত্যেক জমিতে আয়তন অনুসারে কি পরিমাণ বীজের আবশ্যক, এবং ঐ বীজ কি প্রকারে সংগৃহীত হয়; কৃষি সম্বন্ধে অন্যান্য কিকি বিষয় জানিবার আবশ্যক; কি উপায়ে কৃষির উন্নতি হইতে পারে, এবং তাহা কি প্রণালীতে কার্য্যে পরিণত করাযায়, ও তাহার সার্থকতাই বা কি ?

২। সার।

১। কোন্ পদার্থ সার স্বরূপ ব্যবহৃতহয়; কোন্ প্রকারের মৃত্তিকায় ও শস্যে সার প্রয়োজন; বিঘাপ্রতি সারের ব্যয় কত; কোন্ শ্রেণীর কৃষকেরা সার ব্যবহার করে এবং তাহারা প্রচুর পরিমাণে সার পায় কিনা; সারের অপব্যয় হয় কিনা এবং হইলে তাহা নিবারণের উপায় কি; নূতন সার প্রচলন সম্বন্ধে যুক্তি কি, এবং তাহার ফল কি ?

৩ । কৃষিউপযোগী পদার্থ ।

১ । গবাদি পশু, তাহাদেরখাদ্য ও মূল্য সম্বন্ধে জানিবার কি আছে; গো, মেষ, মহিষাদি পশুরপীড়া নিবারণ ও চিকিৎসার প্রচলিত প্রথা কি; কি প্রকারে উক্ত পশ্বাদির শারীরিক উন্নতি সাধন করাযায়: এবং এতৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলকি ?

২ । আবাদ কালে কৃষকেরা জমিতে যেযে যন্ত্র ও অস্ত্র ব্যবহার করে তাহাদের প্রত্যেকের নাম, মূল্য ও বিশেষ বর্ণনা কি ? উক্ত যন্ত্র ও অস্ত্রের উন্নতির উপায় কি, এবং নূতন যন্ত্র প্রচলন সম্বন্ধেইবা মতামত কি ?

৪ । জল সেচন ।

১ । কৃষকেরা ভূমিতে কি প্রকারে জল সেচন করে; কিকি শস্যের জলসেচন আবশ্যক, জল সেচনের উন্নতি ও ব্যয় সম্বন্ধে উপদেশ কি, যে রূপে জলসেচন করা যায় তাহার ফল কি ?

৫ । গবাদি পশুর খাদ্য ও গোময় ।

১ । গো মহিষাদি পশুর বর্ত্তমান খাদ্যের অবস্থা কি, এবং কি উপায়ে তাহার কার্য্যতঃ উন্নতি করাযাইতে পারে; পশ্বাদির খাদ্য ও গোময়াদি সঞ্চিত রাখিবার স্থান সম্বন্ধে বক্তব্য কি ?

৬ । কৃষক দিগের বাসস্থান পরিবর্ত্তন ।

১ । যে গ্রামে বা স্থানে গবর্ণমেণ্ট হইতে কৃষি কার্য্যের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে সেই গ্রামের বা স্থানের লোক সংখ্যা কমহইলে তথায় কি উপায়ে স্থানান্তর হইতে কৃষিজীবী প্রজা আনয়ন করিয়া বাস করান যাইতে পারে অথবা লোকসংখ্যা অতিরিক্ত হইলেই বা অন্য জেলায় বা গ্রামে কতকাংশপ্রজার বাসস্থান উঠাইয়া লইলে কি রূপ হয়; এবং এই প্রকার কার্য্যে কিরূপ ব্যয়ের সম্ভাবনা ?

৭ ।

২ । গবর্ণমেণ্ট, কৃষি কর্ম্মচারী দিগের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে যাহাতে কৃষক দিগের অবস্থা সুচারুরূপে অবগত হওয়া যায় তৎসম্বন্ধে উক্ত কর্ম্মচারিগণ আপনাপন মতামত প্রকাশ করিতে পারেন; এবং যেযে স্থানে কৃষি বিষয়ক পরীক্ষা আরম্ভ হইবে, সেই ২ স্থান সম্বন্ধে তাঁহাদিগের উল্লিখিত সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তরপ্রদান করিতে হইবে ।

অবশেষে বক্তব্য এইযে আমরা কৃষি-বিষয়ে অত্র জেলায় যথাসাধ্য জ্ঞান বিস্তার করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছি এখন, স্থানীয় পাঠকবর্গ কৃপাকরিয়া আমাদিগকে অন্তঃকরণের সহিত একটু সাহায্য করিলেই আমরা যথেষ্ট অনুগৃহীত হইব। সম্প্রতি তাঁহাদিগেরনিকট আমরাসানুনয়ে এই নিবেদন করিতেছি যে তালিকাস্থ প্রশ্ন কয়েকটীর মধ্যে যাঁহার যে গুলিতে সুন্দর জ্ঞান থাকে বা প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধানে অবগত হইতে পারেন তিনি সেই গুলির উত্তর করিয়া যথাসময়ে আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অত্র দিনাজপুর জিলায় প্রচলিত কৃষিকার্য্য যে প্রকারে পরিচালিতহয় তাহা স্থানীয় কৃষকদিগের পক্ষে সুবিধাজনক কি অসুবিধা জনক তৎসম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগের পত্রিকায় মতামত প্রকাশকরিতে চাহেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

আমাদিগের উদ্দেশ্য এই যে আমরা কৃষি-তত্ত্বের প্রকৃত ঘটনা চাই, আনুমানিক দুই একটীকথা বলিয়াদিলে চলিবেনা। আর কৃষি সম্বন্ধে যিনি নিজে অনভিজ্ঞ তিনি যদি কিছু লিখিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে হইবে যে তিনি কোনস্থান হইতে কাহার মত গ্রহণ করিয়া লিখিলেন; আমরা এরূপ ভাবে কৃষির উৎকর্ষ সাধন করিতে চাই যে কৃষকগণ তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে। যদি আমাদিগের গ্রাহক গণ এইপ্রকারে আমাদিগকে সাহায্যকরেন তাহা-হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতেপারি যে আমাদিগের এই ক্ষুদ্রপত্রিকা কৃষি সম্বন্ধে অতি সহজ ও স্বল্পব্যয়সাধ্য উপায় উদ্ভাবনকরিতে সমর্থ হইয়া তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইবে।

দি. মা. প. স.

—:§ §:—

আখ্ মাড়া কল।

বিহিয়া আখ্ মাড়াকল একস্থান হইতে অন্য স্থনে লইয়া যাওয়া ও স্থাপনকরা ও চালান খরচ সম্বন্ধে পুনার কল অপেক্ষা অধিক সুবিধা জনক। উহার মূল্যও কম। যে পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে উহার গঠন বিষয়ে কিছুই জানা যায়নাই। কিন্তু উহার গঠন কৌশল, পুনার কল অপেক্ষাশ্রেষ্ঠ। কার্য্যকারীতা সম্বন্ধে বিহিয়াকল পুনাকল অপেক্ষা কোনঅংশে ন্যূন নহে, এবং উহার প্রস্তুতকারী সুত্রাও সাহেব

প্রশংসা পাইবার যোগ্য। যেযে স্থানের লোকেরা ইক্ষু গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য কলক্রয়করিতে সমর্থ বা ভাড়াকরিয়া লইবার সুবিধা পাইয়াছে, সেই ২ স্থান হইতে পূর্ব্ব প্রচলিত দেশীয় আখ্‌মাড়া চড়ক্ গাছ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে।

—:‡:—
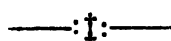
গাছের পোকা মারিবার উপায়।

ইহা পরীক্ষাদ্বারা জানাগিয়াছে যে সামান্য ২ বৃক্ষাদির পোকা মারিবার এক উৎকৃষ্ট উপায় মদ (Alcohal.) ; কিন্তু তাহাতে অনেক খরচ পড়ে বলিয়া সকলের নিকট সহজ নহে। কেরোসিন তৈল এবং দুগ্ধ এইদুইদ্রব্য জলে মিশাইয়া গাছে ঢালিয়া দিলে পোকা নষ্টহয় বটে কিন্তু ঐ দুই দ্রব্য ভাগ মত মিশান সুকঠিন এবং উহা ব্যবহার করিতে বিশেষ সাবধানের আবশ্যক। সুতরাং দেশীয় কৃষক দিগকে উপরুক্ত দ্রব্যাদি ব্যবহারকরিতে আমরা পরামর্শ দিতেপারিনা। সাবান ব্যবহার করাঅতি সহজ। এই কারণে আমরা নিম্ন লিখিত প্রকারে গাছের পোকা নষ্টকরার জন্য সাবান ব্যবহার করিতে বলি। ।/০ পাঁচ ছটাক সাবান আর/৪৷৷০ সাড়ে চারি সের জল একত্র মিশ্রিত ও উত্তপ্ত করিয়া গরম গরম গাছের গায়ে ঢালিয়া দিলে ৩।৪ দিবস মধ্যে পোকা একেবারে নষ্ট হয়।

তৈলের কল।

বোম্বাই নগরে তৈল প্রস্তুতের কল স্থাপন হওয়ায় ঐ প্রদেশের একটী

অভাবদূর হইয়াছে। পূর্ব্বে ঐঅঞ্চলে রেলওয়ে ও কাপড় প্রস্তুতের কোম্পানি সকলের প্রয়োজনীয় নারিকেল ও অন্যান্যতৈল কোচিন ও মালবর উপকূল হইতে আনীত হইত, কিন্তু এইক্ষণ আর অত দূর যাইতেহয়না। বোম্বাইয়ের তৈলের কল হইতে, স্বল্পমূল্যে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট তৈল পাওয়া যায়। ঐ প্রদেশের ডিপুটী সারজন জেনারেল ও অন্যান্য বাণিজ্য ব্যবসায়ী অনেকলোকে ঐ তৈলের প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি যে ঐ কলের ক্রমশই উন্নতি হউক। বঙ্গদেশে ঐরূপ কল স্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

ক্রমশঃ

—††—

মনুষ্যত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)— সৃষ্টিকর্ত্তা অনন্য সাধারণ শক্তি তোমাকে দিয়াছেন, সেই অদ্বিতীয় শক্তিকে পণ্ড করিও না। তাহার যাহাতে সদ্ব্যবহার হয় তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমাতে যে বুদ্ধি ও কৌশল আছে তাহা অন্যত্র নাই। অসংখ্য জীবজন্তুর মধ্যে কেবল তোমাদিগকে এতাদৃশ করিবার অভিপ্রায়, তোমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে জাগরূক থাকা ন্যায় সিদ্ধ।

মানুষের যদি মনে থাকে "আমি মানুষ" তবে অবশ্যই তিনি পশুবৃত্তিকে স্থান দিবেন না, নিশ্চিতই তিনি মনুষ্যত্বের অপব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত ও লজ্জিতহইবেন; মনুষ্যত্ব স্থির রাখিতে পারুন আর নাপারুন একবার সংশয় দোলাতে আন্দোলিত হইবেন, আন্দোলনেও ফল আছে, সকল বিষয়, সকলসময়ে কার্য্যোপরিণত হয়না, একদিন, দুদিন আন্দোলন হইতে হইতে কোন না কোন দিন কার্য্যেও পরিণত হয়।

এরূপ কোন কার্য্যই নাই যে একটি কারণেই সিদ্ধহয়, ক্রমে যখন উপযোগী সমস্ত কারণ উপস্থিত হয় তখন লোকের অজ্ঞাত সারেও কার্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকে। অথচ জ্ঞাতসারে বিশেষ চেষ্টা বা উদ্যোগ

সত্বেও অন্যতম কারণাভাবে কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

মনুষ্য যখন সগর্ব্ব ব্যবহারে অন্য জীব জন্তুকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া স্বীয় আত্মাকে অত্যুচ্চ সিংহাসনে স্থানদেন, তখনই তাঁহার বিশেষ প্রনিধানের সহিত বিবেচনা করা উচিত, কি গুণে বা কি বলে তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করেন।

কোন আসনকে অধিকার করিতে গেলে তাহাতে উপবেশনের সত্ব আছে কিনা পূর্ব্বেই চিন্তাকরা আবশ্যক এবং অধিকার করিয়া অনিচ্ছাতে পদচ্যুতি নাহওয়ার বিষয়েও দৃষ্টিরাখা উচিত।

একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে যাহাকে লক্ষ্য করিয়া গর্ব্বকরা হয় তাহা কর্ম্মেন্দ্রিয় চরিতার্থতা নয়।

সুস্বাদু রসে রসনেন্দ্রিয় তৃপ্ত, সুখস্পর্শে ত্বগিন্দ্রিয়ের স্বার্থকতা, মধুর স্বর সংযোগে শ্রবণেন্দ্রিয়ের লালসা, মনোহর রূপ লাবণ্যে দর্শনেন্দ্রিয়ের আগ্রহ, এবং সুগন্ধ আঘ্রাণ লইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের লোলুপতা সকলেরই সমান।

ক্ষুধা নিবারণের জন্য আহারীয় সামগ্রী অন্বেষণ, সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবার জন্য বাসস্থানকল্পনা আপদ্ বিপদ্ উপস্থিত হইলে পরিত্রাণের উপায়াবলম্বন, দাম্পত্য ব্যবহার এবং পোষ্যবর্গ রক্ষণাবেক্ষণ কে না করিয়াথাকে, তাহার পরিপাটীও স্বার্থতির পরার্থ নয়।

তুমি উপাদেয় খাদ্য ভক্ষণ করিয়া সুখী হইলে আত্মাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিলে তুমিবহুমূল্য, মসৃণসূক্ষবস্ত্র পরিধান করিয়া স্পর্শসুখে মোহিতহইলে, তুমি হিমালয়ের শৃঙ্গের মত উচ্চ, সুধারাশি বিনিন্দিত ধবল হর্ম্ম্যতলে বাসকরিলে তাহাতে অন্যের উপকার কি? হয়ত তোমার বিলাসের জন্য অন্যের রক্ত শুষ্কহইল, তোমার সন্তোষ সাধনের জন্য কতশত জীব জীবনসুখে বঞ্চিত হইল, তোমার সেবা শুশ্রূষায় আজীবন দাস্যভাবেই কাটিয়া দিল, তথাপি তোমার সন্তোষের উদয় হইলনা, তুমি তাহাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিলেনা, তোমারবিপদে সে বিপন্ন, তাহার বিপদ তোমার শ্রবণেরও অযোগ্য।

তুমি সুখগমন যানারূঢ় হইয়া ক্লান্ত কলেবর, তোমার যান দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পঙ্কিল অথচ বন্ধুর পন্থাতে বহনকরিয়াও বাহক ক্লান্তহয়কিনা সেবিষয়ে ভ্রূক্ষেপকরনা, হয়ত দ্রুতগতির ব্যাঘাত হইলে তিরস্কার করিতেও সঙ্কুচিত হওনা।

তোমার কি মনে উদয় হয়না যে সকল কলেবরই পাঞ্চভৌতিক। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম সকল শরীরেই সমানভাগে আছে, তবে হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল

কৃশ ভেদে তারতম্য থাকিলে ধর্ত্তব্য নয়। তোমার আস্থাতে সুখচায় দুঃখ চায়না।

ক্রমশঃ

অর্থ সঞ্চয়।

টাকা কড়ি আমরা অনেকেই উপার্জ্জন করিয়া থাকি কিন্তু এত খাটিয়া খুটিয়া, এত মাথারঘাম পায়েফেলিয়া যাহাকিছু উপার্জ্জন করিলাম তাহার ব্যবহার জানি কই; তাই আজ "অর্থসঞ্চয়" নামক একটী প্রস্তাব লিখিতে উদ্যত হইয়া বন্ধু বান্ধবের নিকট উপস্থিত হইতে চাই। অবশ্য ইহাতে নূতন কিছুই থাকিবেনা, কথার বাধুঁনিও তেমন নাই যে পাঠক দিগকে খুসিকরিব। এসম্বন্ধে ইংরেজ বাঙ্গালি প্রভৃতি জাতিরমধ্যে অনেক বড় বড় লোক অনেক লিখিয়াছেন ও বলিয়া ছেন, আমি আর নূতন কি লিখিব বা বলিব। তবে কিন, মহাজনদিগের সারগর্ভ কথাগুলি সময়ে ২ মনে করিলেও একটু পুণ্য আছে, তাই আজ আপনা দিগকে এতৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব, ভরসা করি একটু মনোযোগ দিবেন।

সকলেই স্বীকার করিবেন সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থসঞ্চয়ের বাসনা লোকের মনে বলবতী হয়। লোকে যখন হইতে সভ্য হইতে আরম্ভকরিল তখন হইতেই ভাবিতে লাগিল "কা'ল কি খাইব"। টাকার সৃষ্টিত কালিকার কথা; ইহার বহু পূর্ব্বেই লোকে ভাবিতে শিখিয়াছিল "কালিকার উপায় কি-হইবে"। সভ্য আর অসভ্য এই দুইজাতির মধ্যে যে এত প্রভেদ তাহার প্রধান কারণ এই যে অসভ্যেরা স্বপ্নে ও চিন্তাকরেনা যে "কা'ল কি খাইব", এবং এই নিমিত্তই তাহাদের অবস্থা এত হীন। যাহারা সারাদিন কেবল পেটের চিন্তাতেই ব্যস্ত তাহারা আবার অবস্থার উন্নতি কি প্রকারে করিবে, তাহাদিগেরদ্বারা আবার দেশের উপকারহইবা কি হইবে? উপকার ত হইবেইনা বরং অপকার হইবে। আসুন দেখি, একটু ভাবিয়া দেখি কি প্রকারে অপকার হইবে।

"জাতীয় ধন" কাহাকে কহে? সুধু আপনি যাহা উপার্জ্জন করিলেন বা আমি যাহ উপার্জ্জন করিলাম তাহাই কি"জাতীয় ধন"? জাতীয় ধন তাহানহে। জাতীয়ধন বড় উচ্চ কথা, বড় গুরুতর কথা। যাহা-

অর্থ সঞ্চয়।

দিগকে লইয়া জাতি হইল তাহাদিগের প্রত্যেকে যাহা উপার্জ্জন করে তাহাকে জাতীয় ধনের অংশ বলাযায়। না—এতেও ঠিক হইল না। কেবল উপার্জ্জন বলিলে চলিবে না। উপার্জ্জন করিয়া যাহা সঞ্চয় করাহইল তাহার সমষ্টিকেই বাস্তবিক জাতীয় ধন কহে। এই জাতীয় ধনের আবশ্যকতা কি? অন্যান্য আবশ্যকতা দেখাইবার তত প্রয়োজন নাই। প্রধান প্রধান গুটী কএক দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে। প্রথম, স্বাধীন ভাবে জীবন কর্ত্তন; দ্বিতীয়, আত্ম মর্য্যাদা সংরক্ষণ; তৃতীয় স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন। এখন দেখুন, কিছু ২ অর্থসঞ্চয় না করিতে পারিলে আপনি ইহার কোন্‌টী রক্ষা করিতে পারেন। আপনি এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছেন তৎ সমুদায়ই ত খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন আপনি ২। ৩ মাস পীড়িত হইয়া পড়িয়া আছেন, আপনার স্ত্রীপুত্র কিনা অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে; সুতরাং তাহা দিগের চারিটা পেটের ভাতের জন্য অন্যের দ্বারস্থ হইতে হইল। বলুন দেখি আপনি কি তবে সময় ও ঘটনার দাস হইলেন না? আর ইহাতে আপনার আত্মমর্য্যাদাই বা থাকিল কই। লোকে যে আপনাকে ঘৃণা করিবে, নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া মনে করিবে। স্বধু অপদার্থ কেন, আপনাকে দেশের এক জন ভয়ানক শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিবে। যে হেতু আপনার বুদ্ধি নাই বলিয়া, আপনার ভবিষ্যৎ জ্ঞান নাই বলিয়াই ত তাহাদের সঞ্চিত অর্থের কিয়দংশ আপনার কার্য্যেব্যয়িত হইল। আপনার যদি "কা'ল খাব কি" জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে হয়ত তাহা দিগের ঐ অর্থ দেশ হিতকর কোন কার্য্যে লাগিয়া যাইত, সুতরাং আপনার দ্বারা দেশের অপকার বই উপকার কি হইল? অতএব আপনি অসভ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হইলেন; কাযে কাযেই দেশের ও অবনতির কারণ হইলেন। আপনি অর্থ উপার্জ্জন করিলেন বটে, কিন্তু অর্থ যে কি তাহা বুঝিলেন না।

অর্থযে কেবল টাকা কড়িকেই বলে তাহা নহে। তাই বলি, ভাই গঙ্গারাম, ঐ যে তোমার উঠানের কোণে এক খানা ছেঁড়া জুতা পড়িয়া রহিয়াছে ওখানা তুলিয়া রাখ, ওযে অর্থ; আরো কিছু না পার, উহার তলিখানি খসাইয়া তোমার গ্রামের নাপিত বাড়ী লইয়া যাও, দেখিবে সে একটী পয়সা দিয়া উহা কিনিয়া রাখিবে। ওখানা আবার কি? ও বুঝি একখানা ভাঙ্গা দড়মা; অমন করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন, ওযে এই আষাড়ি বৃষ্টিতে একেবারে পচিয়া যাইবে; আহা, দেখ দেখি, কেমন করিয়া উঁই ধরিয়াছে। ঝাড়, বেশ করিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া উঠাইয়া রাখ। এই ঝড়বৃষ্টির কাল, জালানি কাষ্টের জন্যও ত কত কষ্ট পাও; উনুন্ ধরাইবার নিমিত্ত ও ত পয়সা খরচ

করিয়া কত পাট কাঠি কিনিয়া থাক; নাহয় তাহারই কায ইহার দ্বারা করিও, ৪।৫ টী পয়সা বাঁচিয়া যাইবে। তাই বলি, আমরা অনেক সময়ে যে বস্তু তুচ্ছ করিয়া পায়ে ঠেলিয়া ফেলি তাহার যদি উপযুক্ত ব্যবহার জানি, তাহা হইলে অনেক পয়সা আমাদিগের ঘরে থাকিয়া যায়, আমরাও একটু সচ্ছল অবস্থায় থাকিতে পারি। সামান্য ২ বিষয়ে মনোযোগ দিয়াইত কত লোক বড় মানুষ হইয়াছে। এই যে কলিকাতায় এত বড়মানুষ দেখিতে পাও, বলিতে পার ইঁহারা এরূপ হইলেন কি করে? ইঁহাদিগের অনেকেই বাপ, ঠাকুরদাদার অর্থ পাইয়া বড়মানুষ হন নাই। ইঁহারা কেবল সামান্য সামান্য বিষয়ে মনোযোগ দিয়াই এখন মহাসুখে কাল কাটাইতেছেন। ক্রমশঃ

—§—

আত্মারামের নথি।

(মহা প্রলাপ)
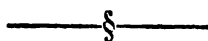
ভবেরহাট সুখের স্থান বটে, ব্যবসা বাণিজ্য এখানে ভালরকমই চলিতেপারে। কিন্তু, চাই চালাকি, চাই জুয়াচুরি, চাই ভণ্ডামি, দেখিয়া শুনিয়া তাই ঠিক করিয়াছি যে, এভবের হাট হইতে আমাকে মণি-হারির দোকান খানি উঠাইতে হইল। মনে দুঃখ হইতেছে এমন সুখের হাট হইতে, এত সাধের দোকান খানি ভাঙ্গিতে হইল, কিন্তু, না ভাঙ্গিয়াই বা কি করি, লোক ঠকাইয়া আপনি ঠকিয়া এব্যবসায় আর লাভ নাই, তাই ঠিক করিয়াছি এ সাধের দোকানখানি আর রাখিবনা, এবার ভাঙ্গিব। পাঠক, তুমি বুদ্ধিমান, তাই হাসিতেছ, মনেকরিতেছ এ পাগল হই য়াছে, নত বা এমন সুখের হাট হইতে এমন দোকান ভাঙ্গিবে কেন। এমন লাভের দোকান উঠাইবে কেন; কিন্তু তুমি আমার লাভ বুঝিলে না, তুমি আমার খরচ খতাইলে না, কেবল সোজা সুজি বুঝিলে; কেবল তোমার সরল চক্ষের সরল দৃষ্টিতে দেখিলে। গভীর অন্তস্তল ভেদকারী তীব্র কটাক্ষে একবার চাহিলে না, তাই তোমার সহিত আমার এত মতভেদ হইল। সংসারে আসিয়া সমান বুঝিতে হয়, যে সমান না বুঝে, সে ইহার এক প্রান্তে পরিচিত হইয়া অপর প্রান্তবাসী সংসারীর নিকট নূতন জীব বলিয়া অনুমিত হয়, তাই আমি বলিতে ছিলাম যে, লোক ঠকাইয়া আপনি ঠকিয়া এব্যবসায় আর লাভনাই। ব্যবসা চলে বটে,

খরিদ দার জুঠে বটে, কিন্তু ফাকির জিনিষ লইয়া ফাকির জিনিষ দেয়। কাচ লইয়া যদি তাহারা কাচই দিল তবে আমার লাভ কি? মণি মাণিক্য ভ্রমে যদি কেহ কাচ কিনে, এবং তদ্বিনিময়ে রজত কাঞ্চনাদি দেয় তবেই আমার লাভ; তাহা না হইয়া অসার দ্রব্যের বিনিময়ে সেই অসার দ্রব্যই দিলে আমার আর লাভ হইল কি? ছার তোষা-মোদের বিনিময়ে সেই তোষামোদই যদি পাইলাম, তবে আমার ব্যাপার কি হইল? খরচা কৈ পোষাইল? এজীবনের কোন্ সাধ মিটিল, আশার কোন্ কক্ষ পুরিল, এ জাগ্রত নয়নের কষ্টের স্বপন কৈ অপহৃত হইল? এ দগ্ধ হৃদয়ের দুরন্ত জ্বালা কৈ থামিল? তাই বলিতেছিলাম যে, এ ভবের হাট হইতে আমার এই ক্ষুদ্র মণি-হারির দোকান খানি আজ ভাঙ্গিতে হইল, ভাল খরিদদার খুঁজিতে হইল। যিনি কাচ কিনিতে পারেন এবং সেই কাচের বিনি-ময়ে স্বচ্ছন্দে সংসারের সার-পদার্থ সমুদায় প্রদান করেন, যাঁহার নিকট ছল চাতুরি কিছুই চলে না, যিনি সকল খরিদদারের খরিদদার সকল বিক্রেতার বিক্রেতা, আজ তাঁহারই নিকট এ দেহভার বিসর্জ্জন করিব। আজ হইতে তাঁহাকেই বিশ্বাস করিব, তাঁহারই উপর নির্ভর করিব। যিনি অখিল ব্যাপ্ত তাঁহারই মঙ্গলময় চরণে এ জীবন অর্পণ করিয়া সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, সকল অপরাধের ক্ষমা চাহিব। তাই বলিতেছিলাম, যিনি ছল জানেন না, যিনি কপটতা জানেন না, যিনি কাচের বিনিময়ে কাঞ্চন দিতে কুণ্ঠিত নন, যিনি প্রভুর প্রভু, সকল খরিদদারের খরিদ্দার, তাঁহারই নিকটে এ ক্ষুদ্র দোকান ভাঙ্গিয়া এ ভার জীবন উৎ-সর্গ করিয়া সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, সকল অপরাধের ক্ষমা চাহিব, দেখি হয় কি না। আবার বলি, তুমি বুদ্ধিমান, তুমি হাসিতেছ; ভাবিতেছ "যে দুঃখী সে একথা বলুক" আমি সুখী, আমি শুনিব কেন? কিন্তু ভাবিয়া দেখ তোমার সুখ কৈ? হইতে পারে তুমি পণ্ডিত, অগাধ ধীশক্তি-সম্পন্ন মান্য ও গণনীয় ব্যক্তি। কিন্তু, বল দেখি, সংসারে প্রবেশ করিয়া অবধি আশার মোহ-ময় মরীচিকা হইতে কয় দিন প্রতা-রিত হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ? এ ভীষণ ভয়-সঙ্কুল অগাধ জলধির প্রচণ্ড আবর্ত্তে কয় দিন ডুবিতে ডুবিতে রক্ষা পাইয়াছ?

তুমি রাজ-নীতিজ্ঞ, মনে করিতেছ নৈতিক জীবন বিস্তার করিয়া জগতের যাবতীয় সুখৈশ্বর্য্য একাধারে স্থাপন করিবে। দুর্নিরীক্ষ ও দুশ্ছিন্ন নীতি-সূত্রের সমস্ত প্রভাব বলে জগৎকে এক সূত্রে গ্রন্থন করিয়া একতালে শাসন করাইবে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার সম ব্যবসায়ী কয়জন একার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হই-য়াছে, কয়জন মেকিয়াভেলী রাজনীতি বলে ইংলণ্ডকে প্রকৃতির ভীষণ কর হইতে

রক্ষা করিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, প্রকৃতির উপর মেকী চালাইতে তোমার সাধ্য নাই। তুমি কুট বুদ্ধিদাতা, মন্ত্রণা দাতা রাজমন্ত্রী, তুমি কি ভাবিতেছ? তোমার প্রভাত-সন্ধ্যা ও আমার প্রভাত-সন্ধ্যা ঠিক এক হস্তে গঠিত। তুমি চাণক্যই হও, আর ডিস্‌রেলীই হও, পরিণাম ফল সমান দাঁড়াইল। তুমি চাণক্য, ইচ্ছা করিলে চন্দ্র গুপ্তের রাজ সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিতে পার, ইচ্ছা করিলে ভ্রাতৃ শোণিতে তদীয় কীর্ত্তি রেখা অঙ্কিত করিয়া ভারত ইতিহাসের অধ্যায় বিশেষ কলঙ্কিত করিতেও তোমার ক্ষমতা আছে। কিন্তু বল দেখি, তোমার দত্ত রাজ দণ্ড সেই নরপিশাচ কত ক্ষণ ধারণ করিবে। প্রকৃতি ইচ্ছা করিলে তোমার রাজার বুকে, তোমার রাজ নীতির মাথায়, তোমার কুট বুদ্ধির শীরে, পদাঘাত করিয়া এই দণ্ডেই ঐ দণ্ড কাড়িয়া লইতে পারে। তবে তোমার নৈতিক প্রভাবে, তোমার অভ্রান্ত প্রতিভা, কি করে করিল? তুমি ডিস্‌রেলী, ইচ্ছা করিলে বাগ্মীতা বিস্তার করিয়া অন্যূন বিংশতি কোটী লোককে মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় ভুলাইতে পার। জগতের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া ইংলণ্ডের এক পার্শ্বে, এক ক্ষুদ্র অট্টালিকায় বসিয়া জগতের সমস্ত ভাগ এক কথায় জয় করিতে পার। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তোমার গলাবাজির জোর কতক্ষণ স্থায়ী। ঐ দেখ তোমার শাসন অবহেলা করিয়া, তোমার প্রতিভা তুচ্ছ করিয়া, তোমার কৌশল জাল ছিন্ন করিয়া, তোমার নীতির মাথায় বাম পদের আঘাত করিয়া, প্রকৃতি স্বয়ং কি বিভীষণ বিষময় ষড়যন্ত্র সাধন করিতেছে। কি সাধ্য তুমি আর কাবুলিয়াকে বৃটিশ পদে প্রণত করাও।

অসম্পূর্ণ।

শ্রীআত্মারাম শর্ম্মা

বঙ্গেশ বিভ্রাট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দরবার গৃহ অত্যুচ্চ অতিপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠ, পূর্ব্ব পশ্চিম লম্বা। আলিবর্দ্দীর বসিবার স্থান হইতে উভয় পার্শ্বে কতক গুলি স্তম্ভের উপর ছাদ। তাহাতে ঐ প্রকোষ্ঠ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, মধ্য ভাগ প্রশস্ততম, তাহারই পূর্ব্বাংশে উচ্চ স্থানে আলিবর্দ্দীর উচ্চাসন রহিয়াছে। তাহার নিম্নে কিছুদূর হইতে পদমর্য্যাদা অনুসারে আমির, উমরা,

সেনানী, জমিদার, রায়চৌধুরী মুন্সী, বক্সি, উকিল, কর্ম্মচারিগণ, ক্রমে আপনাপনস্থান অধিকার করিতেছে। উচ্চাসনের পার্শ্বে আসা,ছোটা ছাতা আরানী, তাঞ্জাম, পতাকা লইয়া তত্তৎধারিগণ বহুল দণ্ডায়মান। ক্রমে সকলে সভাস্থ হইতেছে। তুরী, ভেরী, বাদকগণ সঙ্গে নকিব আসিল। প্রাতঃসমীরে একবার ডঙ্কা পড়িল। আর দুইবার ডঙ্কা পড়িলেই আলিবর্দ্দী সভাস্থ হইবেন। অর্থী প্রত্যর্থীগণ প্রবেশ করিতেছে। সকলেই সভাস্থ হইয়াছে ও হইতেছে, কেবল আফগান সেনাপতি আবদুল করিম খাঁ তখন ও আসেন নাই। বায়ুভরে দ্বিতীয় ডঙ্কারব সহরে সুদূর প্রবাহিত হইল।

——oo——

২ অধ্যায়

আবদুল করিম খাঁ।

কেল্লার সীমার কিছু দূরে আমীর উমরাদের পল্লী, তাহার মধ্য দিয়া রাজ পথ, অতি প্রশস্ত পথের উভয় পার্শ্বে বহুসংখ্যক অট্টালিকা। সেই সকল সৌধরাজী অতি বিস্তৃত ও সুদৃশ্য। তাহারই একটী বড় বাড়ীতে আবদুল করিম খাঁ বাস করিতেন। গৃহটী সেই সকল সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে উৎকৃষ্ট। দ্বারে অনেক আফগান দ্বারপাল। দ্বার পার হইয়া সদর অঙ্গন, ও তাহা বৃহৎ। সম্মুখে উপর তালায় সদর বৈঠক খানা। দক্ষিণে খাস খামরা। বামে অন্দর সংলগ্ন গোপনীয় প্রকোষ্ঠ, তাহারই সংলগ্ন অন্দর মহল। অন্দর অঙ্গনের চারি পার্শ্বে নানা প্রকোষ্ঠ। বাহির বাটীতে প্রবেশ করিবা মাত্র অঙ্গনের বিস্তার অট্টালিকার উচ্চতা, স্থপতি কার্য্যের নিপুণতা, চুণকামের পালিসের চাকচিক্যতা একত্র ধারণা হওয়ায় মনের বিস্ময়ে নয়ন বিস্তৃত হয়।

করিম খাঁর আবাস ভূমি মুল্যবান দ্রব্যে সজ্জিত, মকমলে মণ্ডিত

[illegible] কার্য্য খচিত দিব্য উপাদান [illegible]। স্বর্ণ রৌপ্যময় নানা আস- [illegible] এখানে ওখানে পড়িয়া আছে, যেন অধিকারী তাহার মূল্যবত্তা গ্রাহ্য করেন না। বাহির বাটীর [illegible] অশ্বশালা ও হস্তি শালা। তাহাতে অশ্ব ও হস্তী অনেক আছে। দুইটী হস্তী রৌপ্য হাওদায় সজ্জিত হইয়াছে, আর কতক গুলি সুশ্রী অশ্ব বহুমূল্য আসন পৃষ্ঠে করিয়া বক্রগ্রীবায় দ্বারে আনীত হইতেছে। করিম খাঁর ভৃত্যবর্গ মূল্যবান পরিচ্ছদে সজ্জিত। বাহক শিবিকা লইয়া প্রস্তুত। হস্তী অশ্বের রৌপ্যময় সজ্জাসকল সূর্য্য কিরণে উজ্জ্বল তর হইয়া উঠিল।

স্থানীয় সংবাদ।

গত বৎসর এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন হওয়ায় প্রায় তিনলক্ষ মণ পাট রেলওয়ে ও নৌকা যোগে কলিকাতায় রপ্তানি হইয়া ছিল, কিন্তু কলিকাতায় পাটেরদর সস্তা থাকায় প্রজারা পাট বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান বৎসরে পাটের আবাদ অনেক কম হইয়াছে। পূর্ব্ব ২ বৎসরে যে সকল জমিতে কৃষকেরা পাট আবাদ করিত, তাহাতে এ বৎসর অধিকাংশ [illegible] আবাদ করিয়াছে, ইংরাজি ১৮৮৩।৮৪ সালে, এ জেলার পাট মণকরা তিন টাকারও অতিরিক্ত বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু গত বৎসর দুইটাকার উর্দ্ধ দর হয় নাই।

শুইবার ঘরে পাখী রাখিয়া নিদ্রা যাওয়া কি ভয়ানক কথা। এই সহরের [illegible]পাড়া নিবাসী অন্ত মিস্ত্রী নামক এক ব্যক্তি পিঞ্জিরায় একটী পাখী রাখিয়া ঘুমাইতেছিল। ২০এ আষাঢ় রাত্রি প্রভাতের কিছু পূর্ব্বে পাখিটীর ছটফট ও চিৎকারশব্দে চেতন পাইয়া যেমন পিঞ্জিরায় হাত দিয়াছে অমনি অন্তকে সর্পে দংশন করিল। কোন প্রকার ঔষধই ব্যবহার করিবার সময় পাওয়া গেলনা। ওঝা ডাকিয়া আনিতে আনিতেই বেচারী পঞ্চত্ব পাইল।

দিনাজপুর জেলায় অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আছে। দুঃখের কথা উপযুক্ত রূপ যত্নের অভাবে সে গুলি আর টিকে না। এই কীর্ত্তি সমুদায়ের মধ্যে কান্তনগরের ৺ কান্ত জীউর মন্দির অতি প্রসিদ্ধ, ও দেখিতে অতি মনোহর। এই মন্দিরটী স্বর্গীয় মহারাজা প্রাণ নাথ রায় আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার বংশধর মহারাজা রাম নাথ উহা সমাপন করেন। ঠাকুর বাড়িটীর সাধারণ অবস্থা অতি শোচনীয় হইলেও আজ পর্য্যন্তও মন্দিরটীর

অবস্থা অনেক ভাল আছে। মন্দিরের অবস্থা যাহাতে ভাল থাকে, ও ঠাকুর বাড়িটী যাহাতে ভাল হয়, তৎপ্রতি আমাদের শ্রীযুক্ত নবীন মহারাজের বিশেষ দৃষ্টি থাকে আমাদের এই প্রার্থনা। দিনাজপুর বাসিগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন এই মন্দিরের নক্সা তুলিয়া গবর্ণমেণ্ট লণ্ডন নগরে মহা প্রদর্শনীতে দেখাইবার মনস্থ করিয়াছেন, এবং সেই মানসে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট হইতে শ্রীযুক্ত রিস্লি সাহেব একজন ইঞ্জিনিয়ার সহ এখানে আসিয়াছিলেন। শুনিলাম ইঞ্জিনিয়ারকে ঐ কার্য্যের ভার দিয়া সাহেব চলিয়া গিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিয়া সুখী হইলাম যে এই কার্য্য নির্ব্বাহার্থ শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেছেন।

যুদ্ধ।

(১)

উত্তর পশ্চিমে মেঘ ভীম দরশন।
ঝলসিছে ক্ষণ প্রভা, হইছে গর্জ্জন।
প্রলয় কালের ন্যায়, সেই মেঘ দেখা যায়,
ঘন ঘন ঘনঘটা ভীম তরজনে।
কাঁপাইছে ভারতের ধন প্রাণ মানে॥

(২)

উত্তরে হিমাদ্রি আছে অচল অটল।
দক্ষিণে বারিধি জল অসীম অতল।
পশ্চিমেতে সোলেমান, পূর্ব্বে ব্রহ্ম বিদ্যমান,
এই চতুঃসীমা মধ্যে নর নারীগণ।
মেঘে জ্ঞান করিতেছে সাক্ষাৎ শমন॥

(৩)

এই মেঘ সহসা যে আসিয়া যাইবে।
ভারত সন্তান হেন কেবা মনে ভাবে।
মেঘের অতুল জল, ভারতের প্রতি স্থল,
মগ্ন করি ভারতের দরিদ্র সন্তানে।
চাপের উপরে চাপ দিবে প্রতি ক্ষণে॥

(৪)

ওদিকে রুষিয়া সৈন্য করিছে তর্জ্জন।
এদিকে ব্রিটিস সেনা করিয়া গর্জ্জন।
আক্রমিতে রুষগণে, ধাইতেছে প্রাণ পণে,
দুমেঘের সংঘর্ষণে চপলা খেলিবে।
যাহাদেখি ভারতের শোণিত শুখাবে॥

(৫)

ভারত অদৃষ্টে লিপি কি আছে কেজানে।
কালে কি ঘটিবে তাহা বলিব কেমনে।
ভারের উপরে ভার, যদি ভব কর্ণধার
দেন, আর কি ভারত জাগিয়া উঠিবে ?
চির দুঃখার্ণবে তবে চির মগ্ন হবে॥

(৬)

যুদ্ধ অনুষ্ঠান যাহা হইতেছে জ্ঞান।
তাতেই ভারতে যেন হানিতেছে বাণ।
খাদ্যের অভাবে মোরা, হইতেছি আধমরা,
রাশি ২ খাদ্য তাহে বিদেশপ্রেরণে।
অন্নাভাবে যাবে প্রাণ সদা জাগে মনে॥

(৭)

তুই মেঘ গগণেতে ভীম আস্ফালনে।
বাধায় তুমুল যুদ্ধ বাধা নাহি মানে॥
বিদ্যুৎ প্রকাশি তায়, যথা আঘাতিয়া যায়,
নির্দ্দোষ নিরীহ জীবে ভীম প্রহরণে।
সেরূপ ঘটিবে দশা ভারত প্রাঙ্গনে॥

(৮)

হে পাঠক!

দেখিতেছ ঐ যে মেঘ কাবুল গগণে।
বড়ই অনর্থ উহা বাধাবে এখানে।
ভারত সন্তানগণ, হইতেছে নিপীড়ণ,
হাতে টেক্‌স পায়ে টেক্‌স মাথে টেক্‌স ভার।
কেমনে সহিবে তারা নব টেক্‌স আর॥

(৯)

কাবুলী সিংহের জাতি কি ভয় তাহার।
ভীম বেশে আছে খাড়া খুলি তরবার।
তাদের স্বাধীন প্রাণ, তৃণ তুল্য অপমান
সহ্য কভু নাহি ক'রে করি আস্ফালন।
অস্ত্রের আঘাতে নাশে শত্রুর জীবন॥

(১০)

আমরা বাঙ্গালি জাতি ভয়ে ভীত অতি।
তোষামোদ ভিন্ন আর নাহি অন্যগতি।
হউক ব্রিটিশ জয়, কিম্বা হলে পরাজয়,
কোন দিকে আমাদের নাহি পরিত্রাণ।
কর ভারে(বা)শত্রু করে যাবে ধনপ্রাণ॥

(১১)

ইংরাজের জয় আশা হইলে প্রবল।
সমর তরঙ্গে ভাসে মনুজের দল।
জাতীয় ঈর্ষার বশে, ভারত সাম্রাজ্য আশে.
রুষ জাতি হইয়াছে রণমত্ত প্রায়।
কি আছে ভারত ভাগ্যে কি বলিব হায়॥

(১২)

হিরাট আর পাঁজদে শুধুই ছলনা।
ভারত করিতে জয় অন্তরে বাসনা।
ঘাত-প্রতিঘাত-বল—সঞ্চালিত জল স্থল
হলে যথা, তথা প্রায় হইয়াছি ভীত।
রুষীয় ইংরেজ যুদ্ধে ভারত কম্পিত॥

(১৩)

আত্ম রক্ষা করিবার শক্তি নাই আর।
আর্য্যই অনার্য্য জাতি হয়েছে এবার।
ঘরেতে খাবার নাই, সদাই কাঁপিছে তাই।
শক্তি নাই কি করিবে হলে পরাজিত।
দারা পুত্র প্রাণ ভয়ে সদা সশঙ্কিত॥

(১৪)

হয়ে যাক সন্ধি শীঘ্র সেও বুঝি ভাল।
তথাপি এ মেঘে যেন নাহি বষে জল।
হে বিধাতঃ! দয়াদানি শান্তিরূপা বাত্যা আনি
উড়াও এ মেঘ দ্বয় সুমতি সঞ্চারি।
যাহাতে এ মেঘ হ'তে আমরা উদ্ধারি॥

———$———

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা।

১ম খণ্ড। শ্রাবণ, ১২৯২। ৩য় সংখ্যা।

—§—

কৃষিসম্বন্ধীয় উপদেশ।

এপ্রদেশে গরুগুলি দুর্ব্বল ও রুগ্ন, ইহার কারণ কি অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যাইবে উপযুক্ত ও প্রচুর পরিমাণ খাদ্য না দেওয়াই ইহার মূল কারণ। গরুকে রীতিমত বাঁধা খাওয়াইতে অল্প লোকে সক্ষম। অধিকাংশ লোকই রাস্তার ধারে বা পুষ্করণীর পাড়ে, নাহয় মাঠের মধ্যে স্থানেং যে পতিত জমি থাকে তাহাতে বাঁধিয়া রাখিয়া আইসে এবং সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বাটীতে আনে। যদি কাহারও ঘরে ভুষি, ঘাস, কাঁড়ি, বা বিচালি প্রভৃতি মজুদ থাকে তবেই তাহাদিগকে দেওয়া হয় নচেৎ নহে। আবার কোন ২ গ্রামে পাড়ার সমস্ত লোক এক মত হইয়া মাসিক অল্প কিছু বেতনেএকজন বালক অথবা শারীরিক পীড়া বশতঃ অন্য কার্য্যে অক্ষম গোচ একজন রাখাল রাখে। গরুকে রীতিমত পেট ভরিয়া খাওয়াইবার অভিপ্রায়ে না হউক, কোন দিকে চলিয়া যাইতে না পারে অথচ কিছু খাইতেও পায় এই অভিপ্রায়ে ঐ রূপ রাখাল রাখা হয় এবং এই রূপে একজন রাখালের হাতে প্রায়ই ৪০ হইতে ১০০ শত পর্য্যন্ত গরু দেওয়া হয়। রাখালগণ ঐ সমস্ত গরু লইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইবার জন্য যত যত্ন করে তাহা পাঠকবর্গের মধ্যে সকলেই জানেন, অতএব এরূপ অবস্থায় বলদ বা দুগ্ধবতী গাভী কি রূপে সতেজ বা বলবান্ হইবে। বলিতে গেলে আমাদের দেশে গরু সকল অর্দ্ধেক আহারে এবং স্থান বিশেষে তদপেক্ষা কম আহারে প্রাণ ধারণ করে। অথচ এই গরু দ্বারা কৃষি-

বিষয়ক সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হয়। এমত অবস্থায় বসন্ত ও পশ্চিমা প্রভৃতি কোন একটা পীড়া উপস্থিত হইলে হাজার ২ গরু যে নষ্ট হইবে তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? সর্ব্বাগ্রে যাহাতে গরু সকল হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। ঐ চেষ্টা সহজে ও কি কি উপায়ে হইতে পারে, তদ্বিষয় অদ্য আমরা কিঞ্চিৎ নিম্নে লিখিলাম।

কলিকাতার গড়ের প্রধান অধ্যক্ষ জেনারেল উইল কিন্‌সন্ সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঘাস, বাঁসের পাতা এবং মাকই বা ভুট্টার ডাঁটা ও পাতা কাঁচা অবস্থায় কোন শুষ্ক ঘরে অথবা শক্ত মাটিতে খাড়া রকম গর্ত্ত করিয়া তাহাতে মাটি চাপা দিয়া রাখিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহা সেই কাঁচা অবস্থায়ই থাকে, কিছু মাত্র নষ্ট হয় না, একটু হলদে মত রং হয় এবং অন্যূন ৩ মাস কাল ঐ রূপ অবস্থায় রাখিয়া পরে বাহির করিলে গরু, ঘোড়া প্রভৃতি পশ্বাদির উত্তম খাদ্য হয়।

এদেশে সকল স্থানেই মাঘ মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত মাঠে ঘাস মাত্র থাকে না এবং রৌদ্রের উত্তাপে গাছের পাতা পর্য্যন্তও শুকাইয়া যায়, সেই সময়ে উল্লিখিত প্রকারে ঘাস রাখিয়া গরুকে খাওয়াইতে পারিলে যে কত উপকার হয় তাহা বলা বাহুল্য। উপরুক্ত সাহেব, কয়েকটী একই অবস্থার গরু লইয়া একটীকে কেবল বিচালি বা কাঁড়ি ও কিঞ্চিৎ খইল খাওয়াইয়া রাখিয়াছিলেন, আর একটীকে অর্দ্ধেক উল্লিখিত রূপ ঘাস ও অর্দ্ধেক কাঁড়ি বা বিচালি এবং তৎসহ কিছু খইল দিতেন, আর একটীকে কেবল মাত্র উপরের লিখিত মত ঘাস ও অন্য গরুকে যে পরিমাণ খইল দিতেন এটিকেও সেই পরিমাণ খইল ঘাসের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইতেন। ঐ তিন রকমের গরু তিনটী পুষিয়া মাসে একবার করিয়া ওজন করিয়া দেখিলেন যে কাঁড়ি বা বিচালি খাওয়াইয়া যাহাকে রাখিয়াছিলেন তাহার অর্দ্ধেক ঘাস ও অর্দ্ধেক বিচালি যে গরুটীকে খাওয়ান হইয়াছিল সেইটীই ওজনে ভারি ও বলবান হইল, এবং এইটী অপেক্ষা আবার কেবল ঘাস খাওয়ান গরুটী আরও বেশী মোটা ও বলবান হইল। বলদ ও গাভী এই উভয় বিধ গরুর ঐ রূপ পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে ঐ ঘাস খাওয়ান বলদ অধিক বলবান হয় এবং গাভীর অধিক দুগ্ধ হয়। যাহা হউক বাতাস ও জল প্রবেশ করিতে না পারে এমত কোন চৌকা কি গোল ঘরে বা গর্ত্তে কাঁচা ঘাস মাটী চাপা দিয়া রাখিয়াদিবে। ৩।৪ মাস পরে ক্রমে ২ তাহা বাহির করিয়া গরুকে দিলে গরু সকল যে সতেজ ও বলিষ্ঠ হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রাখিবার প্রণালী এইরূপ ;— শক্ত মাটি-যুক্ত কোন একটা উচ্চ জমিতে যে

খানে বৃষ্টির জল না দাঁড়ায় তথায় গোল বা চৌকা রকম একটী গর্ত্ত খুঁড়িতে হয়, গর্ত্তের পাশ গুলি খাড়া রকম করিয়া খুঁড়িতে হইবে। পরে ঐ গর্ত্তে খড় অথবা অন্য কোন প্রকার শুষ্ক-পাতা লতা পোড়াইয়া গর্ত্তটী শুকাইয়া লইতে হয়। পরে গর্ত্তের ছাইগুলি পরিষ্কার করিয়া উহার মধ্যে ঘাস গুলি আঁটি করিয়া দৃঢ় রূপে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, দেখিবে যেন গর্ত্তের কোন স্থানে ফাঁক না থাকে। একবার ঘাসগুলি গর্ত্তে পাতান হইলে তাহা পা দিয়া সকল দিকে চাপিয়া বসাইবে। পরে আবার তাহার উপর ঘাসের আঁটি পাতাইয়া দিবে ঘাস-গুলি একটু অল্প রকম ভিজা গোচ হইলে ভালই হয়। পরে গর্ত্ত পরিপূর্ণ হইলে তাহার উপর সকল দিকে এক হাত পরিমাণ মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া দিবে। যদি গর্ত্তটী ঘরের মধ্যে না হইয়া বাহিরের কোন স্থানে হয় তাহা হইলে তাহার উপরের মাটি এমন ঢালু করিয়া দিতে হইবে যে বৃষ্টির জল অনায়াসে সরিয়া যাইতে পারে। মধ্যে ২ দেখা উচিত যে ঘাস গুলি বসিয়া গিয়াছে কি না, কোন স্থান বসিয়া গেলে সে স্থানে মাটি দিয়া মেরামত করিয়া দিতে হইবে অর্থাৎ যেন কোন ক্রমে জল বা বায়ু ঐ গর্ত্তে প্রবেশ করিতে না পায়; তাহা হইলে ঘাস গুলি সুন্দর অবস্থায় থাকিবে। ৩।৪ মাস পরে যখন প্রয়োজন হইবে সেই সময় গর্ত্তের কোন অংশ খুলিয়া আবশ্যক মত ঘাস বাহির করিয়া লইয়া আবার সে স্থানটী বন্ধ করিয়া দিবে।

নীলকুঠীতে যেমন পাকা চৌবাচ্ছা থাকে সেই রকম করিয়া একটা পাকা চৌবাচ্ছা করিয়া লইতে পারিলে তাহাতে অনেক দিন পর্য্যন্ত বেশ ঘাস রাখা যাইতে পারে। অধিক কিছুই করিতে হয় না, কেবল ঘাস বোঝাই করিয়া পরে উহার উপরটা মাটী, পাথর, ইঁট, কাষ্ঠ-খণ্ড বা অন্য কোন ভারি দ্রব্য দিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়। কিন্তু এপ্রণালীতে রাখা কেবল ধনী লোকেই পারেন। সাধারণ লোকের পক্ষে গর্ত্ত করিয়া রাখাই সহজ, অথবা কোন আচ্ছাদিত স্থানে চৌদিকে মাটীর দেওয়াল দিয়া ঘাস রাখার স্থান করিয়া লইলেও অনেক দিন চলিতে পারে।

আমরা একান্ত অনুরোধ করি যে আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহার কৃষি-কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ আছে তিনি তাঁহার প্রজাদিগকে ঐ রূপ প্রকারে ঘাস রাখার বিষয়টী বুঝাইয়া দিবেন এবং স্বয়ং ও পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। অপিচ বর্ণিত কার্য্যের যে রূপ ফল হয়, তাহা আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইলে পরম উপকৃত হইব।

———$———

গবাদি পশুর রোগ ও চিকিৎসা।

অত্র দিনাজপুর জেলার পল্লি-গ্রাম সমূহে গবাদিপশুর বসন্ত-রোগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং আমরা সাধারণের উপকারার্থে মাননীয় জে, এইচ্, বি, এইচ্, সাহেব মহোদয়ের প্রণীত "গো-চিকিৎসা" নামক পুস্তক হইতে কোন কোন অংশ অতি সরল-ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিব। এতদ্দেশীয় কৃষকগণ মনোযোগের সহিত উহা পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

যত প্রকার রোগ আছে তাহার মধ্যে বসন্ত রোগ গো-জাতির পক্ষে বিশেষ মারাত্মক। ইহাকে এক প্রকার উৎকট জ্বর বলাযায় ও অতি-শয় ছোঁয়াচি। এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থের বলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। ঐ বিষাক্ত পদার্থ ক্রমে সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হয় ও রোগ ক্রমে ভয়ানক হইয়া উঠে। ব্যাধি প্রথমতঃ শরীরে প্রবেশ করিবার পর হয়ত ২।৩ দিন কোন লক্ষণই টের পাওয়া যায় না। আবার হয়ত ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অনেক লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। কি আশ্চর্য্য! এমনও দেখা গিয়াছে যে একুশ দিন পর্য্যন্ত রোগের কিছুই অনুভব করা যায় না। সাধারণ লোকেরা সচরাচর যে যে লক্ষণ দেখিতে পায় তাহা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখান যাইতে পারে।

১। রোগের প্রথম অবস্থায় গরু ঝিমাইতে থাকে, সময়ে সময়ে কাঁপিয়া উঠে, গা শিহরিয়া উঠে, মুখের মধ্যে গরম হয় ও তাহার দুই ধার দিয়া রক্ত জমিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, খুস খুস করিয়া কাশিতে থাকে, কাণ নোয়াইয়া পড়ে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, নাদ যেন এক-প্রকার শ্লেষ্মায় লেপা দেখায়, ক্ষুধা

কিঞ্চিৎ মান্দ্য হয়, অধিক পিপাসা লাগে, পিঠের, কাঁধের অথবা পিছনের মাংস-পেশী যেন কোঁকড়াইয়া ধরে, পিঠ বেঁকাইয়া আইসে; পা চারিখানা জড় হয় জাওর কাটে, দাঁতে ২ ঘর্ষণ করে, হাঁই তোলে, পিঠের দাঁড়ায় হাত সহেনা, নাড়ী শীঘ্র ২ চলিতে থাকে।

২। দ্বিতীয় অবস্থায় মুখ, কাণ, শিং, পা ইত্যাদি কখন গরম, কখন বা ঠাণ্ডা হয়, ঘন২ শ্বাস বহে, ক্ষুধা অতিশয় মান্দ্য হয়, জাওর কাটেনা চক্ষুতে অল্প ২ পেঁচুটী দেখা যায়, পিঠের দাঁড়ায় বেদনা বাড়ে, কোঁকে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে, জ্বর ও পিপাসা প্রবল হয়, ঢোঁক গিলিতে কষ্ট বোধ করে, মাংস-পেশীর খিচনি অধিক টের পাওয়া যায়, নাড়ী বেঠিক ভাবে বেগে চলে, নড়িতে চড়িতে কষ্ট হয়, মাড়ি ও গালের ফুড়কুনি গুলি অতিশয় রাঙ্গা হয়, জিহ্বা ফাটা ২ হয়, কোষ্ঠ প্রায় বদ্ধ হইয়া যায়, নাদের গুঁটলিতে শ্লেষ্মা ও একটু২ রক্ত লেপা থাকে, মল মূত্র দ্বারের ঝিল্লি অত্যন্ত রাঙ্গা ও শুক্না২ হয়, নাদিবার সময় অত্যন্ত বেগ দেয়, ও মল মূত্র দ্বার কখনও২ ঝুলিয়া পড়ে।

৩। তৃতীয় অবস্থায় মুখ, চোখ, ও নাকের ছিদ্র দিয়া ক্রমাগত আটাল২ ক্লেদ বাহির হয়। নিশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। গালের ভিতরকার ফুড়কুনি, টাক্‌রা ও মুখের নিম্ন ভাগ, জিহ্বা ও নাকের ছিদ্র ও চক্ষুর পাতার ভিতরের ছাল উঠিয়া যায়। সম্মুখের দাঁত নড়ে। নাদে প্রথমতঃ ছোট ২ শক্ত গুঁটলি থাকে, সেই গুঁটলি শ্লেষ্মা ও রক্তবৎ পদার্থে লেপা দেখায়। কখনও কখনও চর্ম্মের নীচে ফুলা থাকে, টিপিলে বসিয়া যায়। গরু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পিপাসা থাকে, কিন্তু ঢোঁক গিলিতে পূর্ব্বাপেক্ষা কষ্ট বোধ করে, কিন্তু গিলিলে কাশে। চর্ম্ম, শিং, কাণ, পা, ও মুখ হিম হইয়া উঠে।

ক্রমশঃ।

———§———

অর্থ-সঞ্চয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভাই—তবেই বুঝিলে বাপ ঠাকুরদাদার অর্থ লইয়া বড় মানুষ হওয়া যায় না। তবে তাঁহাদিগের কি লইয়া তুমি বড় মানুষ হইতে পার, তাঁহাদের কিসের সাহায্যে তুমি সচ্ছল অবস্থায় থাকিতে পার? এ সকল প্রশ্ন কি কখনও তোমার মনে উদয় হয়, আর হইলেই বা তাহার উত্তরে কি বলিবে? উত্তর অতি সহজেই দেওয়া যাইতে পারে। এমন কি এক কথাই চুড়ান্ত উত্তর হইয়া যায়।—জ্ঞান। জ্ঞানই কি ইহার যথেষ্ট উত্তর নহে? মনে কর, তোমার পিতা অনেক কষ্টে বেশ দুটাকা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটু ভাবী জ্ঞান ছিল, তাই উপার্জ্জিত অর্থ খরচ করিবার সময়ে তিনি একটু তোমাদিগের দিকে চাহিতেন। এখন তিনি মরিয়া গিয়াছেন তোমরাই তাঁহার জ্ঞান টুকুর ফল ভোগী হইতেছ, আর তোমাদের ছেলে পেলেদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থ সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতেছ। আবার মনে কর, তোমার পিতা এক পয়সাও তোমাদের জন্য রাখিয়া যান নাই। তাঁহার ভাবী জ্ঞান একবারেই ছিল না, তাই তোমরা এখন মহা কষ্টে পড়িয়াছ, পিতাকে কত ধিক্কার দিতেছ এবং তোমাদের সন্তান সন্ততি যাহাতে তোমাদের ন্যায় দুরবস্থায় পতিত না হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছ। এ স্থলেও তোমার পিতার বুদ্ধিই যে তোমাকে ভাল করিয়া তুলিল তাহার আর সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছিলাম তোমার পূর্ব্ব পুরুষের "জ্ঞান" লইয়া তুমি বড়-মানুষ হইতে পার, এবং তাঁহাদের জ্ঞানের সাহায্যেই তুমি সচ্ছল অবস্থায় থাকিতে পার।

এখন দেখ, এই ভাবী জ্ঞান, এই সঞ্চয়ের ইচ্ছা, তোমার স্বাভাবিক কি না; অর্থাৎ আপনা হইতেই তোমার মনে এই জ্ঞানের উদয় হয় কি না। আমি বলি এই জ্ঞান স্বাভাবিক নহে, ইহাকে চেষ্টা করিয়া লাভ করিতে হয়, দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। ভাই, এই স্থানে আমার একটী সুন্দর গল্প মনে পড়িল। কোন এক দিন একজন বৃদ্ধ কৃষক মৃত্যু কালীন আপনার তিনটী পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, সন্তানগণ, আমার যে সমস্ত জমি জমা আছে, তাহার কোন স্থানে অনেক বহুমূল্য ধন লুক্কাইত আছে। সন্তানগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সকলেই এক-বাক্যে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন "কোন স্থানে, কোন স্থানে?"। কৃষক এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দিল না। পরক্ষণেই মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিল। কেবল এই মাত্র বলিয়া গেল, তোমাদিগকে মাটি

খুঁড়িয়া তুলিতে হইবে। কৃষকের মৃত্যুর কএক দিন পরে তিন ভাইয়ে একত্র পরামর্শ করিয়া প্রত্যেকে এক এক খানি কোদালি হস্তে লইলেন, এবং কৃষকের যত জমি জমা ছিল সমস্তই কোপাইয়া তন্ন ২ করিয়া অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথায়ও কিছু পাইলেন না, কাজে কাজেই নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। দিন কএক পরে তাঁহারা উক্ত জমিতে শস্যের বীজ বুনিয়া দিলেন। জমি গুলি অবহেলায় ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, অনেক দিন পর্য্যন্ত পতিত ছিল; এবার অর্থ-লোভে উহাদিগকে এমন করিয়া কোপাইয়াছেন যে অতি সুন্দর রূপ আবাদের কার্য্য হইয়া গিয়াছে; সুতরাং যে বীজ বুনান করিলেন তদ্দ্বারা আশাতীত ফল-লাভ হইল, ক্ষেতে যেন সোনা ফলিল। তখন সন্তানগণ বৃদ্ধ পিতার কথা কএকটীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহারা জানিলেন, জমির মধ্যে বহু-মূল্য অর্থ লুক্কাইত থাকিবার অর্থ কি। তবেই ত ভাই, পূর্ব্বপুরুষের জ্ঞান ও তৎসঙ্গে নিজের একটু বুদ্ধি ও পরিশ্রম করিতে পারিলেই সচ্ছল অবস্থায় থাকা যায়। আর এই প্রকার সচ্ছল অবস্থায় থাকিতে হইলে কৃষিই যে একটী মূল কারণ উক্ত গল্পে তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস পাইলে। এই স্থানে আমাকে একটু লক্ষ পরিত্যাগ করিতে হইল। আপাততঃ বোধ হইবে, এ আবার কি, ধান ভানিতে মহিপালের গীত কেন, অর্থ সঞ্চয় লিখিতে কৃষি কেন? কিন্তু ভাই "কৃষির্ধন্যা কৃষির্ম্মেধ্যা জন্তুনাং জীবনং কৃষিঃ" তা কি তোমার মনে পড়ে না? আরো দেখিবে এই অর্থ সঞ্চয়ের মূলে কৃষি রহিয়াছে। বলি, একটু শরীর খাটাইয়া দুটা গাছ পালা রুইয়া একটু ব্যয়ের ভার লাঘব করিলে কি জাতি যায়, না মান যায়? আঃ বাবুর কি অভিমান রে! কোরবেন ত সারাদিন গোলামি; খাবেন ত কিক্ (লাথি), শুনবেন ত ড্যাম, শূয়ার, কখনও ২ বা অতি মধুর শূয়ারকা-বাচ্চা। এই পুরস্কারের জন্যই বুঝি দাসত্ব, ইন্দ্রত্ব, মূল মন্ত্র "দাসত্বং দেহিমে তূর্ণং ধবলাঙ্গ মহামতে"। আজ যদি অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বাহির করিয়া দেয় তবেই যে কলা হাঁড়ি ছিকায় উঠিবে। তাই বলি, ভাই, গোলামির জন্য আর লালাইত হইওনা, একটু স্বাধীন ভাবে থাকিতে চেষ্টা কর। দুই দশ বিঘা জমি জমা কর, দুই চারিটা গাছ পালা আরজাও, চীনে বাজারে জুতা ছাড়, শান্তিপুরে উলঙ্গ-বাহার ছাড়, আর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মোগলাই খিচুড়ি ও রস-গোল্লার টক ছাড়, দেখিবে দশ পাঁচ টাকা তোমার হাতে জমিয়া যাইবে। আর ভাই চাকুরিই যদি করিবে তবে এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে তুমি যাহা মাসে ২ উপার্জ্জন করিবে তাহার চারি ভাগের এক ভাগ যে কোন গতিকেই হউক রক্ষা করিতে হইবে

আত্মারামের নথি।

(মহা প্রলাপ্)

(আবার)

ধনবান্! তুমি কি ভাবিতেছ? তুমি ধনী, মহাধনী, তুমি ব্যবসায়ী, তুমি ইষ্ট-ইণ্ডীয়া কোম্পানি, অথবা মানচেষ্টর-গৌরব কলির কুবের মহা যশা রথচাইল্ড। তুমি কি ভাবিতেছ যে জগতের সার বস্তু সমস্তই তোমার গৃহে জমিয়াছে? তুমি কি ভাবিতেছ পৃথিবীর সুখ রাশি লুটিয়া আনিয়া এক ঘরে ভরিয়াছ, তুমি কি মনে করিতেছ ভুবনের বিলাস দ্রব্য সমস্তই তোমার প্রমোদ ভবনে স্তুপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। একথা ভাবিতে পার, তা আছে বটে; কিন্তু তোমার গৃহেই আছে মাত্র, তুমি তাহার কে? তুমি মনে করিতেছ উহা আমার, আমি ভাবিতেছি, প্রকৃতি সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার অক্ষয় ভাণ্ডারে ঐ সমস্ত সঞ্চিত রাখিয়াছেন, ক্রমে কাল চক্রের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনে উহা উপ-ভোক্তা হইতে উপভোগীর হস্তে ন্যস্ত হইতেছে। এ রহস্য কে বুঝিয়াছে, এ রহস্য কেই বা না বুঝিয়াছে? এ রহস্য কে বুঝিবে? অথচ এ রহস্য বুঝিবার জন্য সকলেই লালাইত। ইহা বুঝি কারো কাছে বুঝাইয়া দেয় এমন লোক নাই? মনে মনে যাহা বুঝি, তাহা অসম্পূর্ণ। তাহার প্রমাণ নাই, তাহার যুক্তি নাই, অথচ প্রজ্ঞা উচ্চৈস্বরে বলিতেছে তাহাই ঠিক। অযৌক্তিক অমৌলিক ও অপ্রামাণিক হইলেও তাহাই ঠিক। ধনী, তুমিও যে তাহাই বুঝিয়াছ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, কারণ তোমার সুখ সময়ে২ ঐ অসীম ধন-রাশির উপর উপবেশন করিয়াও মলিন ভাব ধারণ করে, তুমি তৎক্ষণাৎ ভাব গোপন কর। কিন্তু বল দেখি, তুমি এতাবৎ কাল জগতে আসিয়া কি করিলে? কোন্ সুখের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে? কোন্ সুখের অচ্যুত প্রতিবিম্ব তোমার হৃদয় পটে পতিত রহিয়াছে? তুমি মনের ভাব মনে ঢাকিয়া আমাকে দেখাইবে—শত—সহস্র। কিন্তু ভাল করিয়া দেখ, ঐ যে সুখের ছবিগুলি দেখিতেছ, ঐ যে পটখানি দেখিতেছ, উহা সূক্ষ্ম কল্পনার সূক্ষ্মতম অংশের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিশ্বাস না হয় জ্ঞান সলিল প্রক্ষেপ কর, এখনই ধৌত হইয়া যাইবে। একবার ভাব, ভবিষ্যৎ এক পা দুপা করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, তখনি হৃদয় মলিন হইবে, মুখ শুকাইয়া যাইবে, সুখের প্রতিবিম্ব তখনি দেখিতে ২ মুছিয়া যাইবে, তখনি তোমার হৃদয় অন্য ব্যক্তির হইবে। আপনার বলিয়া যাহা ভাবিতেছ তখনি তাহা পরের

৭।৬।৮৫

বলিয়া অনুমিত হইবে। তাই বলিতেছিলাম তোমার চিত্তে যে সুখের প্রতিবিম্বটী পড়িয়াছে ওটি প্রকৃত সুখের ছবি নয়।

সংসারের তরঙ্গাভিঘাতে মনের তীর-ভূমি একটু২ করিয়া দেখ কত খসিয়া পড়িল, আর বড় বেশী বাকি নাই। সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে এই বালুকাময় ভূমি আর কতক্ষণ সহ্য করিবে? তাই বলিতেছিলাম যে লোক-ঠকাইয়া আপনি ঠকিয়া এব্যবসায় আর লাভ নাই, এ ভবের হাট হইতে এ মণি-হারির দোকান খানি এখন উঠানই ভাল।

এ স্বার্থপর সংসারে দোকান করিয়া আর কোন সুখ নাই। দেখিতে গেলে হলও অনেক দিন, কিন্তু কই আমিত এখানে আসা পর্য্যন্ত একদিন ও কোন নিস্বার্থ পরতার লক্ষণ দেখিলাম না—যে দিকে দেখি কেবল স্বার্থপরতা। প্রকৃতি স্বার্থপরতায় পূর্ণ। এখানে রাজায় প্রজায় স্বার্থের কথা, ধনী নির্ধনে স্বার্থের কথা, জ্ঞানী অজ্ঞানে স্বার্থের কথা, পিতা পুত্রে স্বার্থের কথা। ভ্রাতায় ভ্রাতায় স্বার্থের কথা, অধিক কি, অমূল্য মাতৃ স্নেহ স্বার্থ পরতা মিশ্রিত হইয়া বিষ পিযুষের নিদর্শন হইয়াছে। তাহাতেই বলিতে ছিলাম তুমি দেখিবে, দেবদুর্লভ মাতৃ স্নেহ নিস্বার্থ নহে, পবিত্র দাম্পত্য প্রেম নিস্বার্থ নহে, অপূর্ব্ব বন্ধু প্রীতি নিস্বার্থ নহে, অধিক কি সারল্যের অতুল্য প্রতিকৃতি, স্নেহের অমূল্য প্রতিমা, সুকুমার সরল শিশুর মধুময় সরল অধরের সরল হাঁসি টুকুও স্বার্থের গরল কালিমায় কলুষিত। তাই মনে২ বড় কষ্ট পাইয়াই বলিতে ছিলাম যে এ ভবের হাটে এ মণি-হারির দোকান রাখিয়া আর ফল কি? এ দগ্ধ হৃদয়কে আবার দগ্ধ করিয়া আর লাভ কি? এ দোকান এখন ভাঙ্গিয়া ফেলাই ভাল। যিনি ছল জানেন না, কপটতা জানেন না, যাঁহার নিকট রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, অজ্ঞান, সকলই সমান, যিনি সকল খরিদ্দারের খরিদ্দার, যাঁহার নিকট কাচ কাঞ্চনের পার্থক্য নাই, তাঁহারই চরণে, হৃদয়ের অন্তঃস্তল ভেদ করিয়া,জগৎকে ধিক্কার দিয়া "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তযেন চরাচরং" তস্মৈ নমঃ বলিয়া একলঙ্ক লাঞ্ছিত দেহ ভার আজ অর্পণ করিব।

শ্রী আত্মারাম শর্ম্মা।

———$———

প্রাচীন আর্য্য পরিচ্ছদ।

পরিচ্ছদের দ্বারাই প্রমাণীকৃত হয় যে কোন্ জাতি অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্যের সোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন। যদি ও জলবায়ু ও অন্যান্য কারণে দেশ ভেদে পরিচ্ছদের তারতম্য হইয়া থাকে, তথাপি একথা স্বীকার্য্য যে প্রত্যেক জাতি আদিম অসভ্য অবস্থায় পশু-চর্ম্ম পরিধান করিত। কিন্তু কাল ক্রমে সুশিক্ষিত হইয়া পশু-চর্ম্ম পরিত্যাগ পুর্ব্বক সভ্যতা সুচক পরিচ্ছদ পরিধানের সূত্রপাত করিলেন। প্রাচীন ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে হিন্দু জাতি অতি প্রথমাবস্থা হইতেই পরিচ্ছদ বিষয়ে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা কেবল লজ্জা নিবারণোপযোগী বস্ত্র বয়ন করিতেন এমন নহে, জাঁক জমকের জন্য ও চিত্র বিচিত্র পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় রাত্রি তমসরূপ নীল বস্ত্র পরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী রমণীর ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত সংহিতায় স্থলান্তরে উষা দেবীর সম্বন্ধে এই রূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় যে বিচিত্র বস্ত্র পরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী লজ্জাশীলা নব বধুগণ যে রূপ অধরে মৃদু-মধুর হাস্য বিকাশ করিয়া স্বীয় স্বামীর মনস্তুষ্টি সাধন মানসে আপনার রূপরাশি দেখাইবার নিমিত্ত স্বীয়, স্বামীর সমীপে অগ্রসর হন, সেইরূপ উষাদেবী বিচিত্র রক্ত বসনে ভূষিতা হইয়া স্বীয় স্বামী সূর্য্য সকাশে গমন করিতেছেন। এই ২টী রূপ বর্ণনা দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে হিন্দু জাতি সংহিতাদি প্রণয়ণ হওয়ায় পূর্ব্ব হইতেই পরিচ্ছদ বিষয়ে উৎকর্ষতা লাভ করিয়া ছিলেন। আর্য্য জাতির অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরেই যে ঋগ্বেদ সংহিতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তৎ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, হিন্দু জাতি সর্ব্ব প্রথমেই পরিচ্ছদ প্রস্তুত করণের কৌশলাদি অবগত ছিলেন। কি কি উপকরণে কি কি প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন, তদ্বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

পরিধেয় বস্ত্র কি উপকরণে নির্ম্মিত হইত ঋগ্বেদে তাহার কোনই আভাস পাওয়া যায় না। কার্পাসের বিষয় কোথায় ও বর্ণিত হয় নাই। গৃহ পালিত জন্তুদিগের মধ্যে ছাগাদির উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহারা বস্ত্রের নিমিত্ত রক্ষিত হইতনা। যাহা হউক, সম্ভবতঃ কার্পাস ও পশুলোম উভয়ই বস্ত্র বয়নে ব্যবহৃত হইত। কারণ, বয়নোপযোগী উপকরণ ব্যতিরেকে বৈদিক ভাষায় "বয়ন" শব্দের প্রয়োগ (যদি ও বহুল নহে) এবং উৎপত্তি কদাচ সম্ভব

নহে। ডাক্তার মুর বলেন যে বেদ-সূত্রে কার্পাসের কোন উল্লেখ না করিলেও যে ভারতের ন্যায় গ্রীষ্ম প্রধান দেশে (কারণ গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই লঘু কার্পাস-জাত-বস্ত্রের অধিক প্রয়োজন) কার্পাসের ব্যবহার ছিল না, এবম্প্রকার অনুমান করা কষ্ট সাধ্য সন্দেহ নাই। উক্ত রূপ সিদ্ধান্ত পশুলোম-জাত বস্ত্রাদি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, কারণ, আর্য্যদিগের প্রথম অধিবাস পঞ্জাবাদি শীত প্রধান স্থানে কার্পাস জাত বস্ত্রাপেক্ষা পশমী বস্ত্রেরই অধিক প্রয়োজন হইত। ওল্ড-টেষ্টামেন্টের স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রাচীন হিন্দুগণ কর্ত্তৃক বয়িত নানাবিধ বস্ত্র বিদেশ বাসীগণের ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হইত। হীরেন্ সাহেব বলেন টায়র ও বাবিলন দেশে যে সমুদয় সুরঞ্জিত মূল্যবান পরিচ্ছদ আনীত হইত তাহার অধিকাংশই যে ভারত জাত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ।

——:‡:——

বঙ্গেশ বিভ্রাট।

ইতি বর্ণিত অন্দর সংলগ্ন বাটীর একটী প্রকোষ্টে আমরা এখন প্রবেশ করিব। তাহার বাতায়ন দ্বার উন্মুক্ত, এক পার্শ্বে এক খানি রৌপ্য দণ্ড নির্ম্মিত খট্ট তাহাতে রক্ত মকমলের শয্যা স্বর্ণ কারু খচিত। কৃষ্ণাভ মকমলের কারু খচিত উপাধানের নিকটে একটী তেপায়া কারু মণ্ডিত। তদুপরি স্বর্ণ গেলাসে পেয় ও স্বর্ণপাত্রে অল্প আহারীয় আছে। একটী রজত নির্ম্মিত আলবোলার দীর্ঘ নলে স্বর্ণ মুখনল লাগান রহিয়াছে। স্বর্ণ কলিকার ইরাণী তামাকের কস্তুরী-সুগন্ধে প্রকোষ্ট আমোদিত হইতেছে।

আরামোপযোগী আল্গা পরিচ্ছদে সেই দিন প্রাতঃকালে, আবদুল করিম খাঁ ঐ খট্টে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি অতি বলিষ্ঠ, দীর্ঘ-ভুজ, দীর্ঘ-কায়, পরুষ

মূর্ত্তি পুরুষ। তাঁহার বক্ষঃস্থল অতি প্রশস্ত। মুখ মণ্ডলের দ্যুতি অতি কর্কশ, ও গর্ব্বপূর্ণ চক্ষু দুটি অতি বড়, তীব্র-দৃষ্টি। উন্নত ললাট, উন্নত ভাগ্য লক্ষণ ব্যঞ্জক আবদুল করিম খাঁ সহরের বড় লোকের মধ্যে বড়। তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। অনেক স্থলে আলিবর্দ্দীর পক্ষ সমর্থন করিয়া সম্মান প্রাপ্ত সুতরাং গর্ব্বিত হইয়াছেন।

আলিবর্দ্দী বেহারের শাসন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় প্রদেশ গোলযোগ পূর্ণ ছিল। বঞ্জরা নামে দস্যুদল দেশ লুণ্ঠন করিত। অবাধ্য জমিদারগণ রাজস্ব দিত না, আবদুল করিম খাঁর সাহায্যে আলি বর্দ্দী সকলকে বশীভুত করিতে পারিয়াছিলেন। এখন সকলে ভীত হইয়া বাধ্য হইয়াছে। করিম খাঁ এই সকল করিয়াছিল বলিয়া সগর্ব্বে বিশ্বাস করিত; সুতরাং তাহার স্বভাব হট-পূর্ণ হয়। তিনি প্রাতঃকালে বিনা ব্যস্ততায় ধীরে২ দরবারে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছেন। নিতান্ত মূল্যবান পরিচ্ছদ নিকটে দেখিয়া সন্তুষ্ট মনে তাহা দেখিতেছেন, তিনি খট্টোপরি উপাধানে হেলিয়া আরামে আলবোলাতে স্বর্ণ মুখ নলে তাম্রকুট ধূম-পান করিতেছেন। ধীরে ২ আলস্যে তামাক টানিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল ঈষৎ চিন্তিত ভাবাপন্ন। করিম খাঁ উন্নত সম্মান প্রাপ্ত প্রধান উমরা শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, আলিবর্দ্দীর দক্ষিণ হস্ত, অবাধ্য জমিদারগণের ভীতি স্থল। তথাপি কি চিন্তা! তখন তিনি সুখে আলস্যে কি চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার বদন চিন্তায় গম্ভীর হইতেছিল। থাকিয়া ২ ভ্রূ কুঞ্চিত হইতেছিল। যদি আবরণ খুলিয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে দেখাইতাম কি চিন্তা! তিনি তখন ভাবিতেছিলেন আমি আলিবর্দ্দীকে স্থায়ী করিলাম, আমার বাহুবলে, সৈন্য বলে প্রদেশ শাসিত হইল। আলিবর্দ্দী মহবত জং উপাধি পাইল, আমি বড় হয়েছি আরো বড় কেন না হইব। ক্রমশঃ।

যে সহে নাই সে জানিতে পারেনা।

কমলিনী দিনে ভাবে নাকো মনে কুমুদিনী ভাসে
আঁখির জলে।
কুমুদি তেমতি পেলে নিশাপতি কমলিনী প্রতি
শিখায় ছলে॥
পতির সোহাগে হয়ে সোহাগিনী দিবস রজনী
যাপে যে রমণী।
সতীনের জ্বালা বিধবার দুঃখ তিলেক তরে সে
ভাবেনা কখনি॥
বার বিলাসিনী যদি ও কামিনী শিক্ষায় শিক্ষিত
হইতে পারে।
পতি কি রতন পতির যতন তথাপি ধারণা
করিতে নারে॥
ধনী কি কখন দুঃখেতে মগন অর্থ হীনে করে
দেখিতে আশ?
কি দুঃখ কুটীরে ভাবনা কি করে যাঁহার সুরম্য
সৌধেতে বাস॥
কৃষি-জীবী জন তপন তাপন কত কষ্ট কর
বুঝিতে পারে।
কেমনে জানিবে সুখজীবী জীবে অগাধ বিষয়
যাঁহার করে॥
নাপেয়ে আহার সদা হাহা কার করে সেই জন
জঠর জ্বালায়।
তাহার বেদনা সে জন জানেনা চব্য চোষ্য পেয়
যাহারে যোগায়॥
শিশু কক্ষে করি গগণ বিদারি ক্রন্দনের রোল
তুলিছে অই।

মুষ্টি ভিক্ষাতরে চাহে সকাতরে উহাদের পানে
চাহিছ কই ॥
ছার সুখ তরে ধনী অকাতরে বৃথা অর্থ ব্যয়ে
কাতর নয়।
নিরুপায় জীবে জানাইলে দুঃখ দূর দূর রবে
তাড়িত হয় ॥
জন্ম অন্ধ জন, হারায়ে যে ধন, দাঁড়ায়ে দুয়ারে
দুঃখিত মনে।
বিলাতী আলোকে হয়ে আলোকিত চস্‌মা ধারী যুবা
বুঝিবে কেমনে ॥
কিন্তু সেই জানে যাহার পরাণে বেজেছে বাক্কে
দুঃখের শর।
নয়নের ধারা সম্বরিতে নারে তিলেক শুনিয়া
দুঃখের স্বর ॥
পতিধন হারা যদি একবার হেরয়ে স্বচক্ষে
বিধবা বালা।
জ্বলিয়া উঠিবে বিলম্ব না সবে তাহার স্তিমিত
হৃদয় জ্বালা ॥
নিরাহারী কাঁদে নিরাহারী দেখি, শ্রান্ত শ্রান্তে কয়
মনের বেদন।
অন্ধে অন্ধে মিলে, ভিক্ষা-জীবী বলে ভিক্ষা-জীবী যদি
করে দরশন ॥
শেষে কাল যবে আসিয়া ধরিবে নাহি সঙ্গে যাবে
ঐশ্বর্য্য মান।
ধনী কি নির্ধন সাধু কি দুর্জ্জন দাতা কি কৃপণ
হইবে সমান ॥
অধম ভাবিয়া ঘৃণা কর যারে সেও ত রহিবে
তোমারি পাশে।

ফুরাইবে যবে ভবেরি খেলা কবলিত হলে
কালের গ্রাসে॥
তবে হে বিলাসি, বড় ভাল বাসি যদি দেখি ভাই
বিলাস ছাড়িতে।
ধন্য ধন্য বলি, করি কোলা-কুলি যদি দেখি অন্ন
ক্ষুধিতে দিতে॥
তবে ভাই ধনী শত-বার গণি মহত্তর মাঝে
উজ্জ্বল রতন।
যদি হে বারেক দেখি তোমাদের দুঃখীর দুঃখেতে
ভিজিছে মন॥
নতুবা তোমারে দেই শত ধিক্, ধিক্ দেই তব
ঐশ্বর্য্য মানে।
ধিক্ তব সুখে, ধিক্ সে বিলাসে, ধিক্ ধিক্ তব
নশ্বর প্রাণে॥

———oOo———

সংবাদ।

বিগত ১২ই ও ৩১শে আষাঢ় এবং তৎপর ২।১ দিন অন্তর প্রায় ভূমি-কম্প হইয়া আসিতেছে, চতুর্দ্দিকে যেরূপ হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে দিনাজপুরে এখনও সেরূপ কিছু হয় নাই। তবে কাহার ও একটী মাটির কোঠা বা একটী দালান মাত্র ফাটিয়া গিয়াছে। আমরা জানিনা “অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি”।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে ১৮৮৫ সালের প্রবেশিকা (ENTRANCE) পরীক্ষায় ৪জন বালক উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয় আমরা বিগত জৈষ্ঠ-মাসে, পাঠক মহোদয়গণকে জানাইয়াছি। সেই বালক ৪টীর মধ্যে নিম্ন লিখিত বালকদ্বয় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১মঃ বিঃ উত্তীর্ণ ... ... শ্রীচারু চন্দ্র বসু
২য়ঃ বিভাগের বৃত্তি .... মাসিক ১৫৲
২য়ঃ বিঃ উত্তীর্ণ .... শ্রীতারিণী চরণ সরকার
৩য়ঃ বিভাগের বৃত্তি .... মাসিক ১০৲

অত্রত্য সেসন জজ শ্রীলশ্রীযুক্ত সি, এ, কেলি সাহেব বাহাদুরের অসীম উদারতা ও দয়ালুতায় স্থানীয় লোক অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছে। জজ বাহাদুর সাধারণের সহিত ব্যবহারে যেরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, পরোপকারিতায় ও ঠিক সেইরূপ মুক্ত হস্ত।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বিহারী লাল সরকার নামক জনৈক নিঃসহায় বালককে মাসিক ১০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়া পাটনা মেডিকেল স্কুলে পড়াইতেছেন। এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর একটী দীন বালককে মাসিক ২৲টাকা করিয়া সাহায্য করিতেছেন, ও অন্যান্য নিঃসহায় বালকদিগকেও মধ্যে ২ কিছু ২ অর্থ দ্বারায় সাহায্য করিয়া থাকেন।

মানব প্রকৃতি স্বতঃই ন্যায়ের অনুগামী। যাঁহার দ্বারায় জগতের মহোপকার সংসাধিত হয়, এবং দীনগণের আশ্রয় দানই যাঁহার জীবনের কার্য্য, স্বভাব স্বতঃই সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে উচ্চাসনে বসাইতে চেষ্টা, ও তাঁহার দীর্ঘ জীবন বাসনা করে।

বলিতে কি, অন্যান্য শ্বেতকায় পুরুষগণ দেশীয়দিগের প্রতি যদি এইরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে আর আমাদের সুখের সীমা থাকিত না।

অত্র জেলার অধিন রাজারামপুর থানার এলাভুক্ত গোপালপুর গ্রামে বিগত ৮ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার কাঁকড়া সাহা নামক জনৈক পলিয়ার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। উক্ত পলির বয়স আন্দাজ ৬০। ৭০ বৎসর, ও স্ত্রীর বয়স ১৭। ১৮ বৎসর হইবেক (!) তাই বলি, বন্ধুগণ, বৃদ্ধ-বয়সে বিবাহ করিলেই এইরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

মুল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়, সবজজ দিনাজপুর, রাজগঞ্জ.... ১৲
" " রামচন্দ্র লাহিড়ী " বড়বন্দর.... ১৲
" " শ্যাম চন্দ্র দাস " চককাঞ্চন ১৲
" " গিরিশ চন্দ্র দত্ত " রাজগঞ্জ.... ১৲
" " জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য " ভাটপাড়া ১৲
" " বিষ্ণু প্রসাদ বড়াল পাহাড়পুর ১৲
" " ঈশ্বর চন্দ্র রায় .... কালিতলা ১৲
" " দ্বারকা নাথ সেন ঐ ১৲

শ্রীযুক্ত বাবু কালি দাস সরকার গণেশতলা ১৲
" " ঈশ্বর চন্দ্র চৌধুরি জমিদার বাহীন ১৷৵০
" প্রসন্ন কুমার তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য জেলা ফরিদপুর, আমতলী ৷৵০
" হাজী খোস মাহাম্মদ সরকার বৈদ্যনাথপুর ১৲
" খোস মাহাম্মদ মোল্লা যোগীবাড়ী ১৲
" মুনসী মীর বেশারত আলী রামচন্দ্রপুর ১৲

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা।

১ম ভাগ। ভাদ্র, ১২৯২। ৪র্থ সংখ্যা।

—§—

লণ্ডন মহামেলা।

আমাদের মহারাণী ভারতেশ্বরী বিলাতের যে নগরে বাস করেন,' সেই নগরের নাম লণ্ডন। তথায় আগামী শীতকালে নানা প্রকার কারিকরী জিনিষ ও বাণিজ্য বস্তুর প্রদর্শণী অর্থাৎ মেলা হইবে; ইহা আমরা গত মাসের পত্রিকায় পাঠকগণকে জানাইয়াছি। ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের শিল্প ও বাণিজ্য বস্তু সেই মেলায় দেখান হইবে। বাঙ্গালার জিনিষ পত্র ভাল রূপে সংগ্রহ করিবার এবং তাহা বিলাতে পাঠাইবার খরচের জন্য সরকার হইতে ২০০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই টাকাটী শুনিতে বেশী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যদি প্রত্যেক জিনিষই কিনিয়া এদেশ হইতে পাঠান যায় তাহা হইলে এ টাকায় অতি অল্প জিনিষই পাঠান যাইবে। আমাদের পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই গত ১২৯০ সালে কলিকাতায় যে মহামেলা হইয়াছিল তাহা দেখিয়াছেন। তথায় বিলাত ও অন্যান্য দেশ হইতে যে সমুদয় আশ্চর্য্য বস্তু দেখান হইয়াছিল তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা আজিও সে সকল ভুলিতে পারেন নাই। এ সকল জিনিষ আমরা এত আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করি কেন? কেন না এরূপ জিনিষ আমরা কখনও দেখি নাই। আমরা যে সকল জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারি না, অথবা

রোজ ২ দেখি না, কি যাহা দেখি তাহা সহজে বুঝি না, সেই সকলকে আশ্চর্য্য বস্তু বলিয়া মনে করি। এবং আমাদের অভ্যাস এমন যে উহা শিখিবার জন্য একবারও চেষ্টা করি না। এই কারণেই আমাদের স্বদেশবাসী ইংরাজগণ যে যে নূতন নিয়মে আমাদিগকে চাষ আবাদ করিতে বলেন, সেই নিয়ম গুলি আমাদের দেশের চাষাগণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না। হাতে হেতেড়ে না করিলে কোন কার্য্যেই অভিজ্ঞতা জন্মে না। পাঠকগণ অবশ্যই শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন যে, বিলাতে ভাত রান্ধিবার উপযুক্ত চাকর পাওয়া যায় না। ভাত রান্ধা অতি সহজ কায। আমাদের দেশের অতি বোকা ও মূর্খ লোকেও অতি উত্তম ভাত রাঁধিতে পারে। কিন্তু কেমন করিয়া রাঁধিতে হয়, স্বচক্ষে না দেখায় বিলাতের লোকে এই যে অতি সহজ কায তাহাও কঠিন বলিয়া বোধ করেন। এই নিমিত্ত এদেশীয় ইংরেজগণ বলিয়া থাকেন যে ভারত ভিন্ন অন্য দেশে সুমিষ্ট ভাত ও তরকারী খাইতে পাওয়া যায় না।

আমরা বিলাত প্রভৃতি দেশের কল বল দেখিয়া বিলাতবাসিদিগের বুদ্ধি বিদ্যার কত না প্রশংসা করিয়া থাকি। রেলের-রাস্তা, তারের খবর প্রভৃতি দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাই। আবার আমাদের দেশের স্থানে ২ যে সকল পুরাতন মন্দির আছে তাহার অতি সুচিক্কণ খোদাইয়ের কার্য্য দেখিয়া আমরা তত আশ্চর্য্য মনে করি না, কেন না সদা সর্ব্বদাই এই সকল আমাদের চক্ষের উপর আছে; কিন্তু বিলাতের লোকে ঐ সমস্ত দেখিয়া বড়ই চমৎকৃত হন এবং কারু-কার্য্যের বিস্তর প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত এবং এদেশের নানা বিধ শিল্প ও বাণিজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বিলাতে দেখাইবার নিমিত্ত কলিকাতায় সেণ্ট্রাল কমিটী নামে একটী সভা হইয়াছে। এই সভা অন্যান্য বস্তুর সহিত এদেশের প্রধান প্রধান নগরের ইমারত ও পথ ঘাটের চিত্র দেখাইবেন মনে করিয়াছেন; এবং ঐ সকল চিত্র যে যে কারিকরেরা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাদের প্রতিমূর্ত্তিও দেখান হইবে এরূপ স্থির হইয়াছে।

আমাদের এই দিনাজপুর প্রদেশ অতি প্রাচীন বলিয়া খ্যাত ও বহু প্রাচীন কীর্ত্তির ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই দেশ হইতে এই জগদ্বিখ্যাত মেলায় কোন ২ বস্তু পাঠাইবার উদ্যোগ হইতেছে। এটী আমাদের কম গর্ব্বের কথা নয়। এই মেলার এক অংশে বাঙ্গালা দেশের জিনিষ পত্র দেখাইবার জন্য স্বতন্ত্র এক স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। তথায় হিন্দুদের পুরাতন মন্দিরের আদর্শ দেখান হইবে। আমাদের সুপ্রসিদ্ধ কান্তনগরের মন্দির ও জেলা মালদহের গৌড় নগরের আদিনা-মস্‌জিদের আদর্শ দেখাইবার কথা

হইয়াছে। এই আদর্শ তুলিবার জন্য সরকার হইতে কারিকর নিযুক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও আমাদের দিনাজপুরের মহারাজা হাতির দাঁতের উপর খোদাই কার্য্যের একখানি দুর্গা প্রতিমা ও অন্যান্য সুদৃশ্য বস্তু এই মেলায় পাঠাইবেন শুনিতেছি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সরকার হইতে ২০০০০৲ কুড়ি হাজার টাকা এই সকল জিনিষ সংগ্রহের জন্য মঞ্জুর হইয়াছে। তাহা দ্বারা সকল বস্তু খরিদ করিয়া পাঠাইতে গেলে উহাতে কিছুই কুলায় না। এ কারণ লণ্ডনস্থ সভা ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি আপন২ বস্তু এই মেলায় দেখাইবার ইচ্ছা করেন তাঁহাদের নিমিত্ত ভিন্ন এক স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। তথায় তাঁহারা আপন ইচ্ছায় তাঁহাদের বস্তু উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবেন। তাহাতে তাঁহাদের অধিক লাভ হইবে প্রত্যাশা করা যায়। হয়ত বিলাতের লোকেরা আদর বুঝিতে পারিলে ভবিষ্যতে বিশেষ লাভের একটী উপায় হইতে পারে। এ কারণ আমাদের আশা যে, যাঁহার নিকট যে বস্তু এই মেলায় দেখাইবার উপযুক্ত আছে, কি যিনি যাহা সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনি তাহা দেখাইয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি ও মুখোজ্জ্বল করিবেন।

কোন্ জিনিষ পাঠাইবার যোগ্য কোন্টী অযোগ্য ইহা স্থির করিবার জন্য কলিকাতায় আগামী কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে একটী ক্ষুদ্র মেলা হইবে। সেই মেলায় যে সকল বস্তু মনোনীত হইবে তাহাই বিলাতে পাঠান হইবে। যে ব্যক্তি কোন বস্তু এই মহামেলায় পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি কলিকাতাস্থ কিং হামিল্টন কোম্পানিকে জানাইলে কোম্পানি যত্ন সহকারে তাঁহার বস্তু গ্রহণ করিবেন এবং মেলায় দেখাইবেন। কোম্পানির দ্বারা পাঠাইতে যিনি ইচ্ছা না করেন, তিনি আমাদের জেলার শ্রীল শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট আপন ইচ্ছা জানাইবেন। যদি কালেক্টর সাহেবের মনোনীত হয় তবে তিনি তাহা বিলাতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবেন। প্রেরিত জিনিষ বিক্রয় করিবার ইচ্ছা করিলে কি মেলা অন্তে পুনরায় আপন বস্তু ফেরৎ পাঠাইবার অভিপ্রায় করিলে তাহা ও উক্ত শ্রীযুক্তকে জানাইবেন। বস্তু দাতা, বস্তু কি মূল্য, যাহাই ইচ্ছা করেন, ঘরে বসিয়া তাহাই পাইবেন।

এক উদ্যোগে লাভ ও যশ পাইবার এ বড় সুন্দর উপায় হইয়াছে। ভরসা করি সকলেই দেশের নাম রক্ষা ও ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তারের নূতন পথ প্রস্তুত করিবার এমন সুবিধা কখনই ছাড়িবেন না।

সার।

ছাই অল্প পরিমাণে জমিতে ছড়াইয়া দিয়া ঐ জমি কোপাইয়া দিলে উহার উর্ব্বরা শক্তি বিলক্ষণ বাড়ে। কিন্তু এ প্রদেশে শস্য ক্ষেত্রে সার স্বরূপ ছাই ব্যবহার করিতে কম দেখা যায়। গৃহস্থের বাটীতে লাউ, কুমড়া, শাক, প্রভৃতি গাছে পোকা লাগিলে ছাই দিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সার রূপে মাঠের জমিতে উহা প্রায়ই দিতে দেখা যায় না। বোধ হয় প্রচুর পরিমাণে ছাই সহজে পাওয়া যায় না বলিয়া উহার ব্যবহার বেশি নাই। কিন্তু একটু যত্ন করিলে অনেক ছাই পাওয়া যাইতে পারে। সকল লোকের বাটীতে পাক ঘরে নিত্য অল্প পরিমাণে ছাই প্রস্তুত হয়, তাহা যত্ন করিয়া সতন্ত্র করিয়া একস্থানে রাখিলে বৎসরান্তে যথেষ্ট সার হয়। ইহা ছাড়া কুমার, কামার, প্রভৃতির কারখানার নিকট রাশিকৃত ছাই থাকে, একটু চেষ্টা করিয়া সে সমস্ত সংগ্রহ করিলে বেশ সার হয়। প্রায় বাজারে বা বন্দরে ঘরের পিছনে রাশিকৃত ছাই দেখিতে পাওয়া যায়, কেহই তাহার সদ্ব্যবহার করে না।

গাছের পচা পাতাও অতি উত্তম সার। এ জেলায় এমন স্থান নাই যাহার নিকটে অল্প বা অনেক জঙ্গল না আছে। ঐ সমস্ত জঙ্গলে গাছের তলায় অনেক পচা পাতা পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত পাতা আনিয়া নিকটস্থ জমিতে দিলে উহার উর্ব্বরা শক্তি বাড়ে ও প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মে, সুতরাং সার দিবার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হয়।

পেঁয়াজের জমিতে কাষ্ঠ পোড়ান ছাইয়ের সার বিশেষ উপকারী। পেঁয়াজের জমির গাছ নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া হল্‌দে রকম

হইয়া গেলে ঐ জমিতে কিছু ছাই ছড়াইয়া দিয়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। সাত দিবস মধ্যে ঐ গাছঅতি উত্তম সতেজ হইয়া উঠে, এবং সচরাচর যে পরিমাণ পেঁয়াজ জন্মে তদপেক্ষা অনেক বেশি হইয়া থাকে।

—:‡:—

গবাদি পশুর রোগ ও চিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রোগের প্রথমাবস্থায় প্রত্যহ দুই তিন বার তপ্ত জল ও তৈল একত্র মিশাইয়া পিচকারীও দেওয়া যাইতে পারে। পশু নেতাইয়া পড়িবে বলিয়া শক্ত জোলাপ দিবে না। পেট নরম হইলে বিষটা সহজে নির্গত হয় বটে, কিন্তু জল বৎ ও রক্ত বৎ নির্গত হইতে থাকিলে নিশ্চয়ই নেতাইয়া পড়িবে বলিয়া তাহা না হইবার জন্য ধেড়ানি নিবারণ করা উচিত।

রোগের প্রথম অবস্থায় যতক্ষণ না নাদে ততক্ষণ জল দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু পেট নরম হইলে অতি অল্প করিয়া জল দেওয়া কিম্বা একেবারেই না দেওয়া উচিত। রেচন আরম্ভ হইলে পরে আর জল দিতে হইবে না। কেবল মাড় দিবে, তাহাও অতি অল্প পরিমাণে এক এক বার দিতে হইবে। কখনও ২ রেচন হইতে২ অত্যন্ত পিপাসা হইয়া গোরু অধিক জল খাইতে চাহে, কিন্তু তাহা দিলে অত্যন্ত রেচন হইয়া গরু আরো দুর্ব্বল হইয়া শীঘ্রই মরিয়া যায়।

রেচন বন্ধ হইলে আর ঔষধ দিতে হইবে না। সাবধানে শুশ্রূষা করিতে হইবে। পথ্যের মধ্যে মাড় ও অল্প পরিমাণে টাট্কা ঘাস, এবং কচি কচি লতা পাতা দিতে হইবে। মাড়ের সঙ্গে অল্প পরিমাণে লবণ মিশাইয়া দেওয়া যাইতে

পারে; কিম্বা এক খানা সৈন্ধব লবণ নিকটে রাখিলে গরু আপনা হইতেই চাটিলে চাটিতে পারে। রোগের উপশম হইলে শক্ত ও শুষ্ক ও আঁশাল দ্রব্য কোন মতে দেওয়া উচিত নহে কারণ উহা পাক পায়না! সুতরাং অজীর্ণ হইয়া উক্ত পীড়া পুনর্ব্বার হইতে পারে।

গাভিণ হইলে গর্ভ ফেলিয়া দেয়। সর্ব্বদাই শুইয়া থাকে কারণ দাঁড়াইবার শক্তি থাকে না। গোঁ গোঁ করে, কষ্টে শ্বাস ফেলে ও কোঁতায়, নাড়ী টের পাওয়া যায় না। দুই দিন হইতে ছয় দিন মধ্যেই মরিয়া যায়। কোন২ স্থলে গল-কম্বলের ও পালানের, কুচকির ও কাঁধের বা পাঁজরার চামড়ায় ফুস্কুড়ী দেখা যায়, কিন্তু বসন্ত রোগের ইহা নিত্য লক্ষণ নহে। গ্রীষ্মকালে রোগ হইলেই প্রায় এই-রূপ হইয়া থাকে, এবং এইরূপ হইলে তাহা সুলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, কারণ অনেক সময়ে পশু আরাম হইয়া যায়।

রেচন ও রক্ত ও শ্লেষ্মা দুই ঘণ্টারও অধিক কাল বাহির হইতে থাকিলে নিম্নের ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

ঔষধ।

কর্পূর	...	৵০ আনা
সোরা	...	ঐ „
চিরতা	...	ঐ „
ধুতুরার বিচি	...	১৷০ কাঁচ্চা
সরাপ	...	৵০ পোয়া

রোগের প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ এক দিনের অধিক কাল পর্য্যন্ত ধেড়ানি থাকিলে ৵০ পৌনে একতোলা মাজুফল সুক্ষ্ম রূপে ফাঁকি করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঔষধের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। যতক্ষণ ধেড়ানি বন্ধ না হয় ততক্ষণ ১২ ঘণ্টা অর্থাৎ চারি প্রহর অন্তর ঐ ধারক ঔষধ দিতে হইবে।

পথ্যের মধ্যে কেবল চাউল কলাই উত্তম রূপে সিদ্ধ করিয়া তাহার ঘন মাড় দিতে হইবে।

মাখম প্রস্তুতের উপায়।

মাখম অতি ভাল ও সুখাদ্য জিনিষ। শরীর রক্ষার জন্য বিশেষ আবশ্যকীয়। ইহা ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে পারিলে খাইতেও ভাল লাগে, ইহার মূল্য ও বেশী হয়, এবং ইহা হইতে যে ঘৃত প্রস্তুত হয়, তাহাও সুস্বাদু হয় ও তাহার মূল্য বাড়ে। কিন্তু এদেশে যে মাখম প্রস্তুত হয়, তাহা বিস্বাদু, আর না হয় ধূমাদি দুর্গন্ধ যুক্ত, না-হয় তাহাতে অম্লের আস্বাদ থাকে। এদেশে যথেষ্ট গোরু আছে, ভাল মাখম প্রস্তুত করিতে জানিলে গোয়ালাদিগের যথেষ্ট লাভ হয়, এবং অর্থ উপার্জ্জনের ও নিজেদের অবস্থা ভাল করিবার একটা প্রধান ও সহজ উপায় হয়। ভাল মাখম এই নিম্ন লিখিত কয়টী স্থূল ২ অতি সহজ সাধ্য নিয়মগুলি প্রতিপালন করিলে অনায়াসেই করিতে পারা যায়।

১। গরুকে যে খাবার দিবে তাহা যেন পরিষ্কার ভাল রকমের ও প্রচুর হয়। ইহাতে কোন মতেই কৃপণতা করিবে না। খড়, খইল, ভাতের মাড়, এ সকল ভাল প রিষ্কার দেখিয়া দিতে হইবে। খড় গুলি অতি ছোট ২ করিয়া কাটিবে, পরে তাহাতে খইল ও জল দিয়া শানি প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবে। তাহা অতি শীঘ্র হজম হয় ও বল করে। এদেশে অনেকে কিন্তু খড় না কাটিয়া অমনি শুক্‌নো মুখের সম্মুখে ছড়াইয়া দেয়। জল পরে খাওয়ায়। সে ভাল নয়। তাহাতে হজম ভাল হয় না।

২। অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধ জল কথনই পান করিতে দিবে না। এদেশে এ বিষয়ে বড়ই সাবধান হওয়া উচিত। অনেক বড়২ পুষ্করিণী আছে, কিন্তু প্রায় কাহারই জল ভাল নয়, সবই দুর্গন্ধ ও জঙ্গল পূর্ণ, সে জল খাইলে কখনও জীব জন্তুর শরীর ভাল থাকিতে পারে না। তাহাদের প্রায় পনর আনা রোগ খারাপ জল খাওয়ার জন্য হয় অনেক মারাত্মক রোগও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অথচ প্রায় দেখা যায় যে গরুর ব্যবহারের জন্য এই জল দেওয়া হয়। এদেশের কোয়ার জল বা আত্রায়ী প্রভৃতি নদীর জল মন্দ নয়। তাহা ব্যবহার করিলেও তত বিশেষ হানি হইবে না। খুব পরিষ্কার জল এদেশে দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং তাহার আশাও করা যায় না, তবে যত ভাল পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা করা উচিত। জল গরম করিয়া তাহাতে ফট্‌কিরি দিলে বা ঝামার মত এক-রূপ লোহা এদেশে পাওয়া যায়, তাহা এক কলসীতে ভরিয়া তাহাতে গরম জল ভরিয়া তাহার নীচে কয়লা ও বালী আর এক কলসীতে রাখিয়া এবং সেই দুই কলসীর তলায় ছোট ছিদ্র করিয়া ঐ দুই ছিদ্রের মুখে

একটী ছোট পলিতা দিলে ভাল ও পরিষ্কার জল উহাদের নীচে আর একটী খালি কলসী রাখিলে তাহাতে চুয়াইয়া পড়িবে। এই বন্দোবস্ত একটী তিন থাক ভারা বান্ধিলে অতি সহজে হয়, অর্থাৎ গরম জল ভরা কলসী সব উপরের থাকে, বালী ইত্যাদি ভরা কলসী মাঝের থাকে, আর সব নীচের থাকে একটী খালি কলসী থাকিবে, তাহাতে ভাল জল চুয়াইয়া পড়িবে। এই রূপে অনেক পরিমাণে ভাল জল অতিসহজে ও শীঘ্র পাওয়া যায়।

৩। গোয়াল-ঘর যত দূর পরিষ্কার রাখিতে পারা যায় চেষ্টা করা উচিত। দোর জানালা রাখিবে। ঘরের ভিতর যাহাতে ভাল বাতাস খেলিতে পারে তাহার জন্য দুয়ার, জানালা রাখা উচিত। ভিতরে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে যেন কোন দুর্গন্ধ না থাকে। চোনা ও গোবর পড়িবা মাত্র অমনি ভাল করিয়া পুঁছিয়া তুলিয়া লইবে। শুক্না মাটি যথেষ্ট পাওয়া যায়, তাহা ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া প্রচুর পরিমাণে সেই২ জায়গায় ছড়াইয়া দিবে। গরুর পা যেন ভিজা মাটিতে কখনই না থাকে বা ভিজা মাটিতে গরুকে যেন কখনই শুইতে দেওয়া না হয়। ঘরের মেজে ও দেয়াল মাটির হইলে তাহা ঘন ২ মাটি দিয়া লেপ দিবে। দুধ দুইবার সময় গরু যত পরিষ্কার থাকিবে ততই ভাল, ততই দুধ ভাল হইবে।

আস্তে ও যত্ন করিয়া গরুর বাঁট খুব ভাল করিয়া ধুইয়া ও পুঁছিয়া তবে দুধ দুইতে আরম্ভ করিবে তাহাতে দুধে চুল বা কোন ময়লা পড়িতে পারিবে না, সেই ময়লা পড়িয়া দুগ্ধের সঙ্গে মিশিয়া গেলে আর তাহা কোন মতেই বাহির করিতে পারা যায় না। তাহাতে দুগ্ধের আস্বাদ অনেক খারাপ হইয়া যায়। পরিষ্কার পাতলা নরম কাপড় দিয়া দুধ ছাকিয়া লইবে। আর দুধ দুইয়া ভাঁড় দুর্গন্ধময় স্থানে কখনই রাখিবে না। কারণ দুধে যে তৈলের ন্যায় পদার্থ আছে, তাহা ঐ দুর্গন্ধ চুসিয়া লয়। এবং মাখমেও সেই দুর্গন্ধ থাকে।

৪। দুধের ভাঁড়, মাখম প্রস্তুত করিবার হাঁড়ি ও আর ২ সরঞ্জাম অল্প ২ গরম জলে প্রথমে ভাল করিয়া ধুইবে, পরে যত দূর সয় এরূপ গরম জলে ধুইবে, ধুইয়া রৌদ্রে এবং পরিষ্কার জায়গায় ভাল হাওয়ায় শুকাইতে দিবে। যখন বেশ শুকাইবে তখন সরাইয়া লইয়া গিয়া অন্য এমন কোন স্থানে রাখিবে যে স্থান পরিষ্কার ও যে খানে ভাল বাতাস খেলিয়া থাকে। এই সব বিষয়ে এসবদেশে বড় যত্ন থাকে না বলিয়াই দুধের স্বাদ তত ভাল হয় না। বিশেষতঃ এদেশে দুধের ডোকা বা ভাঁড় প্রায় উপুড় করিয়া ধুমের মধ্যে গরম করে ও শুকায়, সেই জন্য অনেক দুধে ও মাখমে ধোঁয়া-গন্ধ করে, এবং ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়।

৫। দুধ দুইয়াই গরম থাকিতে থাকিতেই মাখম প্রস্তুত করিতে হইবে; কারণ দুধ যখন ঠাণ্ডা হইতে থাকে তখন তাহা হইতে মাখম অনেক পরিমাণে উঠে ও অনেক দিন ধরিয়া ভাল থাকে। একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেলে মাখম বেশী উঠে না ও তাহা শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়। আর যেমন মাখম উঠিয়া দুধে ভাসিতে থাকিবে তখনই তুলিয়া লইবে। অধিক ক্ষণ সে রূপ অবস্থায় রাখিবে না। তুলিয়া ভাল পরিষ্কার জলে ধুইবে।

৬। যখন দেখিবে বিন্দু ২ দানার মত দুধে অনেক পরিমাণে ভাসিতে থাকিবে তখনই মই ঘোরান বন্ধ করিবে। মাখম উঠিলে তাহাতে একটু লবণ দিবে তাহা হইলে তাহার আস্বাদ বড়ই ভাল হয়। এ দেশে কিন্তু তাহা দেয় না, সেই জন্য মাখমের আস্বাদ জলবৎ হয়।

৭। আর একটী কথা, অনেক দুধে (সেই জন্য মাখমে বা সেই দুধ হইতে প্রস্তুত অন্য কোন জিনিষে) এক রূপ দুর্গন্ধ কয় তাহা এক প্রকার ঘাস খাইলে হয়। সেই ঘাসের নাম রশুন ঘাস। তাহা খাইলে কেমন এক রকম বটকা গন্ধ দুধে জন্মায়, এবং গরুর গায়েও হয়। রশুন খাইলে যেমন মানুষের গায়ে ও মুখে গন্ধ হয়, সেই ঘাসে ও সেই রূপ হয় বলিয়া বুঝি ঐ ঘাসের নাম রশুন ঘাস হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় যে সকল গরু মাঠে চরে এবং যা তা খায়, তাহাদেরই কেবল ঐরূপ গন্ধ হইয়া থাকে। এরূপ ঘাস প্রায় সর্ব্বত্রই বিশেষতঃ নিচু ও জলা ভূমিতে অধিক জন্মিয়া থাকে, এবং রাখাল সাবধান না হইলে গরু খাইয়া ফেলে, সেই জন্য মাঠে চরাইতে হইলে অতি উচ্চ ও দুর্ব্বা ঘাস যে খানে অনেক পরিমাণে পাওয়া যায় সেই স্থানে গরুর পাল চরাইবে। কোন মতেই নিকটবর্ত্তী নিচু জায়গায় তাহাদিগকে যাইতে দিবে না।

——:‡:——

অর্থ-সঞ্চয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সমাজে প্রধানতঃ দুই দলের লোক আছে; এক দল পুঁজি করিতে জানে, আর একদল যাহাকিছু রোজগারকরে একেবারেই উড়াইয়া দেয়। যাহারা পুঁজি করে তাহাদিগকে আমরা "মিতব্যয়ী" বা অল্প ব্যয়ী" কহিব, আর যাহারা রোজগার করিয়া

উড়াইয়া দেয় তাহাদিগকে "অমিত ব্যয়ী" বা গ্রাম্য ভাষায় "ওড়ন্বা" বলিব। সমাজ যে ক্রমে অধঃপাতে যাইতেছে, ক্রমে ছারখার হইয়া যাইতেছে, লোক গরীব হইয়া পড়িতেছে, ভাই গঙ্গারাম, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ কি টাকার অভাব? ভাই, টাকার অভাব ইহার কারণ নহে। সংসারে ঢের টাকা আছে, এত টাকা আছে যে তোমার ঐ থলিয়ায় তাহা ধরিবেনা। বেশ কথা, তাই যদি হইল, তবে তুমি কেন এতদুঃখী, কেন তোমার দিন পাত চলে না? চলিবে কি ভাই, তুমি যে টাকার ব্যবহার জান না। এইত আজ্ দশ টাকা পাইলে, থলিয়াটী বোঝাই করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলে। বাড়ী আসিয়াই আর তোমায় পায়কে। তখন তুমিই বা কে, আর রাজা রামকেষ্টই বা কে? তখন তুমি ধুয়া ধরিলে "জীব দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি" Eat, drink, and be merry—খাও, দাও, থাক। টাকা কটী ২। ৪ দিনেই ফুঁকিয়া দিলে, আর অমনি যে গঙ্গারাম সেই গঙ্গারামই পড়িয়া রহিলে। টাকাটা উপার্জ্জন করা তত কঠিন নয়, কিন্তু ভাই, টাকার ব্যবহারটাই কিছু কঠিন, বড় কঠিন। আগু কতক গুলি শারীরিক সুখ পরিত্যাগ করিতে হয় আর এটা কেনো, ওটা কেনো, সেটাকেনো, এইসর্ব্ব মেশে কেনো-পাগ্‌লার হাত হ'তে মুক্ত হ'তে হয়। Not to have a mania for buying is to possess a fortune. এই যে বিজাতীয় ভাষায় কি একটা কথা বলা গেল উহার কি অর্থ বুঝিয়াছ? উহার অর্থ যেমন সহজ, ভাব তেমনি গভীর, বড় গভীর। অনেকে ডুবিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু অতি কম লোকেই তলস্পর্শ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যদি বা কেহ ডুবিয়াছেন, পরক্ষণেই আবার ভাসিয়া উঠিয়াছেন। যিনি তলা পাইয়াছেন তিনিই মানুষ, তদ্ভিন্ন আর সমস্তই পশু, দো-পেয়ে পশু। ভাই গঙ্গারাম, তুমি বুঝি ভাবছ, এমন যে বিজাতীয় ভাষার বাক্যটী ইহার কি বাঙ্গালা নাই? আছে বই কি, এই শুন—

কেনো-ব্যাটা বড় ঠ্যাটা
ভাঙ্গ তার দাঁত।
টাকা কড়ি ঘরে রবে
চুকিবে উৎপাত॥

বা

কেনো-পাগলার হাত আগ্‌লা
বুদ্ধি নাই কো ধড়ে।
দুধে ভাতে থাক্‌বে যদি
দূর ক'রে দেও তারে॥

তাই বলি জিনিষ দেখিলেই কিছু না কিছু কিনিতে হইবে, এই যে একটী রোগ এ বড় শক্ত রোগ। এই এখানে একটা জিনিষ চমৎকার সস্তা দরে বিকিয়ে যাচ্ছে, এস কিনে রাখি। ভাই, এ জিনিষটী তোমার কোন্ দরকারে লাগ্‌বে? না, আমার এখন

এ জিনিষে কোনও আবশ্যক নাই,তবে কিনা খুব সস্তায় জিনিষটে যাচ্ছে, তাই কিনে রাখি, সময়ে আবশ্যক হলেও হতে পারে। এইত ভাই তোমার যুক্তি। বল দেখি এমন পাগলামি যুক্তির সঙ্গে আঁটে কে। তুমি একটুও বিবেচনা করিয়া দেখিলে না যে যদি ঐ জিনিষটী তোমার আবশ্যকে না আইসে তবে তোমার টাকাটী যে জলে পড়িয়া গেল। তুমি যে লাভের জন্য কার্য্যটী করিলে সে লাভ ত হইলই না বরং তোমার মূলধন হইতে একটী টাকা খসিয়া পড়িল। আবার দেখ, তোমার একটী ছোট ছেলে আছে। তুমি এক দিন তাহার হাত ধরিয়া সোহাগ করিতে ২ বাজারে লইয়া গেলে। বালকটী একটী বিলাতী খেল্না দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, বাবা, আমায় কিনে দে, কি-নে দে-য়ে। তুমি অমনি আহ্লাদে আট্খানা হইয়া বালকটীকে কোলে করিয়া তুলিয়া লইলে এবং তদ্দণ্ডেই চারি আনার পয়সা দিয়া ঐ খেল্না তাহাকে কিনিয়া দিলে। হা মূর্খ, তুমি যে দুইটী অনিষ্ট পাত করিলে তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিলে না? এই প্রকার কার্য্য করাতে তোমার ইহকাল খাইলে, আর বালকটীর পরকাল খাইলে। চারি আনার পয়সা বলিয়া তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিলে তুমি একটী বারও বিবেচনা করিলে না, যে সপ্তাহে চারি গণ্ডা পয়সা বাঁচাইতে পারিলে, মাসে একটী টাকা হয় ও বৎসরে ১২ টী টাকা জমিয়া যায়, সুতরাং ১০ বৎসরের মধ্যে তুমি ১২০ টী টাকার মানুষ হইতে পারিবে। এই ১২০ টী টাকা মূলধন লইয়া তুমি অনায়াসে একটী সামান্য রূপ কারবার আরম্ভ করিতে পার, এবং একটু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া চলিতে পারিলে এই ব্যবসা দ্বারা বেশ দুই দশ টাকা সঞ্চয় করিয়া অক্লেশে কাল কাটাইয়া যাইতে পার, এবং তোমার ছেলে পিলের জন্য ও কিছু রক্ষা করিতে পার।

তবে এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, যে ব্যক্তি মাসিক অতি কম বেতনে চাকুরি করে বা যাহার মাসিক আয় অতি অল্প, অর্থাৎ যাহার রোজগারের প্রত্যেকটী পয়সাই খাওয়া পরায় খরচ করিতে হয়, সে আবার মাসিক একটী করিয়া টাকা কি করিয়া পুঁজি করিবে? ভাই, এরূপ বালকের ন্যায় আপত্তি করিলে আমি নাচার। তোমার পাঁচটী টাকায় মাস গেল, আর সেই ৫ টাকা হইতে দুই গণ্ডা পয়সা খসাইয়া রাখিলে মাস গেল না, এ কথার উত্তর কে দিবে? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তোমাকে আয়ের চারিভাগের এক ভাগ রক্ষা করিতে হইবে। আচ্ছা চারি ভাগের এক ভাগ না পার দুই আনা রক্ষা কর, না হয় অন্তত এক আনাই রক্ষা কর। মূল কথা এই, কিছু রক্ষা করা চাই। বিপদ আপদ কার না আছে, সে দিকে কি একটু দৃষ্টি করিব না? তবে আজ-

একটু কষ্ট হইবে, তা হ'লইবা। তোমার মুর্খতার নিমিত্ত পরিণামে যে মহা কষ্ট হইবে, তাহার সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে এ কষ্টত কষ্টই নয়, বরং মহা সুখ বলিতে হইবে। তুমি যাও, এক জন অল্পব্যয়ী ব্যক্তির নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, ভাই তুমি এত অল্প আয়ে এত টাকা কি করিয়া সঞ্চয় করিলে? সে তোমাকে সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দিবে কি করিয়া টাকা সঞ্চয় করিতে হয়। কিন্তু সে যাহা বলিবে, তাহার মূলে একটী মাত্র বেদবাক্য রহিয়াছে। সে বেদবাক্যটী কি? সে বাক্যটী "একটু সুখ ত্যাগ"। তাই বলি "ওড়ম্বা" হইওনা একটু সুখ ত্যাগ করিতে শিখ, হাতে কিছু পয়সা করিতে পারিবে।

মুষ্টি-যোগ।

১। আগুন অথবা কোন উষ্ণ বস্তুর সংস্পর্শে কোন স্থান দগ্ধ হইলে তাহাতে নিম্ন লিখিত ঔষধ দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয় এবং ফোস্কা হইয়া পরে প্রায়ই ক্ষত হইতে দেখা যায় না।

তিশি বা নারিকেলতৈল তিন ভাগ
চুনের জল ... এক ভাগ

একটা পাথর বা মাটীর পাত্রে উত্তম রূপে উক্ত দুই পদার্থ মাড়িয়া তুলা দ্বারা দগ্ধ স্থানে লাগাইবে।

ইহার পরিবর্ত্তে পুরু ২ সাবানের ফেণা দিলে ও চলে।

২। আঙ্গুল-হারা, ওষ্ঠব্রণ, পৃষ্ঠাঘাত, উরুস্তম্ভ প্রভৃতি উৎকট ঘায়ের যাতনা নিবারণার্থে বুন-ওলের গায়ের বেঁজি বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ যাতনা নিবারণ হয়, এবং সঙ্গে ২ কয়লা গুঁড়া করিয়া খইলেয় সহিত গরম জল দ্বারা মিশাইয়া পুটিষ দিলে ঘায়ের দুর্গন্ধ নষ্ট করে।

৩। পুরাতন নালী ঘায়ে হাপর-মালী নামক লতার আঠা লাগাইলে তাহা সত্বরে আরোগ্য হয়। এমন কি অনেক সময়ে যাহা অস্ত্র-চিকিৎসা দ্বারায় ও নিবারিত হয় নাই এই

রূপ নালী, ঐ আঠা লাগাইয়া পরে চাপন দিয়া বন্ধন দেওয়ায় ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়াছে।

৪। এক রূপ ঘা আছে যাহা শরীরের কোন স্থান বিশেষ ব্যাপিয়া হয়, অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে উহা ব্যাপ্ত হইতে দেখা যায় না। ঐ ঘা প্রথমতঃ ফোস্কর আকারে প্রকাশ পায় পরে গলিয়া গিয়া ব্যাপ্ত ক্ষতাকার ধারণ করে; অতিশয় চুলকায়, টন্‌টন্‌ করে এবং ক্ষতের নিকটস্থ স্থান পর্য্যন্ত লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে এইরূপ ক্ষতে নিম্ন লিখিত ঔষধটী বড়ই উপকারী।

পুরাতন চামড়া বা হাড় পোড়াইয়া তাহার ছাই ... ৴১০ অর্দ্ধ ছটাক
মোম ... ৴০ এক ছটাক
নারিকেল তৈল ৶০ অর্দ্ধ পোয়া

একত্র মিশাইয়া ক্ষতের উপর পুরু ২ করিয়া লেপিয়া দিবে।

৫। নিম্ন লিখিত ঔষধটী অর্শাক্রান্ত রোগীর বড়ই উপকারী ইহাতে অর্শ-বলি ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়, রক্ত পড়া বন্ধ হয়, আর প্রতি দিন পরিষ্কার হইতে থাকে।

গোল মরিচের গুঁড়া ১ তোলা
পিপুলের গুঁড়া ১ ঐ
পুরাতন গুড় ৶০ পোয়া

একত্র মিশাইয়া সমান ২ যোগ করতঃ প্রতি দিন ১ভাগ তিন বারে সেবন করিতে হয়।

মনুষ্যত্ব।

দুঃখ ভোগে বিরাগ আর সুখাভিলাষে আগ্রহাতিশয় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যাহা স্বাভাবিক তাহা প্রাণী সাধারণের অব্যভিচারী। স্বভাবের স্রোত প্রয়োজন অনুসারে হ্রাস বৃদ্ধি অথবা পরিবর্ত্তন করিবার জন্যই বিবেক শক্তি। স্বভাবের অনুগামী হইয়া তাহার স্রোতে প্লবমান হইতে কোন উদ্যম বা যত্নের আবশ্যক করে না।

প্রাকৃতিকি বৃত্তির পর্য্যালোচনা করিয়া বৃত্তি বিশেষের সঙ্কোচ এবং বৃত্তি বিশেষের

বৈর্‌ত্য করিবার অধিকার সকলের নাই। যাহার আছে বা হইতে পারে তাহার জনক কে? সে বিষয়ে দৃষ্টি কর, অনুসন্ধান কর, যত্ন কর। কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিস্মৃত হইওনা। কর্ত্তব্য স্থির করিতে মন করিলেই চিন্তার প্রয়োজন। চিন্তা ব্যতিরেকে অনন্ত ভবিষ্যৎ কালের গর্ভনিহিত পদার্থ অনুমাত্র পরিলক্ষিত হয়না। চিন্তা শব্দের অর্থ, নীরব নিশ্চেষ্ট ভাবে উপবিষ্ট থাকা নয়। চিতি ধাতু হইতে চিন্তা শব্দের উৎপত্তি। চিতি ধাতুর অর্থ সংস্মরণ, কেবল স্মরণ নয়, সংস্মরণ, সম্যক্ প্রকারে হৃদয় ক্ষেত্রে সমালোচন। মানব কোন্ বিষয়ে সমালোচনা করিতে পারে? যাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অবগত হইয়াছে,যাহার অস্তিত্ব মনোমধ্যে স্থান পাইয়াছে, তদ্ভিন্ন যাহা জানিতে পায় নাই, যাহা তাহার জ্ঞানের বিষয় হয় নাই,তাহার চিন্তা অসম্ভব। প্রকৃত পক্ষে মন অতি ক্ষুদ্র পদার্থ, যারপরনাই চঞ্চল। কিন্তু তাহার ধারণা শক্তির বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায়, ক্ষুদ্র বস্তুর উপরে গুরুভার বিন্যস্ত করিলে সে ভার বহন করিতে পারে না। কিম্বা ভারাক্রান্ত হইয়া তাহার অস্তিত্বের লোপাপত্তি হয়। মন ভারাক্রান্ত হয় না, মনের বহন শক্তির ইয়ত্তা নাই, যত বহন করাইতে পার ততই বহন করিবে। যত পদার্থ তাহাতে বিন্যস্ত করিবে, তোমার দোষ না থাকিলে ততই সে ধারণ করিবে। তাহার অগম্য স্থান নাই, গতির ব্যাঘাত নাই, ধারণ করিতে না পারে এমন পদার্থ নাই। সম্প্রতি জন সাধারণের প্রতীতি আছে, বাষ্পীয় শকট যার পর নাই দ্রুত গতিতে গমনাগমন করে, সুতরাং তদারূঢ় ব্যক্তিগণ ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। মনের গতির সহিত তুলনা করিতে গেলে বাষ্পীয় শকটের গতি গতিই নয় বলিয়া বোধ হয়। মনকে যে স্থানে যত বেগে পরিচালনা করিতে ইচ্ছা কর তাহাই করিতে পারিবে। অনুক্ষণ সতর্কতার সহিত এই দৃষ্টি রাখিবে যে তুমি মনের অধীনস্থ দাস না হইয়া মন তোমার আয়ত্ত থাকে।

যদি মনের উপর তোমার প্রভুত্তা অব্যাহত থাকে, আর জ্ঞান লিপ্‌সা দিন ২ বলবতী হয় তবে কোন অভাব থাকিবে না। যিনি দ৷তা তিনি প্রয়োজনীয় পদার্থের অভাব রাখেন নাই, এবং সুলভ যত দূর হইতে পারে তাহার অনুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তোমার স্বত্ব যত দূর চালাইতে পার ততই স্বামিত্ব সংস্থাপন হইবে। এই একটী বিষয় নৈপুণ্যের সহিত সমালোচন কর কত আনন্দ অনুভব করিতে পারিবে। যে স্বত্ব স্বামিত্ব লইয়া সকলে ব্যস্ত, তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট, এবং অতিশয় সঙ্কুচিত, এত সঙ্কুচিত যে এক কালে দুটী ব্যক্তির অধিকার হইতে পারে না, বা অধিকার করিতে গেলে ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। প্রস্তাবিত সম্পদ আত্মসাৎ করিতে কোন প্রতি-

বন্ধক নাই, বিবাদ নাই। এককালে অনন্ত ব্যক্তির স্বত্ব সংস্থাপন করিতে তর্ক বা অভাব নাই। সকলেই আত্মসাৎকর, যত ইচ্ছা তত গ্রহণ কর, শেষ হইবেনা। গ্রহণ করিতে জানিলে সেও ন্যূন হইবে না। অধিক পরিমাণে ব্যবহারে অপচয় না হইয়া উপচয় হইবে। চৌর এবং দস্যুতে স্পর্শও করিতে পারে না। কেবল যাচক ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর অধিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। বহু সংখ্যক যাচককে আশাতিরিক্ত প্রদান করিলে মূল-ধনের ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইবে। যে রূপ শস্যের বীজ ক্ষেত্র অনুসারে সময় মত রোপণ করিলে, একটী বীজ অঙ্কুরিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করে, তাহাতে কৃষি ব্যবসায়ীর বীজ সঞ্চিত থাকিয়া উৎকর্ষতা লাভ করে, অথচ বৃদ্ধির দ্বারায় সকলকে পোষণ করে। যদি কৃষক সময়ে বীজ রোপণ না করে, তবে বৃদ্ধি দুরে৷ থাকুক বীজের উৎপাদিকাশক্তির অভাব হইয়া বীজ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ক্রমশঃ।

সংবাদ।

বাঙ্গালার সকল স্থানেই সুবৃষ্টি হইয়াছে,ফসলের অবস্থা ভাল। দিনাজপুর ও রঙ্গপুর জেলায় ভাদই ইত্যাদি ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে। আমন ধানের চাষ বেশ চলিতেছে, রোয়ার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। যে রূপ বৃষ্টি হইতেছে যদি আশ্বিন মাসের শেষ ও কার্ত্তিকের প্রথমে কিছু জল হয় তাহা হইলে এ বৎসর প্রচুর পরিমাণ ধান্য হইবার সম্ভব।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ডুমরাওনের মহারাজার সরবরাহকার মান্যবর বাবু জয় প্রকাশ লাল স্থানীয় কৃষি-কার্য্যের তত্ত্বাবধারক ডি, বি, এলেন্ সাহেবের উপদেশ মত নূতন প্রণালীতে চাষ আবাদ করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রজাদের অবস্থা যাহাতে উন্নত হয় তদ্বিষয় চেষ্টা করিতে জয় প্রকাশ বাবু একান্ত তৎপর। এইরূপ স্থির হইয়াছে, প্রথমতঃ ৩০ ত্রিশ বিঘা জমি উক্ত সরবরাহকার বাবু রাজসরকার হইতে দিবেন। ঐ জমি ঘিরিতে ও চাষ করিতে যে খরচ লাগিবে তাহাও তিনি দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। উল্লিখিত এলেন্ সাহেবের উপদেশ মত উহার আবাদ কার্য্য চলিবেক, এবং ঠিক তাঁহার অভিপ্রায় মত কার্য্য হইতেছে কি না তাহা দেখিবার ও দেখাইবার জন্য কানপুর হইতে কৃষি-বিষয়ে শিক্ষিত এক ব্যক্তিকে

মাসিক ২৫০৲ টাকা বেতন দিয়া আনা হইবে। এ কই রকমের আবাদ দুই কেতা জমিতে করা হইবে। এক কেতায় দেশী রকমের এবং আর এক কেতায় উৎকৃষ্ট রকমের লাঙ্গল, সার ইত্যাদি দ্বারা আবাদ করা হইবে, কিন্তু উভয় জমিতে একই রকমের বীজ ফেলা হইবে। এইরূপ চাষে পাশাপাশি এক রকমের দুই কেতা জমিতে ভিন্ন রকমের চাষ ও সার ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া কোন্ জমিতে কিরূপ ফসল হইল তাহা বেশ বুঝা যাইবে। যেটী ভাল হইবে প্রজারা আপনা হইতেই সেইরূপ চাষ আবাদ করিতে চেষ্টা পাইবে, এবং ইহা বলা বাহুল্য যে এইরূপ উপায়ে ক্রমেই প্রজাদের জ্ঞান বাড়িবে ও উন্নতি সাধিত হইবে। উক্ত সাহেব বলেন যে মাসিক ২৫০ টাকা ব্যয় স্বীকার করিয়া কোন জমিদার, সরবরাহকার বা তালুকদার যদি এইরূপ চাষ আবাদ করিতে ইচ্ছুক হয়েন তাহা হইলে তিনি সাধ্যমত সাহায্য করিতে প্রস্তুত; এবং অত্র জেলার মাজিষ্ট্রেট এইচ, এস্, বিডন সাহেব মহোদয়ের নিকটে কেহ একার্য্য সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলে তিনিও যথাবিধি সাহায্য করিবেন।

অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু নীলমণি পাল জলপাইগুড়ি জেলা-স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অফিসিয়েটিং নিযুক্ত হইলেন।

OPINIONS OF THE PRESS.

Dinagepore Masik Patrika for Joystha and Assar, edited by Baboo Brojesh Chundra Sinha Chowdhury, BA. BL. and published by Bishnu Charan Bhattacharya at the Dinajpore Sen—Jantra :— A new periodical, chiefly devoted to agricultural subjects and deserving of encouragement.

THE INDIAN ECHO.
July 27, *1885.*

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইলাম। উক্ত পত্রিকা দিনাজপুর সেন-যন্ত্রে বাবু ব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরি বি এ, বি এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং বিষ্ণু চরণ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা প্রকাশিত। এই পত্রিকা প্রধানতঃ কৃষি বিষয়ে বিনিয়োজিত। এই প্রকার পত্রিকার উৎসাহ বর্দ্ধন করা নিতান্তই কর্ত্তব্য।

ইণ্ডিয়ান একো।
১৮৮৫, ২৭ জুলাই।

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা শ্রীব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরি বিএ, বি এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত, দিনাজপুর সেন-যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য প্রতিখণ্ড ৵০ আনা, ১ ম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা। দিনাজপুর পত্রিকা, তাহার কলেবরের অধিকাংশই কৃষি-বিষয়ে বিনিয়োজিত করিয়াছেন ; আখ্ মাড়া কল, অর্দ্ধ-সঙ্কর এবং মনুষ্যত্ব বেশ পরিষ্কার প্রাঞ্জল লিখা হই াছে।

পূর্ব্ববঙ্গবাসী।
১৮৮৫, ৯ আগষ্ট।

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা।

১ম ভাগ। আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১২৯২। ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

পাঠকবর্গের প্রতি।

——§§——

দেখিতে ২ গত পূজার পর একটী বৎসর চলিয়া গেল, পুনরায় বঙ্গের উৎসবের দিন নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইল। এ সময় ছোট বড় প্রায় সকলেই "জননী জন্ম-ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী" বলিয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন। এই মহোৎ-সব উপলক্ষে বঙ্গে এমনি এক হুল-স্থুল ব্যাপার ঘটিয়া উঠে যে, কে কোন্ সময় কোন্ স্থানে থাকিবেন তাহা স্থির করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। আগামী কার্ত্তিক মাসের পত্রিকা প্রেরণ সময়ে অনেক গ্রাহক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকিতেও পারেন এবং তন্নিমিত্ত উক্ত পত্রিকা যথা সময়ে গ্রাহক মহোদয়গণের হস্তগত না ও হইতে পারে। বোধ হয় এই সমস্ত কারণেই অধিকাংশ পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকার কর্ত্তৃ-পক্ষগণ স্ব স্ব গ্রাহকগণের সমীপে ৩।৪ সপ্তাহের অবকাশ লইয়া থাকেন। আমরা হিন্দু মানুষ, মায়ের পাদপদ্মে চিত্ত একই

আকৃষ্ট হয় ও মন মাতিয়া উঠে যে অন্য কোন কার্য্যে যেন আর মন লাগে না, তাই আমরা একেবারে কিছু দিনের বিদায় না লইয়া উক্ত অসুবিধা সকল দূরীকরণ মানসে বর্ত্তমান আশ্বিন ও আগামী কার্ত্তিক মাসের পত্রিকা একত্রে বাহির করিলাম, ভরসা করি গ্রাহক মহোদয়গণ ক্ষুণ্ণ না হইয়া বরং আমাদিগের সহিত সায় দিবেন।

—:‡:—

গবাদি পশুর রোগ ও চিকিৎসা।

এই রোগকে বাঙ্গালা দেশে "এঁষে" ঘা বা "খুরপাকা" বলে। এই রোগটী এক প্রবার ছোঁয়াচি জ্বর। ইহার সঙ্গে২ মুখে এবং পায়ে ফুস্কুড়ী বাহির হয়, কোন২ পশুর কেবল মুখে হয়, কোন পশুর পায়ে হইয়া থাকে। গো, মেষ, ছাগ, শূকর ও মুরগীরও এই রোগ হইয়া থাকে। এমন কি, উক্ত রোগে আক্রান্ত গরুর দুগ্ধপান করাতে মনুষ্যেরও ঐ রোগ হইয়াছে। এক জন্তুর অনেক বার ও এই রোগ হইতে পারে।

অনেক স্থলে ছুঁইলে এই রোগ হইয়া থাকে, কিন্তু আপনি ও হইতে পারে। গবাদি থাকিবার স্থানটী ময়লা থাকাই এই রোগের প্রধান কারণ। অনেক স্থলে ইহার কারণ ঠিক করা কঠিন, কিন্তু গবাদিকে পরিষ্কার রাখিলে, ও অন্য গবাদির সঙ্গে বা পথের ধারে চরিতে না দিলে এই রোগ প্রায় হয় না। অতএব স্পর্শই ইহার সাধারণ কারণ বলিয়া বোধ হয়।

এই রোগের বীজ পশুর শরীরে ১দিন হইতে ৩। ৪ দিন পর্য্যন্ত

থাকে, কিন্তু প্রায়ই ৩৬ ঘণ্টা থাকিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। রোগের প্রথম লক্ষণ এই:—কম্প দিয়া জ্বর হয়; মুখ, শিং ও চারি পা গরম হইয়া উঠে; মুখে লাল পড়ে; পায়ে ও মুখে ফুস্কুড়ী বাহির হয়। গাভীর হইলে পালানে ও বাঁটে হইয়া থাকে; কখন কখন ফোস্কা নাকের ঝিল্লিতেও দেখা যায়। ১৮ কি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাটিয়া গিয়া লাল বর্ণ ঘা হয়; ঘা শীঘ্র ভাল হইয়া যায়, না হয় নালী হইয়া পড়ে। জিহ্বাতে, দাঁতের গোড়ায়, বা টাকরায়ও ফুস্কুড়ী হইয়া থাকে। পায়ে হইলে খুরের যোড়ের মধ্যে, ও খুরের সঙ্গে যে স্থানে চর্ম্মের যোগ থাকে সেই স্থানে হইয়া থাকে।

মুখের টাটানি ও জ্বর থাকাতে পশুটী খায় না, ও যে পায়ে ঘা থাকে সেই পা খোঁড়া হইয়া যায়। বলদ হইলে তাহাকে খাটাইলে ঐ লক্ষণ আরও কঠিন হইয়া উঠে। পা ফুলিয়া যায়, অনেক সময়ে খুর ও খসিয়া পড়ে।

বাছুর গাভীর দুগ্ধ চুষিয়া খাইলে তাহারও এই রোগ হইবে। দুধাল গাইয়ের এ রোগ হইলে দুহিবার সময় ফোস্কায় গোয়ালের হাত লাগাতে তাহা অধিক টাটাইয়া উঠে। আবার না দুহিলে পালান ফুলিয়া যায়, ও তাহার দাহ হয়। গোয়ালেরা রুগ্ন গরু দুহিলে যদি ভাল করিয়া হাত না ধোয় তবে সুস্থ গরুর পালান দুহিলেই তাহার ও ঐ রোগ হইতে পারে।

মেষের ঐ রোগ হইলেও উক্ত লক্ষণ সকল দেখা যায়, কিন্তু অন্য অঙ্গ অপেক্ষা পায়ে অধিক কষ্ট পায়, ও মেষটী কৃশ হইয়া যায়। শূকরের ঐ রোগ হইলে পায়ে অধিক বেদনা হয় ও খুর প্রায়ই খসিয়া পড়ে। তাহার চেঁচানিতে বেদনা আছে জানা যায়। অন্য পশু অপেক্ষা শূকরের ঐ রোগ আপনিই হইয়া থাকে। একই

সময়ে একি জন্তুর বসন্ত এবং এঁষে ঘা দুই হইতে পারে, কিন্তু প্রায়ই হয় না।

রুগ্ন জন্তুর উপযুক্ত রূপে যত্ন করিলে ৩। ৪ দিনে জ্বরের সকল লক্ষণ চলিয়া যায়, ও অধিক কৃশ না হইয়া দশ পনের দিনের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠে। কিন্তু উপযুক্ত মতে যত্ন না হইলে, ও বলদ গরুর সেই রোগ থাকিতে খাটাইলে জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, ক্ষুধা মান্দ্য হইয়া যায় এবং খুরের ও পায়ের মধ্যে নালী ঘা থাকিলে খুর খসিয়া পড়িতে পারে, পা অধিক ফুলিয়া উঠে ও ফোঁড়া হয়; দশ বার দিনের মধ্যে মরিয়া যায়।

ব্যবস্থা।—রুগ্ন জন্তুকে ঘরের মধ্যে রাখিয়া পরিষ্কার রাখা উচিত এবং ঘরের মেঝে বিশেষ রূপে পরিষ্কার রাখিতে হইবে ও ঘরের মধ্যে যেন অনায়াসে বাতাস খেলিতে পারে। প্রত্যহ দুই তিন বার গরম জল দিয়া খুর ধোয়াইয়া দিলে পর নিম্নলিখিত ঔষধের জল দিয়া ধুইয়া দিতে হইবে ঃ—

ফটকিরি ... ১।০ সওয়া তোলা
জল ... ৵৷৷০ আদ সের
গুলিয়া দিবে।

গরু ও মেষের পায়ে ঘা হইলে দিনে দুই বার তপ্ত জল দিয়া পা ধোয়াইয়া সকল ময়লা, বিশেষতঃ খুরের যোক্তের মাঝখানের ময়লা সাবধানে বাহির করিয়া সেঁক দিতে হইবে এবং নিম্নলিখিত মলমের পটি বাঁধিয়া দিতে হইবে ঃ—

কর্পূর .. একভাগ
তার্পিনতৈল .. সিকিভাগ
মষিনারতৈল ... চারিভাগ

মাংস বৃদ্ধি হইলে একটু তুতের গুড়া দিবে।

পালান, বাঁট প্রভৃতি যে যে স্থানে ঘা হয়, তাহা পরিষ্কার রাখা ও বারম্বার ঐ মলমের পটী দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত, তাহা হইলে ঘায়ে মাছি বসিয়া মাস্তে পাড়িতে পারিবে না। বাঁটে বা মুখে মাছি

বসিলে প্রত্যহ একবার কিম্বা দুই-বার কর্পূর মিশান ঐ তৈল দিয়া মুখ ধোয়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। অধিক জ্বর থাকিলে নিম্ন লিখিত দুইটী ঔষধের যে কোনটী দিনে দুইবার দিতে হইবে:—

[১]

কর্পূর	...	৸৹ বার আনা
সোরা	...	১ এক তোলা
শরাব	...	৴১০ আদছটাক

শরাবে কর্পূর গুলিয়া পরে তাহাতে সোরা দিয়া একসের ঠাণ্ডা জল দিয়া খাওয়াইতে হইবে।

[২]

সোরা	...	১।৹ সওয়া তোলা
লবণ	...	২৷৷৹ আড়াই ঐ
চিরতার গুঁড়া		২৷৷৹ আড়াই তোলা
গুড়	...	৴১০ দেড় ছটাক

আদ সের জল দিয়া খাওয়াইতে হইবে।

পথ্য। দুর্ব্বাঘাস কিম্বা মটরের কোমল গাছ প্রভৃতি নরম নরম টাটকা দ্রব্যই পথ্য।

এদেশীয় লোকেরা রুগ্ন জন্তুর পায়ের গোচ পর্য্যন্ত কাদায় ডুবিয়া থাকিবার নিমিত্ত বান্ধিয়া রাখিবার যে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন তাহা মাছি পাড়া নিবারণের পক্ষে উত্তম কিন্তু কখনও ২ লোমের ও খুরের মাঝখানে বালি ও কাদা আটকিয়া খুর খসিয়া পড়িতে পারে।

ক্রমশঃ।

———o0o———

প্রাচীন আর্য্য পরিচ্ছদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(কৌশেয় বস্ত্র) (silk) কোশ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। বৈদিক সময়ে ইহার প্রচলন থাকিলে অবশ্যই তৎসম্বন্ধে কোন না কোন বর্ণনা আমাদের দৃষ্টিপথারূঢ় হইত। কিন্তু তদ্রূপ বর্ণনা লক্ষিত হয় না। কিন্তু পাণিনি,পশম, কার্পাস, বয়ন,বস্ত্র, উষ্ণীষ,সীবন

ইত্যাদি তৎকালীন সাধারণ প্রচলিত বহু শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। এবং কোশ সম্বন্ধে একটী বিশেষ সূত্রও লিখিয়াছেন। (কোশ সম্ভূতং কৌশেয় বস্ত্রং) রামায়ণের সময়ে কোশজাত, পশু-লোমজাত, কার্পাস-জাত, বহুবিধ কারু-কার্য্যযুক্ত বস্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল। বাল্মীকি সীতার বিবাহ-কালীন যৌতুকান্তর্গত মনোরম সামগ্রী-সকলের উল্লেখ করিয়াছেন:—পশমী বস্ত্র, ঊর্ণা, বহুমূল্য প্রস্তর, সুন্দর কৌশেয়বস্ত্র, বিবিধবর্ণে সুরঞ্জিত নানাবিধ পরিচ্ছদ,রাজো-পযোগী অলঙ্কার, নানাবিধ সুসজ্জিত শকট, রাম এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ যখন নবোঢ়া পত্নী-গণ সমভিব্যাহারে মিথিলা হইতে অযোধ্যা-নগরীতে আগমন করিলেন তখন কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী অন্যান্য অন্তঃপুর বাসিনী রমণীগণপরিবৃতা হইয়া নববধূগণ সম্ভাষণে আগমন করিলেন, এবং বিচিত্র কারু-কার্য্য-খচিত কৌশেয়বাসপরিহিতা সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা সীতা, এবং কুশধ্বজের কন্যাদ্বয়কে আলিঙ্গন করিলেন এবং বিশ্রব্ধ কথোপ-কথনে নিযুক্তা হইয়া মঙ্গলকামনায় দেব-মন্দিরোদ্দেশে গমন করিলেন।

(কারু-কার্য্যযুক্ত বস্ত্র) প্রাচীন ভাস্করীয় কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া, আমা-দের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের কোনরূপ সুবোধজনক তত্ত্ব নিরূপণ করিবার উপায় নাই, কারণ বর্ণিত বস্ত্র সকলের গুণ,উপকরণ, প্রস্তরের উপর কোন প্রকারেই সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইতে পারে না, তাহাতে আবার প্রাচীন ভাস্করেরা এতদভিপ্রায়ে সাধারণতঃ যেরূপ অমসৃণ প্রস্তর ব্যবহার করিত তাহাতে যে পরিমাণে কার্য্য সিদ্ধি হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক এবম্বিধ কার্য্যে তাঁহারা কখনই নিরস্ত ছিলেন না। ভুবনেশ্বর মন্দিরের সর্ব্বপ্রধান প্রতি-মূর্ত্তিদ্বয় অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং বহুকাল হইতে রৌদ্র বৃষ্টি হইতে সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। উক্ত মূর্ত্তিদ্বয়ে, ভাস্কর, তৎকালীন সর্ব্বজন প্রশং-সিত, কারু-কার্য্যযুক্ত বস্ত্র খোদিত করিয়াছেন তৎপ্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই দর্শক জানিতে পারিবেন, যে অধুনা বানারস-তন্তুসম্ভূত সুরম্য বস্ত্রাপেক্ষা তাহা কোন অংশেই ন্যূন নহে। বৈতাস-দেবী-মন্দিরে, নৃত্যশীলা কতকগুলি বালিকামূর্ত্তি আছে তৎপরিহিত বস্ত্র সকল বিভিন্ন প্রকার কারু কৌশলের আদর্শ।

(বস্ত্র পরিধান রীতি) প্রাচীন হিন্দুগণ কিরূপ নিয়মে বস্ত্র পরিধান করিতেন, বেদে তাহার কোন উল্লেখ নাই। বোধ হয় এই-ক্ষণে যে রূপ ধুতী পরিধানের রীতি প্রচলিত আছে প্রাচীনেরা এই রীতিরই পক্ষপাতী ছিলেন। কর্ণেল মিডোস টেলার বলেন, শুইতে বসিতে বেড়াইতে ইহা অপেক্ষা সহজ রীতি আবিষ্কৃত হইতে পারে না। সে

যাহা হউক এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে রাজা, রাজ-পুত্র, সেনা-নায়ক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও কি সাধারণপ্রচলিত পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট থাকিতেন। যে দেশে জাতিভেদের জন্ম সে দেশের ভদ্র সম্মানী ব্যক্তিরা যে শূদ্রের পরিচ্ছদে অপমান বোধ করিতেন না ইহা কখনই হইতে পারে না। প্রাচীন হিন্দুগণ যে পদগৌরব অনুসারে বিভিন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতায় সূচীও সীবন কথার উল্লেখ থাকায় ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে তৎকালে কাঁচি, সূচী নির্ম্মিত পরিচ্ছদ অজ্ঞাত ছিল না।

——oOo——

সাঙ্খ্য দর্শনের স্থূল মর্ম্ম

সংস্কৃত ভাষায় দর্শন শাস্ত্রের অভাব নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতে অন্যান্য দেশীয় লোকেরা দার্শনিক জ্ঞান-লিপ্সায় ভারতবর্ষে আগমন করিতেন, এ সম্বন্ধে তত্তদ্দেশীয় লোকের গ্রন্থ হইতেই ভূরি২ প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। প্রাচীন গ্রীক জাতীয় লোকেরা যে এইরূপে ভারতবর্ষ হইতে দার্শনিক জ্ঞান লাভ করিতেন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং প্রাচীন গ্রীক দর্শন-শাস্ত্র গুলি যে ভারতবর্ষীয় দর্শন-শাস্ত্রের ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ম্মিত ইহাও সম্ভব-পর বটে। ভারতবর্ষে যে কোন্ সময়ে প্রথম দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হয় তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না। বেদের সংহিতাভাগে দর্শন-শাস্ত্রের বীজ-স্বরূপ বাক্যাবলি স্থানে২ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই বীজ-সমূহ যে অল্প সময়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই; বরং বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রচুর প্রচলন সময়ে ধর্ম্ম-বিষয়ক তর্কের মীমাংসা যুক্তি পূর্ব্বক না হইয়া যে শ্রুতির সাহায্য দ্বারাই হইত, বেদের ব্রাহ্মণাংশের দ্বারা তাহাই অনুমান করা যাইতে পারে। ফলতঃ এখন যত দূর জানা যায় তাহাতে ইহাই বোধ হয় যে, বৌদ্ধেরাই প্রথমতঃ বৈদিক ক্রিয়া কলাপ অগ্রাহ্য করিয়া যুক্তির উপরে ধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপন করেন; এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহাদের যুক্তি-জাল খণ্ডন করিবার জন্যই বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ দর্শন-শাস্ত্রের প্রণয়ন চেষ্টা করেন। এইরূপ যুক্তি অব-

লম্বন করিলে খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ চারিপাঁচ শতাব্দি পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষে দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হয় এরূপ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য। যাহা হউক, এ প্রবন্ধে এরূপ প্রত্নতত্বের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, পাঠকবর্গকে সাংখ্য-দর্শনের স্থূল২ বিষয় গুলি অবগত করিবার অভিপ্রায়েই এ প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে, সাধারণতঃ সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে গুটিকতক কথা দ্বারা এ প্রস্তাবের সূচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সংস্কৃত ভাষায় যে ছয়টী দর্শন আছে ইহা সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ। বেদব্যাস-প্রণীত বেদান্ত-দর্শন, জৈমিনী-প্রণীত মীমাংসা-দর্শন, গৌতম প্রণীত ন্যায়-দর্শন, কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক-দর্শন, কপিল-প্রণীত সাংখ্য-দর্শন, এবং পতঞ্জলি-প্রণীত যোগ-দর্শন লইয়া ষড়দর্শনের গণনা। এই ছয় দর্শনের মধ্যে যথা ক্রমে দুই দুইটী দর্শনের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশীয় পণ্ডিতগণ তিন প্রকার বিভিন্ন দর্শন গণনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে প্রথমোক্ত দুই দর্শনই প্রকৃত বিষয়ে এক, সুতরাং অভিন্ন, তাঁহারা এই উভয় দর্শনকেই মীমাংসা দর্শন বলেন। এইরূপে ছয়টী দর্শন তিনটী মাত্র বিভিন্ন দর্শনে পরিণত হয়। এই ছয়টী দর্শন ব্যতীত যে সংস্কৃত ভাষায় আর দর্শন নাই এরূপ নহে, মাধব কৃত সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ গ্রন্থে বৌদ্ধ-দর্শন, পাশুপত-দর্শন প্রভৃতি অনেক গুলি দর্শনের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত দর্শনের মধ্যে উপরি-উক্ত ছয়টী দর্শন অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করাতেই লোকে ষড়্‌দর্শন ব্যতীত আর বড় কিছু জানে না। প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃত ভাষায় দর্শনের সংখ্যা ছয়টী অপেক্ষা অধিক।

এক্ষণে আমরা এই ছয়টী দর্শনের মধ্যে সাংখ্য-দর্শন ব্যতীত আর পাঁচটী দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে কিছু ২ অবগত করাইবার চেষ্টা পাইব। চতুর্ব্বেদের বিভাগ-কর্ত্তা ব্যাস ঋষি বেদান্ত দর্শনের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদান্ত দর্শন বেদের অন্ত্যভাগ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের আভাস লইয়া রচিত এবং জ্ঞানকাণ্ডাংশ সমর্থন করে বলিয়া বেদান্ত নামে অভিহিত হয়। বেদান্ত-দর্শনের মতে এক ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থ নাই, এই একমাত্র পদার্থ চৈতন্যময়, আর ২ অন্যান্য যত পদার্থ আমরা দেখিতে পাই সে সকলের লৌকিক বা ব্যবহারিক সত্তা থাকিলেও প্রকৃত বা বাস্তবিক অস্তিত্ব কিছু নাই। এই জন্যই ছান্দোগ্য উপনিসদে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বাক্যের উল্লেখ দেখা যায়। "ঈশ্বর ব্রহ্ম ভিন্ন অধিক নন" এ বাক্যের অর্থ এরূপ নয়, ইহার অর্থ এই যে পদার্থের সংখ্যা একের অধিক নয়, কেবল একই মাত্র পদার্থ আছে। এই

পদার্থ বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে, শ্রীমদ্ভাগবতে সংগৃহীত ভাবে এই নাম সমূহের উল্লেখ আছে। জৈমিনী-ঋষির দর্শন মীমাংসা-দর্শন বলিয়া পরিচিত। বৈদিক ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে বিধি-ঘটিত সন্দেহের নিরাকরণ করে বলিয়া এই দর্শনের নাম মীমাংসা-দর্শন। বেদের অন্ত্যভাগ লইয়া যেমন বেদান্ত-দর্শন, বেদের পূর্ব্ব ভাগলইয়া সেইরূপ মীমাংসা-দর্শন। উভয় দর্শনেই বৈদিক ধর্ম্মের মীমাংসা হয় বলিয়া উভয় দর্শনকেই মীমাংসা-দর্শন নামও দেওয়া হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে জৈমিনী কৃত দর্শনের নাম পূর্ব্বমীমাংসা (এবং বেদান্ত-দর্শনের নাম উত্তরমীমাংসা। উত্তর মীমাংসার প্রধান গ্রন্থকে ব্রহ্মসূত্র বলে। যোগী-শ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য এই দর্শনের ভাষ্যকার, এবং তাঁহার ভাষ্যের নাম শারীরক ভাষ্য। এতদ্ব্যতীত সমস্ত উপনিষদ্‌গুলি বেদান্ত মতের গ্রন্থ। পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের প্রধান গ্রন্থের নাম মীমাংসা-সূত্র ; সবর স্বামীর ভাষ্যই এই দর্শন অধ্যয়নের প্রধান সহায়।

ন্যায়-দর্শন এবং বৈশেষিক-দর্শন যদিও অনেক বিষয়ে সদৃশ, তথাপি পদার্থ সংখ্যা উভয় মতে এক নয়। বৈশেষিক মতে ছয়টী পদার্থ, এবং ন্যায় মতে ষোলটী পদার্থ। পঞ্চাবয়ব ন্যায় দ্বারা তর্কের সিদ্ধান্ত করণোপায় প্রদর্শন করে বলিয়া ইহার নাম ন্যায়-দর্শন। বৈশেষিক-দর্শন " বিশেষ " নামে একটী পদার্থ স্বীকার করে, এই জন্য বৈশেষিক নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ন্যায়-দর্শনের প্রণেতা গৌতম ঋষি, এবং বাৎস্যায়নাচার্য্য এই দর্শনের ভাষ্য-কার। বৈশেষিক-দর্শনের প্রণেতার যে নাম কি তাহার অবধারণ করা যায় না। পরমাণু সম্বন্ধে বৈশেষিক-দর্শন একরূপ অভিনব মত প্রকাশ করায় বৈশেষিক-দর্শন প্রণেতার যে সমস্ত উপাধি আমরা প্রাপ্ত হই, তৎসমুদায়েই এক প্রকারে না এক প্রকারে অণু বা তৎসমার্থক শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। বৈশেষিক কর্ত্তা কণাদ নামেই প্রধানতঃ পরিচিত ; কিন্তু এটী নাম বলিয়া বোধ হয় না, উপাধি মাত্র, এবং এই উপাধিটী বিপক্ষ-দত্ত, কারণ ইহার অর্থটি বিদ্রূপাত্মক। কণা শব্দের উত্তর ভ কণার্থক অদ্ ধাতুতে কর্তৃ-বাচ্যে ড প্রত্যয় করিয়া এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে ; ইহার অর্থ কণ-ভক্ষক। বৈশেষিক-কর্ত্তার আর একটী উপাধি কণ-ভুক্। এ শব্দটীর অর্থও ঠিক ঐরূপ। কণা লইয়া বৈশেষিক কর্ত্তা নিজ দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই বিপক্ষেরা তাঁহাকে বিদ্রূপভাবে কণখাদক উপাধি দিয়াছিলেন ইহা দ্বারা এই রূপই অনুমান হয়।

পাতঞ্জল-দর্শন অনেক বিষয়ে সাঙ্খ্য-দর্শনের অনুরূপ, তবে যোগ দ্বারা ঈশ্বর-জ্ঞান-লাভ হইলেই মুক্তি হইল এই মতটী সাঙ্খ্য দর্শনের সহিত ইহার পার্থক্য সম্পা-

দন করে। পতঞ্জলি ঋষি এই দর্শনের প্রণেতা, প্রসিদ্ধি অনুসারে বেদব্যাস এই দর্শনের ভাষ্য-কার। বাচস্পতি মিশ্র এবং ভোজদেব ইঁহারা উভয়েই এই যোগ-ভাষ্যের টীকাকার। সাঙ্খ্য-দর্শন সম্বন্ধে এখানে আমরা কিছুই বলিতে ইচ্ছা করিনা, পাঠকবর্গ এ সম্বন্ধে যাহাতে সবিশেষ অবগত হইতে পারেন তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য। এ পর্য্যন্ত আমরা যে পাঁচটী দর্শনের বিষয় বলিলাম সে সমুদায়ই ঈশ্বর-পদার্থ স্বীকার করে, কেবল সাংখ্যকার ঈশ্বর মানেন না। এ সম্বন্ধে সবিশেষ আমরা পরে বলিব, সম্প্রতি এই সর্ব্ববিধ দর্শনেরই প্রধানতঃ যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য আছে তৎসমুদায় সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ জানাইবার আবশ্যক বোধ হইতেছে; অতএব আমরা এই বিষয়ের আলোচনা দ্বারাই এই প্রবন্ধের সূচনাংশের সমাধান করিতে ইচ্ছা করি।

—০০০—

ষড় দর্শনের ঐকমত্য।

১। বেদের প্রামাণ্য স্বীকার।

এই ছয়টী দর্শনই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে গেলে পূর্ব্ব মীমাংসা ব্যতীত ষড়-দর্শনের মধ্যে আর কোন দর্শনই বেদের উপরে নির্ভর করে না। ন্যায়-দর্শনের মতে ষোড়শ পদার্থের জ্ঞানই মোক্ষের সাধন, অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন পঞ্চদশ পদার্থের জ্ঞান দ্বারা আত্ম-জ্ঞান-লাভ হইলেই মোক্ষ হইল। এইরূপ বৈশেষিক-দর্শনেও ষট পদার্থের জ্ঞান-দ্বারা আত্ম-জ্ঞানই মোক্ষের সাধন। সাঙ্খ্যাচার্য্য মতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ-জ্ঞানই মুক্তির উপায়। বেদান্ত-দর্শন পণ্ডিতদিগের মতে বেদ সমর্থক, কিন্তু বেদান্ত মতেও বেদ-বিহিত ক্রিয়াকলাপ দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, সুতরাং বেদের মন্ত্র বিভাগ যে মুক্তিলাভ পক্ষে অকিঞ্চিৎকর তাহা বেদান্তকার স্পষ্ট রূপে না বলিলেও প্রকারান্তরে বলিয়াছেন। তবে বেদ অর্থাৎ শ্রুতি শব্দটী সংহিতা ও উপনিষদ্ এই উভয়কেই বুঝায়, সংহিতা ভাগে ক্রিয়া-কাণ্ডের মন্ত্র, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবগণের স্তোত্র, এবং উপনিষদ্ বিভাগে, দার্শনিক আত্ম-জ্ঞানের উপদেশ আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বেদান্ত-

দর্শন এবং উপনিষদ্ গুলির মত এক, সুতরাং বেদান্ত-দর্শনের বেদ সমর্থন পক্ষে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে বেদান্ত-দর্শন বেদের উপনিষদ্ ভাগ অর্থাৎ জ্ঞান-কাণ্ডের মতের সমর্থন করে; উভয় মতেই ব্রহ্ম ও আত্মাকে অভেদ-জ্ঞানই মুক্তি। ইহা ভিন্ন বেদান্ত-দর্শন যে আর কিরূপে বেদের সমর্থন করে তাহা আমাদের অবোধ্য। বেদান্ত ও মীমাংসা-দর্শন বেদের কোন অংশেরই বিরোধী নয় বলিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করেন, কিন্তু বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড দ্বারা মোক্ষ-লাভ হইতে পারে না বলাতেই বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডাংশের সহিত বেদান্ত-দর্শনের স্পষ্টতঃই বিরোধ আমরা দেখিতে পাই। কথিত আছে:—

"অক্ষপাদ-প্রণীতে চ কাণাদে সাংখ্যযোগয়োঃ।
ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধোঽংশঃ শ্রুত্যেকশরণৈ র্নৃভিঃ॥
জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশো ন কশ্চন।
শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতি-পারং গতৌ হি তৌ॥"

এই দুইটী শ্লোক দ্বারা আমরা অনেক উপকার পাইব বলিয়া আমরা এই শ্লোকদ্বয় এ স্থানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম, শ্লোক দুইটীর অর্থ এই যে:—

"অক্ষপাদ অর্থাৎ গৌতম প্রণীত ন্যায়-দর্শনে, কণাদ প্রণীত বৈশেষিক-দর্শনে এবং সাংখ্য ও যোগ-দর্শনে শ্রুতিপর অর্থাৎ বেদাশ্রয়ী মানবদিগের কর্ত্তৃক বেদবিরুদ্ধ অংশ গুলি পরিত্যক্তব্য। জৈমিনীয় অর্থাৎ মীমাংসা-দর্শনে এবং বৈয়াস অর্থাৎ ব্যাসকৃত বেদান্ত-দর্শনে শ্রুতি বিরুদ্ধ কোন অংশ নাই, জৈমিনী এবং ব্যাস ইঁহারা দুই জনে শ্রুতি-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন।"

এই শ্লোকের দ্বারাই জানা যাইতেছে যে বেদান্ত ও মীমাংসা ব্যতীত ষড়্দর্শনের আর কয়টী দর্শনেই শ্রুতি বিরুদ্ধ অংশ আছে। আমাদের বিশ্বাস যে সাংখ্য-দর্শনেই এইরূপ শ্রুতি বিরুদ্ধ অংশ অধিক, প্রকৃত ও সাংখ্যতুল্য নিরীশ্বর-দর্শনে এইরূপই হওয়া সম্ভব। সাংখ্যকার ঈশ্বরের সত্তা অপ্রামাণ্য বলাতেই বেদের মস্তকে নির্ঘাত কুঠার প্রহার করা হইয়াছে। উদ্ধৃত শ্লোক দুইটীতে উক্ত আছে যে দুইটী মীমাংসা-দর্শন ব্যতীত অন্যান্য দর্শনের শ্রুতি বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যক্তব্য, ইহা দ্বারাই অনুমান করা যাইতে পারে যে এই সমস্ত দর্শনে শ্রুতির

অনুকূল অংশও আছে; দর্শন গুলির পর্য্যা-লোচনা করিলেই জানিতে পারা যায় যে এই অনুমানটী সত্য। অন্যান্য আস্তিক দর্শনের কথা দূরে থাকুক আমাদের আলোচ্য নাস্তিক সাঙ্খ্য-দর্শনেও শ্রুতির অবিরোধী অংশ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। এই জন্যই আমরা প্রথমে বলিয়াছি যে বেদের প্রামাণ্য প্রদর্শন করা সর্ব্বপ্রকার দর্শনেরই একটী প্রধান কার্য্য। মীমাংসা-দর্শন বাক্যের নিত্যতা স্বীকার এবং সপ্রমাণ করিয়া তাহা হইতে বেদের নিত্যতা স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ অনুমান করেন। অন্য দর্শনের কথা যাহা হউক সাঙ্খ্য-দর্শনের বেদের অবিরোধী অংশ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার এক ভাগে সাংখ্যকার শ্রুতিকে প্রমাণ স্বরূপ অবলম্বন করিয়া কোথাও বা স্বমতের স্থাপন এবং কোথাও বা প্রতিপক্ষের মত নিরাকৃত করিয়াছেন; অন্য ভাগে কেবল শ্রুতিকেই মুখ্য রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই শেষোক্ত অংশ পূর্ব্বোক্ত অংশ অপেক্ষা অনেক কম। এক্ষণে আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী সূত্রের উল্লেখ করিব।

"নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যং।" (৫ম অঃ, ৫১সূত্র।)

ভাষ্যকার এই সূত্রের অর্থ লিখিয়াছেন,— "বেদানাং নিজা স্বাভাবিকী যা যথার্থ-জ্ঞান-জনন-শক্তিস্তস্যা মন্ত্রায়ুর্বেদাদাবভিব্যক্তি রূপ লম্ভাদখিলবেদানামেব স্বত এব প্রামাণ্যং সিদ্ধ্যতি নবক্তৃ-যথার্থ-জ্ঞান-মূলকত্বাদিনে-ত্যর্থঃ।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে বেদ বক্তার যথার্থ জ্ঞান থাকাতে যে তৎ-কথিত বেদ-বাক্যের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় তাহা নয়, বেদের যে স্বাভাবিক জ্ঞানোৎপাদিকা শক্তি আছে তদ্দ্বারাই বেদের প্রামাণ্য, অত-এব বেদের প্রামাণ্য আপনা আপনিই হইয়া থাকে। এই মত দৃঢ় করিবার জন্য ভাষ্য-কার আরও বলিয়াছেন যে মন্ত্র এবং আয়ু-র্ব্বেদাদিতে এই শক্তির প্রকাশ (অভিব্যক্তিঃ) থাকা স্বীকার করায় (উপলম্ভাৎ) সমগ্র বেদের স্বতঃ অর্থাৎ আপনা হইতেই প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে। যাহা হউক, ভাষ্যকার যাহাই বলুন, এবং আমরা মন্ত্রের অথবা আয়ুর্ব্বেদের ফলোপধায়িতা এবং এই দুই এর সহিত বেদের সংস্রব স্বীকার করি বা না করি, সাঙ্খ্যাচার্য্য যে এই সূত্র দ্বারা বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন সে বিষয়ে আর আমাদের কিছু সংশয় নাই। সাঙ্খ্যকার আর এক স্থলে বলিয়াছেন,— "ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ।" (৫ম অ, ৪৬ সূত্র।) ইহার তাৎপর্য্য এই যে বেদ পৌরুষেয় নয় কারণ বেদকর্ত্তা পুরুষ নাই। ইহার সরল অর্থ এই যে ঈশ্বর নাই,

বেদ কে করিবে? পৌরুষেয় শব্দের এক অর্থ পুরুষ-কৃত, আর এক অর্থ সাঙ্খ্যকার নিজে বলিয়াছেন। প্রথম অর্থে সূত্রটীর দ্বারা বেদের যে কি আনুকূল্য হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না, তবে সাঙ্খ্যকার নিজে স্থানান্তরে যে অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার দ্বারা বেদের কিছু আনুকূল্য হয় বটে। আমাদের বিবেচনায় সাঙ্খ্যকারের নিজ-কৃত অর্থ এ সূত্রে খাটে না। এক্ষণে আমরা সাঙ্খ্যকারের নিজ-কৃত অর্থের উল্লেখ করিব; সাঙ্খ্য-দর্শনের পঞ্চমাধ্যায়ের পঞ্চাশত্তম সূত্রে সাঙ্খ্যকার বলিয়াছেন,—"যস্মিন্নদৃষ্টেঽপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে তৎ-পৌরুষেয়ম্।" যে বস্তু দেখা গিয়াছে তাহাতে সহজেই বুদ্ধি প্রবিষ্ট হইতে পারে, যাহা দেখা যায় নাই এমন অদৃষ্ট বস্তুও অনেক থাকিতে পারে, যাহার বিষয় বিশেষ-রূপে আলোচনা করিলে তন্মধ্যে বুদ্ধি প্রবিষ্ট হইতে পারে, সূত্রে বলিতেছে যে এইরূপ বিষয় গুলিকে পৌরুষেয় বলে। কিন্তু সকল প্রকার অদৃষ্ট বস্তুতেই বুদ্ধি প্রবেশ হইতে পারেনা, মনঃ, ইন্দ্রিয়, আত্মা, সৃষ্টি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয় গুলি এই শ্রেণীর, এবং ইহাদিগকেই অপৌরুষেয় বলে। এই সূত্রকথিত পৌরুষেয় শব্দের অর্থ লইয়া পূর্ব্ব সূত্রের অর্থ করিতে গেলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে বেদে আত্মা, সৃষ্টি প্রভৃতি অপৌরুষেয় বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় আছে বলিয়া বেদ অপৌরুষেয়। এরূপ অর্থ করা গেল বটে, কিন্তু এটী দেখিতে হইবে যে সাংখ্যকার কেবল পৌরুষেয় শব্দেরই অর্থ করিয়াছেন, অপৌরুষেয় যে কাহাকে বলে, তিনি তাহা কোন স্থানেই বলেন নাই, যদি এইরূপ অর্থ তাঁহার অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে তিনি পৌরুষেয় শব্দের মত অপৌরুষেয় শব্দেরও অর্থ নিজে অনায়াসে বলিয়া দিতে পারিতেন। পঞ্চমাধ্যায়ের পঞ্চাশত্তম সূত্রের পরে তিনি বলিলেই পারিতেন যে,—"তদ্বিপরীতমপৌরুষেয়ম্।" অর্থাৎ ইহার বিপরীতকে অপৌরুষেয় বলে। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করি যে প্রথমোক্ত সূত্রে অপৌরুষেয় শব্দের অর্থ এরূপ নয়, সেখানে অপৌরুষেয় শব্দের অর্থ পুরুষ-কৃত নয়। এরূপ সূত্রার্থ করিলে সূত্রটী দ্বারা বেদের যে কি আনুকূল্য হয় তাহা আমরা বুঝি না। পণ্ডিতদিগের মতে সাংখ্য-দর্শনের আরও একটী সূত্র বেদের প্রামাণ্য নির্দ্ধারণ করে, আমাদের মত এরূপ নয়, আমরা স্থানান্তরে এই সূত্রটীর উল্লেখ করিব ইচ্ছা রহিল। ষড়্দর্শন এইরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার এবং সপ্রমাণ করা ব্যতীত প্রকারান্তরেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে। এই প্রকারান্তর প্রামণ্যস্বীকার এই যে শ্রুতিকে প্রমাণস্বরূপ গণ্য করিয়া সকল দর্শনই নিজমতের সমর্থন বা পরমতের খণ্ডন করিয়াছেন। অন্য দর্শনের সূত্রে

উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই; আমাদের নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনেই ইহার ভূরি ২ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এবং ইহার দ্বারাই অনুমান করা যাইতে পারে যে আস্তিক, ঈশ্বরবাদী দর্শনসমূহে এরূপ সূত্রের অসদ্ভাব না থাকাই সম্ভবপর। মোক্ষের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব প্রমাণ করা সাংখ্যকারের আবশ্যক হইল আর অমনি বলিয়া ফেলিলেন,---" উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষ শ্রুতেঃ।" অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বস্তু হইতে মোক্ষের সর্ব্বোৎকর্ষ শ্রুতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। সাংখ্যকার বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই মুক্তিলাভ হইতে পারে ইহা বলিয়াই অমনি এই মতটীর সমর্থন জন্য শ্রুতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন (৫ম অঃ, ৮০ সূত্র।) আর অধিক সূত্র এখানে উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই, যদি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ এইরূপ সূত্রগুলি পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি সাংখ্য-প্রবচনের ১মঅধ্যায়ের৫,৩৬,১৪৩,১৫৪,তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪, ১৫, ৮০, ৫ম অধ্যায়ের ১২, ২১, ৩১, ৫১ এবং ষষ্ঠাধ্যায়ের ১০ ও ৫৮ সংখ্যক সূত্রগুলি পাঠ করিবেন। বেদের অনুকূল এইরূপ সূত্র থাকা সত্বেও বেদের প্রতিকূল সূত্র সকল দর্শনেই আছে। সাংখ্য, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন বেদের নিত্যত্ব অস্বীকার করে। বেদবিহিত ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা যে মোক্ষ হয় না তাহা এ সকল দর্শনেই বলে। সাংখ্যকার এক স্থানে স্পষ্টই বলিয়াছেন " ন যজ্ঞাদেঃ স্বরূপতো ধর্ম্মত্বং।" অর্থাৎ যজ্ঞাদি প্রকৃত ধর্ম্ম নয়। আর এক স্থানে বলিয়াছেন " ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ।" এই শেষোক্ত সূত্রটী বেদের অত্যন্ত প্রতিকূল, ইহা দ্বারা সাংখ্যকার শ্রুতি দ্বারাই শ্রুতিকে অপ্রমান করিয়াছেন। সূত্রটীর অর্থ এই যে বেদ যে একটী কার্য্য ইহা শ্রুতিতেই পাওয়া যায়, অতএব অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় বেদের নিত্যতা হইতে পারে না। সাংখ্যকার এই শ্রুতির অর্থ প্রকৃত বুঝিতে পারিয়া থাকুন আর নাই থাকুন, শ্রুতির বিরুদ্ধে এইরূপ ঘোর তর্ক উপস্থিত করাতেই বিশিষ্ট রূপে জানা যাই-তেছে যে সাংখ্যকার অণুমাত্রও শ্রুতির মিত্র ছিলেন না, তিনি শ্রুতির ভয়ানক শত্রু, এ বিষয়ে তিনি চার্ব্বাক অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহেন, তবে চার্ব্বাক শ্রুতির প্রকাশ্য শত্রু আর কপিলাচার্য্য শ্রুতির প্রচ্ছন্ন শত্রু। এইরূপ সকল দর্শনকারই প্রচ্ছন্ন ভাবে শ্রুতির শত্রুতা করিয়া গিয়াছেন; এইজন্যই পদ্ম পুরাণে সকল দর্শনেরই নিন্দা করা হইয়াছে। আমাদের দার্শনিকদিগের শ্রুতি মিত্রতা কেবল প্রচ্ছন্ন মিত্রতা মাত্র, তাঁহারা কেহই শ্রুতির সহিত স্ব মতের বিরোধ হইবে বলিয়া ভয় করেন নাই, বরং নির্ভীক ভাবে শ্রুতির প্রতিকূলেও অকাট্য যুক্তি-জাল বিস্তার করিয়াছেন। তবে দার্শ-নিকগণ কি জন্য স্থানে ২ শ্রুতির প্রচ্ছন্ন মিত্র

রূপে পরিচয় দিয়াছেন, এ প্রশ্ন স্বতঃই পাঠকদিগের মনে উদয় হইতে পারে। আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সম্ভবতঃ বৌদ্ধদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্যই দর্শনগুলির প্রণয়ন হয়, দর্শনসমূহের এইরূপ শ্রুতিমিত্রতাও এইরূপ অনুমানের অনুকূল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগের অনুসরণ ক্রমে যুক্তি দ্বারা বৈদিক ধর্ম্মস্থাপন করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহারা তখন যুক্তি-শাস্ত্রের প্রণয়নের বাধা দিলে তাঁহাদের আপনাদিগের উদ্দেশ্য সাধনেরই বিঘ্ন হইত, এইজন্য তাঁহারা দার্শনিকদিগের স্ব স্ব স্বাধীন মতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতেন না, অথচ ঐ সকল শ্রুতিবিরুদ্ধমতাবলম্বী দার্শনিকগণ শ্রুতির অনুকূলে কিছু না বলিলে তাঁহাদের দর্শন কেহ পাঠ করিতেন না, কারণ তাহাতে বৈদিক ধর্ম্মের হানি হইবার সম্ভাবনা; এরূপ স্থলে ইহা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারা যায় যে স্বীয় দর্শন অপাঠ্য হইয়া অপ্রচলিত হইয়া যাইবে এই ভয়েই দার্শনিকগণ প্রচ্ছন্ন ভাবে বেদের কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করিয়া গিয়াছেন। বেদবিরুদ্ধ দর্শনের প্রতিকূলতা আচরণ করিলে যুক্তি-শাস্ত্রের চর্চ্চা রহিত হইয়া যায় এবং বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করা অসম্ভব হইয়া উঠে (যুক্তিই বৌদ্ধমত খণ্ডনের এক মাত্র উপায়)—এই জন্য ব্রাহ্মণেরা বেদবিরোধী দর্শনকেও প্রশ্রয় দিতেন; বেদের অনুকূলে কিছু না বলিলে দর্শনগুলি অপাঠ্য হইয়া থাকিবে এই জন্য দার্শনিকগণ বেদের কিঞ্চিৎ২ আনুকূল্য করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে অনুরোধে কেহই স্বমতের সঙ্কোচন করিয়া শ্রুতি-মিত্রতা প্রদর্শন করেন নাই। এইরূপ ঘটনাই বোধ হয় দার্শনিকদিগের প্রচ্ছন্ন শ্রুতি-মিত্রতার কারণ, সকল দর্শনই এইরূপে শ্রুতির প্রচ্ছন্ন মিত্র।

——§§——

মনুষ্যত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মানব প্রকৃতির স্বতঃ প্রবৃত্তি সম্পাদলিপ্সা। সম্পদ আত্মসাৎ করিতে লোকে আপনা আপনি ব্যতিব্যস্ত, তাহার নিমিত্ত কাহা-

কেও শিক্ষা দিতে হয় না। সম্পদ্লিপ্সা, প্রথমতঃ শারীরিক পুষ্টির সঙ্গে ২ পুষ্টিতা লাভ করে; কিন্তু শরীর জীর্ণ শীর্ণ হওয়ার সময়ে জীর্ণ শীর্ণ না হইয়া আরও বলবতী হয়। ক্রমে মানবজীবনকে এত অধিক পরিমাণে আক্রমণ করে যে মনুষ্য, লোভান্ধ হইয়া সৎ অসৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেনা উপস্থিত বৃত্তিটীকে চরিতার্থ করাই মানবীয় কর্ত্তব্য বিবেচনা করে। তাহাতে যে প্রপাত আছে সেদিকে দৃষ্টি করে না।

সম্পদ তাহাকেই বলা যায় যাহাদ্বারা লোক সম্পন্ন হয়, সম্পদ আর বিপদ দুইটা পরস্পর বিরোধী যাহাকে আশ্রয় দিলে বা করিলে অনেক প্রকার বিপৎ পাতের সম্ভাবনা আছে সে সম্পদ নয়, সম্পদ শব্দের শক্তি তাহাতে বর্ত্তিতে পারে না।

জনসাধারণ যখন সম্পদের লোলুপ তখন মনুষ্যের সম্পদ কি তাহা অগ্রেই স্থির করিয়া লইতে হইতেছে, মনুষ্যের সম্পদ জ্ঞান। জ্ঞান অদ্বিতীয় সম্পত্তি, ধন সম্পত্তিতে নানাপ্রকার বিপদ আকর্ষণ করে, জ্ঞানের প্রভাবে বিপদ কূল দূরে যায় দূরে যাওয়া কেন জ্ঞানীকে বিপদে স্পর্শও করিতে পারে না। যিনি জ্ঞানী তিনি দূরদর্শী (দূরদর্শী শব্দের অর্থ ভবিষ্যৎজ্ঞানসম্পন্ন) ভবিষ্যৎ তত্ত্ব যদি মনে স্থান পায় তবে মনস্বী, ভবিষ্যদ্গর্ভস্থ বিপদকে আর বর্ত্তমান কালের অধিকারী হইতে দেন না। সে যাহাতে পদক্ষেপ করিতে না পারে তাহার উপায় উদ্ভাবনে সময় পান এবং করিয়াও থাকেন, যে কোন বিষয়ই হউক না কেন তাহার অধিকার বা উপস্থিতির পূর্ব্বে সতর্ক হইতে না পারিলে বেগ পরাঙ্মুখ করা যায় না কাযেই দূরদর্শিতার নিতান্ত প্রয়োজন। দূরদর্শিতা আপনা আপনি কাহাকেও আশ্রয় করেনা, তাহাকে সমাদরের সহিত আহ্বান করিতে

হয় এই সমাদরে করাও বা প্রতিনিধি চলে না এবং একদিন দুদিন করিলে জীবনের কার্য্য চলেনা,স্বয়ং অনুক্ষণ কর্ত্তব্য, ইঁহার প্রভাব এতাদৃক্ যে ইঁহাকে যে সমাদর করে সে জগতের, জগতের কেন ত্রিজগতের আদরণীয়। ইঁহার আহ্বান অন্য প্রকার, যে আহ্বানে সকলে আহুত হ'ন; ইনি তাহাতে আহুত হ'ন না।

সাধারণ জ্ঞানের অনেক দূরে ইঁহার বাসস্থান, সুতরাং ইঁহাকে আহ্বান করিতে অনেক পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। প্রথমতঃ সেই পথের পথিক হও। পথের পথিক হইতে হইলেই পরিশ্রম অপরিহার্য্য। পরিশ্রম অঙ্গের আভরণ, পরিশ্রম সঙ্গের সঙ্গী। পরিশ্রম করিতে হইবে বলিয়া পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নয়। পরিশ্রম না থাকিলে বিশ্রাম নাই, যাহার বিশ্রাম নাই তাহার যে সুখ সম্পত্তি নাই সে কথা বলা বাহুল্য। স্বাস্থ্যের নিদান শ্রম, শ্রম না করিলে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। স্বাস্থ্য প্রাকৃতিকী বৃত্তি। যাহা পাইবার জন্য চেষ্টা বা উদ্‌যোগ করিতে হয় নাই তাহা রক্ষা যখন শ্রম ব্যতীত হয় না, তখন অনাসন্ন পদার্থ বিনা শ্রমে কদাচই আয়ত্ত হইতে পারেনা যে অনাসন্ন অর্থাৎ যাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই বা হয় নাই তাহাকে বশবর্ত্তী করিতে অল্পায়াসে বা অল্প পরিমান সময়ে হয় না। যেতরুরফল আজীবন ভোগ করিতে হইবে সে তরুটি অনেক সময়ে অনেক যত্নে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিতে হয়। যে তরু অল্প কালে অল্পযত্নে ফলোপধায়ক হয় সেতরু একবার বই ফলপ্রদান করিতে পারেনা। সুতরাং অবিলম্বে সামান্য আয়াসে পরিলব্ধ হইবেনা বলিয়া নিশ্চেষ্ট হওয়া নিতান্ত অনুচিত।

ক্রমশঃ।

—oOo—

আঁখের আবাদ।

দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাই-গুড়ি প্রভৃতি স্থানে আখ্‌কে কুশার কহে। এই সকল জেলাতেই কিছু না কিছু কুশার জন্মে। দিনাজ-পুরের উত্তর পশ্চিমাংশে কুশারের আবাদ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। সকল রকম জমিতে উহা হয় না। পলি অর্থাৎ বালি ও মাটিমিশ্রিত রসাল রকম জমিতেই এ প্রদেশে উহার আবাদ করিতে দেখা যায়। ফাল্গুন, চৈত্রমাসে কুশারের আবাদ আরম্ভ হয়। সচরাচর কুশারের জমিতে ১২ হইতে ২০ বার পর্য্যন্ত লাঙ্গল ও মই দিয়া জমিটা সুন্দর-রূপ চাষ করে। এইরূপ চাষের পর ঐ জমির উপর ৫।৭ হাত অন্তর প্রায়ই গোবরের সার স্তূপাকার করিয়া রাখিয়া যায়। পরে লাঙ্গল ও মই দ্বারা ঐ সারের স্তূপ গুলি সমস্ত জমিতে মিশাইয়া দেয়। জমি খানা ১০।১৫ দিন ফেলাইয়া রাখে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সারটা জমির সহিত বেশ মিশিতে পারে।

তাহার পর লাঙ্গল দ্বারা এক ২ হাত অন্তর সারি ২ লম্বা রকমের খাদ করে (এ দেশে উক্ত খাদকে গহি কহে,) এবং সেই খাদে কুশারের বিছন এক ২ খান করিয়া লম্বা ভাবে ফেলিয়া যায় ও খাদের দুই পার্শ্বে যে মাটি থাকে ঐ মাটীর দ্বারা ঢাকিয়া দেয়। কুশারের অগ্রভাগের ২।৩টী গাঁইট যুক্ত এক বিঘত পরিমাণ টুকরা কাটিয়া বিছন করে। ঐ বিছনের গাঁইট হইতে ৫।৬টী কুশী বাহির হয়, সেই গুলি বড় হইলে তাহাকে কুশার বলে। বিঘা প্রতি ৬কাহন অর্থাৎ ৯৬ পোণ বা ১৯২০ গণ্ডা বিছন লাগাইতে দেখা যায়।

চারা সকল যখন মাটি হইতে কিছু উচ্চে উঠে তখন ক্ষেত্রে

জঙ্গল হইতে না পারে এই অভি-প্রায়ে কোদালি অথবা লাঙ্গল দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া দেয়।

চারা গুলি আড়াই বা তিন হাত বাড়িলে এক বিছনে যে কয়েকটা গাছ হয় তাহা বাতাসে হেলিয়া না পড়ে এই জন্য উহার পাতার দ্বারা সকলগুলি একত্রে জড়াইয়া বান্ধিয়া দেয়।

গড়ে একখানি বিছন হইতে ৪ খানি কুশার জন্মে। প্রত্যেক বিঘাতে আন্দাজ ৭৬৮০ খান কুশার পাওয়া যায়, প্রতি বিঘাতে গড়ে ১৫ । ১৬ মণ গুড় উৎপন্ন হয়।

বিহিয়ার শ্রীযুক্ত বেরো সাহেব বলেন যে দেশীয় রকমে চাষ করা অপেক্ষা মরিসস দ্বীপে যে প্রণা-লীতে চাষ আবাদ হয় তাহা অনেক ভাল। এবং তাহাতে অল্প পরি-শ্রমে অধিক ফল পাওয়া যায়।

উক্তস্থানে প্রথমতঃ দুই হাত অন্তর আদ হাত আন্দাজ চওড়া ও আদ হাত পরিমাণ গভীর সারি২ খাদ কাটে। পরে ঐ খাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ সার ছড়াইয়া দেয়। তাহার পর বিছনের টুকরা গুলি এ দেশের প্রথানুরূপ উগাতে কাইত করিয়া আদ হাত অন্তর ফেলাইয়া যায়। দেশীয় রকমের খাদ গুলি নিতান্ত অপ্রশস্ত হওয়ায় তাহাতে একখানের বেশী বিছন রোপণ করা যায় না। কিন্তু মরি-সস দ্বীপে যে রূপ প্রশস্ত খাদ করে তাহাতে দুই তিন খান বিছন একটু২ অন্তর রোপণ করে। এবং তিন ইঞ্চি পরিমাণ খাদের পার্শ্বস্থ মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেয় এবং চারা সকল বাহির হইয়া যেমন বাড়িতে থাকে অমনি ক্রমে২ উক্ত পার্শ্বস্থ মাটী উহার গোড়াতে দিতে থাকে এবং জল দেওয়ার আবশ্যক হইলে ঐ খাদের একপার্শ্বে জল দিলেই এক সারিতে যে সমস্ত গাছ থাকে তাহার সমস্ত গুলির গোড়াতে জল লাগে।

এই প্রণালীতে কার্য্য করিলে

দুই সারির মধ্যস্থিত ভূমিতে চাষ দিবার আবশ্যক হয় না। কেবল কোন উপায়ে তদুপরিস্থিত জঙ্গল গুলি মারিয়া দিলেই হয়।

মরিসস দ্বীপের উপরোক্ত প্রকারের চাষ আবাদ দেশী চাষ আবাদ অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট, ইহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে একই রকমে চাষ হইয়া আসিতেছে। কেহ কোন রূপে উহার উন্নতি সাধনের কোন চেষ্টা করে না, কিম্বা কোন্ রকমে আবাদ করিলে পরিশ্রমের লাঘব অথচ উৎপন্ন বৃদ্ধি হয় সে বিষয়েও বিন্দু মাত্র ভাবে না। কি প্রকারে কুশার আবাদের উন্নতি করিতে পারা যায় তাহা দেশীয় কৃষকগণ বুঝিবে বলিয়া আমরা বেরো সাহেবের এতৎসম্বন্ধীয় মতের স্থূল মর্ম্ম উপরে উল্লেখ করিলাম। কেহ এই বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কুশার আবাদের অনেক উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

——:‡:——

দুর্ভিক্ষ।

হেন দৃশ্য কভু নাহি দেখেছি নয়নে।
হেন রব কভু নাহি শুনেছি শ্রবণে ॥

[১]

দেখেছি মরুর দৃশ্য, ধূ ধূ ধূ ধূ করে
ছায়া মাত্র নাই, শুধু বালুকা সঞ্চরে।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড জ্বলে, প্রলয় কারণে
কিন্তু হেন দৃশ্য কভু না হেরি নয়নে ॥

[২]

শুনেছি বজ্রের শব্দ, শুদ্ধ যাহে নরে
রণ-বাদ্য শুনিয়াছি, সাহসের ভরে,
সে রব শুনিলে মায়া থাকেনা জীবনে,
কিন্তু হেন রব কভু না শুনি শ্রবণে ॥

[৩]

দেখেছি পড়িয়া আছে, প্রাণহীন দেহ
ছেড়ে গেছে পতি পুত্র, শূন্য করি গেহ
ভবের বন্ধন ছিঁড়ি, শমন তাড়নে,
কিন্তু হেন দৃশ্য কভু, না হেরি নয়নে ॥

[৪]

শুনেছি কাঁদিছে মাতা হা পুত্র হা বলে,
বিধবা রমণী কাঁদে, পড়ি সদা ধুলে ;
আছাড়ি আছাড়ি কাঁদে, বিদারি গগণে,
কিন্তু হেন রব কভু না শুনি শ্রবণে ॥

[৫]

যে দৃশ্য দেখিনু ভাই জেলা বীরভূমে
সে দৃশ্য কি দেখিয়াছ, কভু মরুভূমে ;
শত মরুভূমি তুল্য, জন পূর্ণ স্থান,
হেন দৃশ্য কেহ কভু দেখিতে কি পান ?

[৬]

শত পুত্র একবারে, কালের কবলে,
শত সতী দেহ ত্যাগ, করে এককালে,
শত মাতা শত নারী, কাঁদে একবারে,
হেন রব কোথা ভাই পাবে শুনিবারে ?

[৭]

হের সেই মাতা পিতা, কাঁদিতে কাঁদিতে
অচল হইল পুনঃ, দেখিতে দেখিতে,
হা অন্ন হা অন্ন রবে, ত্যজিল শরীর,
সত্য দৃশ্য ইহা, নহে কল্পনা কবির ॥

[৮]

ক্ষুদ্র শিশু আছে পড়ে, মাতা গেছে চলে,
পলাতেছে স্বামী কোথা প্রণয়িনী ফেলে,
বৃদ্ধ পিতা মাতা কাঁদে, ভাসি আঁখি নীরে,
অন্নের অভাবে পুত্র দেশে দেশে ফিরে ॥

[৯]

শুনিলে হা অন্ন রব, দেখিলে, সকলি
অন্ন বিনে জীর্ণ শীর্ণ মৃত দেহ খালি ;
নাহি শুনি অন্য রব, দেহি অন্ন বিনে,
নাহি দেখি অন্য দৃশ্য, শব-দেহ বিনে ॥

[১০]

মা ভারতভূমে।

সোনার ভারত বলি খ্যাতি তোর আছে,
কত জাতি লুব্ধ নেত্রে চাহিয়ে রয়েছে ;
সেই ভারতের ছেলে, আজি যে তাহারা
হা অন্ন হা অন্ন বলি, কেঁদে হয় সারা ॥

[১১]

কত লোকে অন্ন দিয়ে, তুষিছ মা তুমি,
তেঁইত পাইলে নাম, স্বর্ণ ভারত ভূমি ;
জল মাঝে যথা মীণ, বারি বিনে মরে,
তেমনি
স্বর্গ ভূমে অন্নাভাব, নগরে নগরে ॥

[১২]

হা বিধাতঃ দয়াহীন, একি অবিচার,
কোন্ পাপে পাপী এত ভারত কুমার,

কতই দিতেছ দণ্ড, সংখ্যা নাহি তার,
তবু মন-সাধ প্রভু, মিটেনা তোমার।

[১৩]

কঠিন দণ্ডের বিধি, হইল কি শেষে,
অকালে গ্রাসিবে সবে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসে।
তুমি পিতা দয়াময়, কুসন্তান সবে,
কু-পিতা, উপাধি যেন ধরোনাকো ভবে॥

[১৪]

ভ্রাতঃ ভারতবাসি!
সবে মিলে এস ভাই, ভাবি একবার
"কিসে অন্ন পাবে তারা" উপায় ইহার,
নিজ স্বার্থ নিজ সুখ চিন্তা পরিহরি—
অন্ন হীন দুঃখ ভাব দিবস শর্ব্বরী॥

[১৫]

পঞ্চবিংশ কোটী মোরা, ভারত সন্তান,
করিবারে তাহাদের, অন্নের বিধান;
নাহি পারি যদি মোরা, সবে চেষ্টা করি,
বৃথায় মনুষ্য নাম কেন তবে ধরি॥

[১৬]

ধন্যবাদ দেও ভাই, সেই মহাত্মায়
অন্নহীন অন্ন পায়, যাঁহার কৃপায়,
সফল জনম তাঁর, সফল জীবন।
পঞ্চকোটী মধ্যে সেই ভারত নন্দন॥

—oOo—

বঙ্গেশ বিভ্রাট।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তাঁহার চিত্তের অভিলাষ উচ্চ। আলিবর্দীর স্থলে তিনি কেন না বসিবেন? অদৃষ্ট চক্র। আর একবার ঘুরিলে তিনি চক্রের উপরে উঠিতে পারেন। আলিবর্দীকে পরাভব করিয়া নিজের জন্য বেহার প্রদেশ গ্রহন করা অতি সহজ ভাবিতেছিলেন, এই সব চিন্তা স্বপ্নবৎ তাঁহার চিত্ত ও মানসে উদিত হইয়া খেলা করিতেছিল, গর্ব্বিত হৃদয়ে

করিম সেই ক্রীড়ার সুখ অনুভব করিতে-ছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার পুত্র দরবার উপযোগী বেশ ভূষা করিয়া সেই প্রকোষ্ঠে আসিল। করিম খাঁ উপযুক্ত পুত্রের পানে তাকাইয়া তাহার পরিচ্ছদের ও অঙ্গভূষণের মূল্য বত্তা মনে করিয়া গর্ব্বিত হইতে লাগি-লেন। পুত্র যথাবিধি অভিবাদন করিয়া অন্যতর আসনে উপবেশন করিল।

পুত্রের নাম আবদুল কাদের খাঁ। তাহার বয়স ষোড়শ বৎসর হইয়াছে। পিতার উপযুক্ত পুত্র, বালক স্বভাব, আমোদ প্রিয়, সম্পূর্ণ শিক্ষিত বা নিতান্ত অশিক্ষিত নয়। উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সম্পূর্ণ প্রকটিত হয় নাই ; দেহটী বলিষ্ঠ ও সুস্থ, বাহুদ্বয় অস্ত্রচালনা অভ্যাস করিতেছে। যুদ্ধ শিক্ষা মানসিক শিক্ষা হৃদয়ের শিক্ষা, সকল শিক্ষাই বাঁকি রহিয়াছে ; সুতরাং আমরা ইহার সম্পূর্ণ বর্ণন করিতে পারিলাম না। তবে এই মাত্র বলা যায় তাহার অশিক্ষিত প্রকৃতি পিতৃ সৌভাগ্যে গর্ব্বিত উদ্ধত ও রাগ প্রবল ছিল। পুত্রকে সম্বোধন করিয়া করিম খাঁ বলিলেন, কাদের এত সত্বর দরবারের নিমিত্ত সজ্জিত হইয়াছ ? কাদের অতি নম্র ও বাধ্য হইয়া উত্তর করিল 'আমি মনে ভাবিয়াছিলাম বেলা হইয়াছে।'

এমন সময় কাদেরের ভগ্নী হাসিতে ২ আসিতেছিল, সেই ঘরে আসিলেই তাহার হাস্য ফুরাইল, এক বার পিতার দিকে তাকা-ইল আবার কি মনে করিয়া বদন ফিরাইয়া ভ্রাতার পানে তাকাইল। কাদের তাহাকে ডাকিল, সে ধীরে২ পিতার পানে তাকাইতে২ কাদেরের কাছে গিয়া তাহার নিকটে বসিয়া পোসাকের এটী ধরিয়া দেখিল, ওটী টানিল, কত কি শুধাইতে লাগিল। করিম খাঁ দেখিয়া আহ্লাদসহকারে মণিরণকে ডাকিল। কন্যা ভ্রাতার নিকট হইতে উঠিয়া যাইতে ইচ্ছুক নহে। বারম্বার ডাকায় অগত্যা নিকটস্থ হইল। পিতা তাহাকে নিকটে পাইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতে উদ্যত হইলে মণিরণ কাঁদিয়া ফেলিল। রোদন রব অন্দরে প্রবেশ কবিল, করিম খাঁর গৃহিণী স্নেহ পরবশ হইয়া সেই গৃহে আসিলেন। কন্যা দৌড়িয়া মাতার ক্রোড়ে গেল, মাতৃ বক্ষে বদন লুকাইয়া রোদন সম্বরণ করিল। করিম পত্নীকে বলিলেন " আমি কখন মণি-রণকে শান্ত রাখিতে পারি না, আমার কাছে আসিলেই কেমন ভীত হয়।"

মণিরণ নিতান্ত বালিকা, কেবল ষষ্ঠ বৎসরে প্রবৃত্ত হইয়াছে, পিতৃভয়ে সদা শঙ্কিত থাকিত। তাহার পিতার গর্ব্বিত দৃষ্টি কখন সহ্য করিতে পারিত না, সে ভ্রাতার অনুগত ছিল।

করিম খাঁর পত্নী অতি কোমল স্বভাবা, অতি দুর্ব্বল, অথচ বয়স কালে অতীব সুন্দরী ছিল। অতীত সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বর্ত্তমান আছে, কিছু দিন হইতে পীড়িত থাকায় বর্ণ মলিন

স্বভাব রুক্ষ, মানসিক জরাক্রান্ত। চিত্ত উন্মনা হইয়াছে; তাহাতে গত রজনী প্রভাত কালে যে ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এখন তাহার কল চিত্ত হইতে দুর হয় নাই। তিনি নিতান্ত স্বামী অনুগত, স্বামীময় প্রাণা ছিলেন। স্বামী সৌভাগ্যে অহঙ্কার করিতে ভাল বাসিতেন। দাসীগণ সমীপে উন্নতির কত আলাপ করিতেন, কন্যার রোদন ক্ষান্ত হইলে রমণী স্বামীকে বলিলেন "অদ্য কি দরবারে যাইবেন?"

করিম খাঁ। ভাল কথা স্মরণ করাইলে। কাদের। সময় হইয়াছে, নয়?

কাদের। ক্ষমা করিবেন, অনেক ক্ষণ হইল সময় হইয়াছে, আমাদের বিলম্ব হইবে।

করিম খাঁ। তবে চল গমন করি।

তৎপর গর্ব্ব পূর্ণ ভরে বলিলেন আমার বিলম্ব হইয়াছে এরূপ কথা কে বলিবে।

পত্নী। আলিবর্দ্দী বলিতে পারে।

স্বামী। তাহার ইচ্ছা হইলেও সাহস হইবে না।

পত্নী। আলিবর্দ্দী কঠিন স্বভাবের লোক।

স্বামী। পাষাণ হইলেও কোমল হয়।

পত্নী। আলিবর্দ্দী পাষাণ ও নিষ্ঠুর।

স্বামী। তাতে আমার কি?

পত্নী। আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি—

স্বামী। আবার তোমার প্রলাপের কথা বলিবে না কি?

পত্নী। তাহা প্রলাপ নয়, স্বপ্ন, কিন্তু পতনোন্মুখ বিপদের অগ্রচ্ছায়া।

স্বামী। তাহাতে বিশ্বাস করি না।

পত্নী। সাবধানের বিনাশ নাই, স্বপ্নে যে বিপদ সূচনা আসিয়াছে তাহা—

স্বামী। আমি তুচ্ছ করি।

ক্রমশঃ।

——:‡:——

দুর্গোৎসব।

(১)

বর্ষ, মাস, ঋতু, পক্ষ, তিথি আর বার

এক বার আর ফিরে, কালের চক্রেতে ঘোরে

পরিবর্ত্তনীয় রীতি, নিত্য বিধাতার।

শারদীয় চন্দ্রিকায়, এই ধরা ভেসে যায়
জল, স্থল, শূন্য দেশ হাসে গরিমায়,
পুনঃ আসি ঘন জাল, ফেলায় বিষম জাল
সুখের পূর্ণিমা রাত্রি কোথায় লুকায় ;
নরের সুখের হেতু করুণানিধান
করেছেন প্রকৃতির এরূপ বিধান ॥

(২)

অনন্ত আকাশব্যাপী জলদের শ্রেণী
যথা ঢাকে চন্দ্রমায়, যথা ঢাকে তারকায়
যথা ঢাকে প্রকৃতির চিত্রপট খানি।
অধীনতা অন্ধকারে, বঙ্গবাসী নারী নরে
ঢাকিয়াছে একেবারে চির দুঃখার্ণবে ॥
নাহি সে বঙ্গের জ্যোতিঃ, নাহি সে ভারত ভাতি,
আর্য্য ধর্ম্ম আর্য্য নাম লুপ্তপ্রায় এবে
যাহা আছে অবশেষ মিশ্রণে আবার
হইতেছে কত তার অপব্যবহার ॥

(৩)

ভবানীর উৎসবের নিকট সময়
যাহাতে ভারতবাসী, সমভাবে মহোল্লাসী
কতই আনন্দ মনে হয় এ সময়।
হিন্দু ধর্ম্ম আস্থা যার, ভক্তিভরে মা দুর্গার,
পূজিয়া অতুল প্রীতি লভিবে বাসনা
বিদেশের ভায়া যাঁরা, বহু দিন বাড়ী ছাড়া,
প্রিয় জন বিরহেতে পাইছে বেদনা।
শারদীয় উৎসবেতে করিবে দর্শন,
প্রিয়তম জন্মভূমি প্রিয় পরিজন ॥

(৪)

উচ্চ হতে উচ্চতম আদালত যত
দীর্ঘ কাল বন্ধ হবে, কার্য্য আর না চলিবে
লেখনী অচলা হবে সে কালের মত।
সকলেই ছুটি পাবে, দুঃখ আর না রহিবে,
মহোৎসবে দুর্গোৎসবে করিবে গমন
আছে যার কর্ম্ম দশা তাহার দুঃখের দশা
কে আর করিতে পারে তাহার খণ্ডন।
রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পুলিষ বিভাগে
ডাক কর্ম্মচারী সুধু জ্বলে মনোরাগে ॥

(৫)

প্রিয়তম পতিসহ হবে সম্মিলন,
মনেতে ভাবিছে বালা, যাইবে বিরহ জ্বালা
দিবা নিশি মনে এই করি আন্দোলন
মনোসাধ কত করে, কত ভাঙ্গে কত গড়ে
কভু হাঁসে কভু কান্দে পাগলিনী প্রায়
সততই কর ধরি, দুই এক তিন চারি
এইরূপে দিন গণি সময় কাটায়।
দুঃখের সময় কিন্তু যত দীর্ঘ হয়
এত দীর্ঘ ধরাধামে কিছু নয় নয়॥

(৬)

প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র আগমনে
জননীর দুঃখ যাবে, অতুল আনন্দ পাবে
আশালতা দিন দিন বাড়িতেছে মনে
মা দুর্গার কৃপা বলে, যদি পুত্র কুশলে
আলয় গমন করে, করিবে অর্চ্চনা,
যার যেবা শক্তি আছে, মানিছে দুর্গার কাছে,
মহিষাদি পশুচয় কিম্বা সোনা দানা
পুত্র শোকে শোকাতুরা জননী হৃদয়
পূজা আগমনে আরও প্রজ্জ্বলিত হয়॥

(৭)

বিপণি তটিনী কিম্বা সহর বাজার
সকলেই নাচে গায়, আনন্দেতে ভেসে যায়
গায়ক নর্ত্তক আদি যত আছে আর
আলয়ের যাত্রী যাঁরা, দিবানিশি ব্যস্ত তাঁরা
হাটে ঘাটে বাজারেতে নিয়ত গমন,
দোকানী পসারী যত, বেচিতেছে অবিরত,
নবোৎসাহে ফুল্ল তারা করি উপার্জ্জন
এমন উৎসব দিন বঙ্গের ভিতরে
হয় নাই কোন দিন না হইবে পরে॥

(৮)

জলযান বেগ ভরে করিছে গমন
হিন্দুগণ দুর্গা নাম, আল্লা নামে মুসলমান,
জয়ধ্বনি দিয়া যায় প্রফুল্লবদন।
কেহ রাঁধে কেহ খায়, কেহ তরি বাহি যায়,
ভাটীয়ালী রাগে কেহ করিতেছে গান

তটিনীর জল স্থলে, পরিপূর্ণ গণ্ডগোলে,
নির্জন নীরব স্থান হাটের সমান
স্থল পথে রেলওয়ে গভীর গর্জ্জনে
ভরাপুরি চলি যায় পবন গমনে ॥

(৯)

বঙ্গে কেন, ভারতের প্রতি স্থানে স্থানে
হইবে মঙ্গল গান, আনন্দে জুড়াবে প্রাণ,
সপ্তমী, অষ্টমী আর নবমীর দিনে।
বিজয়া দশমী দিনে, মহাধুম বিসর্জ্জনে,
মহামায়া অদর্শন, বর্ষ দিন তরে—
বিসর্জ্জিয়া প্রতিমায়, সকলে বিষণ্ণ হায়,
নিরানন্দে যাত্রী সব চলে যায় ঘরে,
আনন্দ বর্দ্ধন হয় যাঁর আগমনে
নিশ্চয় হইবে দুঃখ তাঁর অদর্শনে ॥

(১০)

রঘু বংশ অবতংশ দাশরথী রাজা
রাবণ বধের তরে, অকালে বোধন করে,
করিয়াছিলেন তিনি ভগবতী পূজা
শুনিয়াছি ত্রেতাযুগে, লঙ্কা নামে দ্বীপ ভাগে,
আশ্বিনে ভবানী পূজা করিলা সৃজন
স্বকার্য্য সাধন করি, নাশিয়া দেবের অরি,
চির কীর্ত্তি হিন্দু রাজ্যে করিলা স্থাপন
অধীনতা অন্ধকারে যদি না ঢাকিত
তবে এই পূজা বঙ্গে কি শোভা পাইত ॥

(১১)

কেন ভোব শৈলসুতে জাহ্নবী জীবনে।
মলিনা বদন কেন, পূর্ব্ব শোভা নাহি যেন,
কোন্ দুঃখে ব্যথা তব প্রদানিছে মনে
কি বলিছি আমি ছাই, এখন কি বুঝি নাই,
অধীনতা অন্ধকারে ভারতগগণ
ঢাকিয়াছে বুঝি তাই, তব আস্যে হাস্য নাই,
কি হইল তাই তুমি করিছ দর্শন।
শক্তিরূপে অবতীর্ণা তুমি ভূমণ্ডলে,
অধীন সন্তান দেখি মনাগুন জ্বলে ॥

(১২)

পাঁচের দ্বিগুণ বাহু করিয়া বিস্তার—
সব হাতে অস্ত্র ধরি, নাশিবারে দেব অরি,
রণমত্তারূপে তুমি ভারতে প্রচার।
ধন ধান্যে পূর্ণা যিনি, বরপুত্রী তবতিনি—
কনিষ্ঠা দুহিতা তব নামে সরস্বতী।
উভয়ে যুকতি করি, ছাড়িয়া ভারত পুরী,
পাশ্চাত্য খণ্ডেতে এবে করেন বসতি,
লক্ষ্মী সরস্বতী নাম, নাম মাত্র আছে,
নরের কঙ্কাল যথা প্রাণ বিনে মিছে॥

(১৩)

কি আর কহিব মাতঃ। ভারত সন্তানে
প্রাণ মাত্র আছে তার, সুখ কিন্তু নাহি আর
দিন দিন ক্ষীণকায় পরের পীড়নে।
পরমুখ চেয়ে তারা, দিন দিন হল সারা,
গোলামী করিয়া হায় যাইতেছে প্রাণ!
কি কব দুঃখের কথা, অন্তরে যে পাই ব্যথা
তুমি জান, জানে তব অধম সন্তান।
এ ভারত সে ভারত আর কবে হবে
আর কি ভারতে মাতঃ, সে সুখ সম্ভবে॥

সংবাদ।

বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৫৯ ধারার বিধানমতে জমিদারগণ গবর্ণমেণ্ট হইতে দাখিলা, রসিদ ইত্যাদির ফারম ক্রয় করিতে বাধ্য কিনা তৎসম্বন্ধে শ্রীল শ্রীযুক্ত দ্বারভাঙ্গার মহারাজের সরবরাহকার বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এক পত্র লিখেন; তদুত্তরে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, জমিদারগণ উক্ত আইনের ৫৯ ধারার বিধানমতে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দাখিলা, রসিদের ফারম ক্রয় করিতে বাধ্য নন। তবে উক্ত ধারানুযায়ী যে কএকটী বিষয় দাখিলার থাকা আবশ্যক তাহা থাকিলেই যথেষ্ট হইল। দাখিলা ইত্যাদির ছাপান ফারম তাঁহারা ইচ্ছা মত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও ক্রয় করিতে পারেন বা অন্য কোন যন্ত্র হইতেও ছাপাইয়া লইতে পারেন অথবা হাতে লিখিয়াও প্রজাদিগকে দাখিলা, রসিদ ইত্যাদি দিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট রসিদ, ফারখত ছাপাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। যাঁহাদিগের আবশ্যক হইবে তাঁহারা ডিষ্ট্রীক্ট কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকট আবেদন করিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

লক্ষ্ণৌ নগরে আরবদেশীয় খেজুর গাছের আবাদ হইতেছে, যে বৎসর বৃষ্টি বেশী না হয় সেই সময় ইহার ভাল ফল হইয়া থাকে সুতরাং দুর্ভিক্ষের সময় খেজুর বেশী পাওয়া যায় ও তাহাতে অনেক উপকার হইয়া থাকে। যদ্যপি কেহ ঐ খেজুর এখানে আবাদ করিতে ইচ্ছুক হন তবে তিনি অত্র জেলার শ্রীল শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকট জানাইলে উক্ত মহোদয় লক্ষ্ণৌ হইতে খেজুরের চারা আনাইয়া দিতে পারেন। উহাতে বেশী খরচ পড়িবে না কেবল রেল ভাড়া লাগিবে। বাস্তবিক এ অঞ্চলে ঐ খেজুরের আবাদ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই খেজুর কিরূপে আবাদ করিতে হয় ও ফল হইলে তাহা কিরূপে অধিক দিন রাখা যাইতে পারে পারস্যদেশীয় লোকের নিকট সেই সমস্ত উপায় জানা গিয়াছে। যদি কেহ উহা জানিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি উক্ত উদারচেতা সাহেব বাহাদুরের নিকট আবেদন করিলে জানিতে পারিবেন।

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা।

১ম ভাগ। অগ্রহায়ণ, ১২৯২। ৭ম সংখ্যা।

দুর্গোৎসবের অবসানান্তে আমরা পুনরায় আমাদের পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইলাম। এই দিনাজপুর পত্রিকা যদিও পাঠকবর্গের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে না পারুক তথাপি যে উদ্দেশ্যে ইহার জন্ম হইয়াছে, পাঠকগণের আশীর্ব্বাদে ও কৃপাদৃষ্টিতে সেই উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া আপন লক্ষ্য অবলম্বন করতঃ বিগত বিজয়ার জয়োল্লাসে উৎসাহিত হইয়া পত্রিকা আবার কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে চলিল।

দিনাজপুর কৃষি বিষয়ক প্রস্তাব।

এজেলায় কৃষিকার্য্যের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। এখানকার ভূমি যেরূপ উর্ব্বরা, রীতিমত চাষ আবাদ হইলে কৃষকেরা বিলক্ষণ লাভবান্ হইয়া একমাত্র কৃষিকার্য্য দ্বারা সম্পন্ন অবস্থা লাভ করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানকার লোকেরা নিতান্ত অলসপ্রকৃতি, অল্পায়াসে সামান্য শ্রমে যে অল্পমাত্র ফল পাইয়া থাকে

ইহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া চির দিন অর্থাভাবে নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। কৃষিকার্য্যের উন্নতিদ্বারা ইহাদের এরূপ দুরবস্থার যে পরিবর্ত্তন হইতে পারে এইভাব তাহাদের অন্তঃকরণে কদাপি উদিত হওয়া দূরে থাকুক ইহা অপেক্ষা বিভিন্ন প্রণালীতে ভাল রূপ কৃষিকার্য্যদ্বারা যে শস্য বৃদ্ধির উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে তাহা তাহারা স্বপ্নেও ভাবেনা। এ জেলায় কৃষিকার্য্যে আশানুরূপ ফললাভ না হওয়ার যে সমস্ত কারণ দেখাযায় আমরা সাধ্যমত তাহা পাঠকবর্গকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু,আমাদের এই লেখনী সঞ্চালনে কৃষিকার্য্যের উন্নতির আশাকরা বৃথা। এখনকার সমাজে কৃষি অসভ্য ও নিরক্ষর লোকেরই কার্য্য বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। সত্যবটে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট জাতিরা সহজে কৃষিকার্য্য করিতেন না। নিকৃষ্ট জাতি বা শূদ্রাদির কৃষিকার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট জাতিরা কৃষিকার্য্য করিলে পতিত হইবেন বা তাঁহাদের সম্মানের লাঘব হইবে এরূপ বিশ্বাস ছিলনা। মনু-গ্রন্থে উল্লেখ আছে ব্রাহ্মণ জাতীয় ব্যবসায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অপারগ হইলে কৃষিকার্য্য করিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণদিগের জাতীয় ব্যবসার কথা বলা বাহুল্য, কৃষিকার্য্য অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট, অসি-[illegible]-ব্যবসা, যাচক, পূজক, ধাবক প্রভৃতি (শাস্ত্র মানিলে যাহাতে পতিত হইবার কথা) দাসত্বের জন্য লালায়িত, কিন্তু নির্দ্দোষ কৃষিকার্য্যের কথা একবার মুখেও আনেননা এবং কৃষকের স্বাধীন জীবনের সুখ একবার মনেও ভাবেন কি না সন্দেহ। পরাশর সংহিতায় কৃষি বিষয়ে অনেক উপদেশ দৃষ্ট হয়, এবং বাল্মিকী-প্রণীত রামায়ণে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহাতে বোধ হয় জনক-রাজা কৃষি কার্য্য করিতেন। “অথ মে কর্ষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ।” ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্বে শিক্ষিত এবং ভদ্র সমাজে কৃষির বিলক্ষণ

আদর ছিল। কালের কুটিল গতিতে এই উৎকৃষ্টতম কৃষিকার্য্য কেবল মাত্র অশিক্ষিত হীন-জাতীয়দিগের হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় দিন ২ ইহার অতিশয় অবনতি হইয়া গিয়াছে। যতদিন শিক্ষিত সমাজে ইহার আদর না হইবে ততদিন কৃষি কার্য্যের উন্নতির আশা করা বৃথা। স্বর্ণ প্রসবিনী ভারত আজি এক মুষ্টি তণ্ডুলের জন্য লালায়িত, পররাপেক্ষী। কৃষির অবনতিই যে ইহার মূল কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান কৃষকদিগের পূর্ব্বতন পুরুষেরা যথা নিয়মে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিয়া যে পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতেন, দেখিতে গেলে এক্ষণে তাহার সিকি পরিমাণেও শস্য জন্মে না। কি কি কারণে কৃষির এবম্বিধ দুরবস্থা ঘটিল, তাহা কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দিয়া সেই সমস্ত দোষ নিবারণের চেষ্টা সহজ ব্যাপার নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রবন্ধলিখিয়া কৃষকদিগের উপদেশ দিলে প্রকৃত ফললাভের আশা অল্প। উপদেশ অপেক্ষা কার্য্যের আদর্শ দেখাইতে পারিলে অধিক উপকারের সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে অদ্য আমরা একটী নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বাধ্য হইলাম। শিক্ষা সম্বন্ধে নিতান্ত পশ্চাদ্বর্ত্তী এই দিনাজপুর জেলার শিক্ষোন্নতি ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে আমাদের বিবেচনায় নিম্ন-লিখিত প্রণালী দ্বারা কার্য্য হইলে বিশেষ উপকার লাভের আশা করা যাইতে পারে।

দিনাজপুর কৃষি প্রধান স্থান। এখানকার পক্ষে কৃষিই প্রধান জীবিকা। এজেলার অধিকাংশ লোকই কৃষক ও হীনজাতি। এজেলায় কৃষি শিক্ষা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা বোধ হয় জেলার কর্তৃপক্ষ মহোদয়গণের অজ্ঞাত নাই। এজেলার শিক্ষোন্নতি সহিত কৃষি-শিক্ষার উন্নতি করিতে পারিলেই সাধারণের প্রকৃত উন্নতি হয় এবং উপকার দর্শে। ভাল রূপ কৃষি-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে গেলে এই রূপ নিয়ম হওয়া উচিত যে মফঃস্বলস্থ প্রত্যেক পাঠশালায় না হউক যে সমস্ত পাঠশালায় কৃষক সন্তানেরা শিক্ষা লাভ করে তাহাতে

"দিনাজপুরের কৃষিকার্য্যের দুরবস্থার কারণ গুলি নিবারণের উপায় বিষয়ক উপদেশ পূর্ণ” একখানি কৃষি-পুস্তক প্রস্তুত করাইয়া,অথবা কৃষি প্রবেশ, কৃষি শিক্ষা প্রভৃতি, ক্ষুদ্র ২ কৃষি পুস্তক যাহা আছে, তাহা পাঠ্য করিয়া দিতে পারিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। এবং সেই সঙ্গে ২ প্রত্যেক পাঠশালায় না হউক ৩।৪টী পাঠশালার কেন্দ্র স্থানে অথবা অন্ততঃ পক্ষে প্রত্যেক থানার মধ্যে কোন একস্থানে দেশীয় ধান্য,গোধূম,যব, শরিষা,পাট, ইক্ষু, তামাক, কলা, আলু প্রভৃতি শস্য সমুহের উন্নতি দেখাইবার জন্য এক একখানি আদর্শক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। পাঠশালার ছাত্রেরা কৃষি শিক্ষার সহিত আদর্শক্ষেত্রের কার্য্য দেখিয়া বিলক্ষণ রূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারে। এবং অন্যান্য কৃষকেরাও আদর্শ ক্ষেত্রের কৃষি-কার্য্যের প্রণালী এবং ফল স্বচক্ষে দেখিয়া নিজ২ কৃষি-কার্য্যের উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হয় এবং কৃতকার্য্যও হইতে পারে। আমাদের প্রস্তাবিত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে আপাততঃ কিছু ব্যয়ের আবশ্যক বটে, কিন্তু পরে ইহা দ্বারা আদর্শ ক্ষেত্রের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া, বিলক্ষণ লাভের বিষয় হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। আমরা ভরসা করি, জেলার কর্তৃপক্ষগণ দিনাজপুরের প্রকৃত উন্নতি সাধনের জন্য সচেষ্টিত হইলে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়া বিশেষ কঠিন ব্যাপার নহে। দিনজপুরের অধিবাসী সংখ্যা ভদ্র লোক অপেক্ষা ইতর লোকই অধিক, সুতরাং শিক্ষিত লোকের ভাগও নিতান্ত অল্প,কাযেই স্থানীয় লোক দ্বারা জেলার কোন রূপ উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। এই জন্য আমরা শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ ও জেলার কর্তৃপক্ষ মহোদয়গণ হইতে এখানকার উন্নতি লাভের সম্পুর্ণ আশা করি।

ক্রমশঃ।

শ্রীমধুসূদন আচার্য্য,
চূড়ামণ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক।

—:‡:—

গবাদি পশুর রোগ ও চিকিৎসা।

নাম। —এই রোগের অনেক নাম আছে। বঙ্গদেশে সচরাচর ইহাকে গলা ফুলা কহে।

ভাব।—ইহা রক্ত রোগ। ভারতবর্ষে ছোঁয়াচি, কিন্তু শীত প্রধান দেশে ছোঁয়াচি বলিয়া বোধ হয় না। ঐ রোগে চর্ম্মের নীচে কোন ২ স্থান বিশেষতঃ দাবনা, কি পার্শ্বের অগ্রভাগ, কি পশ্চাদ্ভাগ, কি গলা, কখনও বা জিহ্বা ফুলিয়া উঠে। ফুলা স্থানটী বায়ুপূর্ণ বোধ হয় ও হাত দিয়া টিপিয়া দেখিলে চড় চড় করে।

অন্য জন্তু রুগ্ন জন্তুকে ছুঁইলে তাহারও হইতে পারে। মানুষে স্পর্শ করিলে সাংঘাতিক ফুস্কুড়ি উঠে।

কারণ। গোরু অনেক দিন অপকৃষ্ট কি ঘাসশূন্য জমিতে চরিলে পর উত্তম চরাণি স্থান পাইলে সচরাচর তাহার সেইরূপ হয়। বিশেষতঃ বৃদ্ধ পশু অপেক্ষা যুবকের রক্ত শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, এই নিমিত্ত অল্প বয়সের গোরুর অনায়াসে সেই রোগ হইতে পারে। রক্ত হঠাৎ গাঢ় হইয়া উঠিলে পর অপকারক হইয়া দাঁড়ায়, এবং শরীরের নরম ২ যে স্থানে মাংস আলগা থাকে সেই২ স্থানের শিরা হইতে রক্ত নিঃসৃত হয়। অতি হৃষ্ট পুষ্ট পশুদের শীঘ্র এই রোগ হয়। বিশেষতঃ যদি পূর্ব্বে কৃশ হইয়া ত্বরায় পুষ্ট হইতে থাকে তবে সেই গোরুর ঐ রোগ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আরও বৎসরের যে সময়ে দিবাভাগে অতি শীত্র ও রাত্রিতে অত্যন্ত শীত হয়, সেই সময়ে রাত্রিতে গোরুকে ঘরে না রাখিলে সেই রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা।

ভারতবর্ষে জলা ভূমিতে চরিলে গোরুর এই রোগ হয় ইহার সন্দেহ নাই। পালের মধ্যে একটা গোরুর এই রোগ হইলে অন্য কয়েকটীরও হইবার সম্ভাবনা। তাহা কেবল ছোঁয়ার দোষে নয়, কিন্তু একই স্থানে চরে ও একই প্রকারের আহারাদি খায় বলিয়া এই

[illegible] হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—সচরাচর এই রোগের [illegible] হঠাৎ প্রকাশ হয়। যে [illegible] অনেক পূর্ব্বে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, [illegible] এক ঘণ্টার মধ্যে সে ম্লান ও [illegible] হইয়া পড়ে, পা নাড়িতে কষ্ট পায়, কিঞ্চিৎ পরে শরীরের কোন অঙ্গে বিশেষতঃ দাবনার কি [illegible] অগ্রভাগের, কি পশ্চাদ্ভা[illegible], কি গলার ও জিহ্বার চর্ম্মের নীচে ফুলিয়া উঠে। কোন ২ সময়ে বুকে কি পেটে কিম্বা মর্জ্জাতেও ঐ রোগ হয়। চর্ম্মের নীচে ঐ ফুলা স্থান টিপিয়া ধরিলে বুজ্‌২ করে ও বায়ুপূর্ণ বোধ হয়। ফলতঃ রক্ত শীঘ্র নষ্ট হওয়াতে এক প্রকারের [illegible] জন্মে। গলার ও ফুসফুসে রোগ হইলে, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হয়। মর্জ্জাতে রোগ হইলে, বেহুঁস হইবার লক্ষণ দেখা যায়, প্লীহাতে ও পেটের অন্যান্য স্থানে রক্তপূর্ণ হইলে পেটে বেদনার চিহ্ন দেখা যায়। পায়ের কোন স্থানে ঐ রোগ হইলে অত্যল্প [illegible] মধ্যেই প্রায় পা তুলিয়া [illegible] পারে না, কিঞ্চিৎ পরে একেবারে চলিতে না পারিয়া যেন একই স্থানে সংলগ্ন রহিয়াছে এমত দাঁড়াইয়া থাকে। ঐ রোগ অতি শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, ফুলা স্থান ত্বরায় অধিক ফুলিয়া উঠে ও অল্প সময়ের মধ্যেই পশু অচল হইয়া পড়ে।

ঘন২ শ্বাস প্রশ্বাস হয় ও পশু কোঁতায় ও নাড়ী দুর্ব্বল হইয়া বেগে চলে, শীঘ্র জোর করিয়া যায় ও চর্ম্মের উপরি ভাগে যে ফুলা দেখা যায়, তাহা অতি শীঘ্র বাড়িয়া উঠে ও পশুটী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যায়।

ঐ রোগ হইলে পর দুই ঘণ্টা অবধি চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিতে পারে কিন্তু সচরাচর নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে।

ব্যবস্থা।—অধিক ফুলা হইলে ও শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হওয়ায় ক্ষরিত রক্ত ফুসফুসে অত্যন্ত পূর্ণ জানা গেলে চিকিৎসায় ফল হয়না।

কোন স্থানে ফুলা দেখা দিবার পূর্ব্বে গোরুর রোগ হইয়াছে জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত ভেদক ঔষধের কোন ১টী ব্যবহার করিতে হইবে।

(১)

সরিষার তৈল	।/০ একপোয়া,
গন্ধকের গুঁড়া	৶ আদপোয়া,
শুঁটের গুঁড়া	১।০ তোলা,

ভাতের আধ সের তপ্ত মাড়ের সঙ্গে দিবে।

(২)

লবণ	।৶ ছয় ছটাক,
মুসব্বর	১।০সওয়াতোলা,
গন্ধকের গুঁড়া	৫ পাঁচ তোলা,
শুঁটের গুঁড়া	২।।০ তোলা,
গুড়	৶ আধ পোয়া,
তপ্ত জল	/১ এক সের।

যত কাল উহার ভঙ্গ না হয় তত কাল ৮। ১০ ঘণ্টা অন্তর ঐ ঔষধ দিতে হইবে। তাহা ছাড়া দুই এক ঘণ্টা অন্তর /এক ছটাক সরাব ও ৸০ পৌনে এক তোলা কর্পূর, এক পোয়া ভাতের মাড়ের সঙ্গে উত্তম রূপে মিশাইয়া দেওয়া ভাল।

কেহ কেহ রক্ত শোষণ করার পরামর্শ দেন, কিন্তু সেইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা উপকার হয় কি না সন্দেহ, ফলতঃ ঐ রোগ হইলে রক্ত অতি শীঘ্র নষ্ট ও গাঢ় ও চটচট্যা এবং কালচা হইয়া যায়, শিরা কাটিলেও বাহির হয় না, সুতরাং রোগের প্রথম অবস্থায় রক্ত শোষণ না করিলে পরে করা যাইতে পারে না।

জন্তুটী ঘরের ভিতর রাখিয়া উত্তম পরিষ্কার জল দিতে হইবে, তাহাতে সামান্য লবণ মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

পালের একটী গোরুর হইলে অন্য কয়েকটিরও হইবার সম্ভাবনা, অতএব নিম্নলিখিত রেচক ঔষধ বয়স বুঝিয়া সকলকেই কম বেশি করিয়া দেওয়া উচিত, এবং খাইবার জলে অল্প করিয়া লবণ ও সোরা দেওয়া যাইতে পারিবে।

লবণ	৶ আধ পোয়া,
গন্ধকের গুঁড়া	/১০ দেড়ছটাক,
শুঁটের গুঁড়া	১।০ সওয়াতোলা,
গুড়	/১০দেড় ছটাক।

এই সকল দ্রব্য /২সের তপ্ত জলে ভাল করিয়া মিশাইয়া জুড়াইলে পর দিতে হইবে।

গোরুগুলিকে কেবল ঘাস দিতে হইবে ও রক্ত চলে এই নিমিত্ত তাহাদিগকে ফিরাইয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতে হইবে। পরে নিম্ন লিখিত উপদেশ মতে প্রত্যেক

অন্তর গায়ে কম্বলের পল্‌ত্যা প্রবেশ করাইয়া দেওয়া উত্তম।

চামড়া ধারাল ছুরি দিয়া পৌনে এক ইঞ্চি লম্বা করিয়া চিরিয়া তাহা হইতে দুইতিন ইঞ্চি তফাতে সেই পরিমাণে আর এক স্থানে চামড়া চিরিয়া একগোছা ঘোঁড়ার বালাঞ্চি কি সূতা বড় ছুঁচে পরাইয়া চেরা এক স্থানে বিন্ধিয়া অন্য চেরা স্থান দিয়া টানিয়া লইয়া ঐ সূতার দুই-টেরে কসিয়া ফাঁস দিবে। কিন্তু সেই ফাঁসে যেন দুই ছিদ্রের মধ্য স্থ চামড়ায় টান না পড়ে। ঐ পল্‌ত্যা ও তাহার কাছের চামড়া প্রতি দিন তিন চারিবার পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ক্ষত স্থানে মাসৃতা না পড়ে ও পলিতার কার্য্য ভালরূপে চলে এইনিমিত্ত নিম্নলিখিত পটী দিবে।

কর্পূর	১ একভাগ,
তার্পিন তৈল	।॰ সিকিভাগ,
মষিনার তৈল	৪ চারিভাগ।

ভাল করিয়া মিশাইয়া ঘারে লাগাইয়া দিবে, মাংস বৃদ্ধি হইলে একটু তুঁতের গুঁড়া দিবে।

ক্রমশঃ।

—:‡:—

তেঁতুল।

উদ্ধৃত।

তেঁতুলের সংস্কৃত নাম তিন্তিড়িকা। অম্লিকা, চুক্রিকা, অম্লি, চুক্রা, দন্তশঠা, অম্লা, চিঞ্চিকা, চিঞ্চা প্রভৃতি ইহার আরও কতকগুলি আয়ুর্ব্বেদিক নাম আছে, যথা—

"অম্লিকা চুক্রিকাম্লী চ চুক্রা দন্তশঠাপিচ।
অম্লা চিঞ্চিকা চিঞ্চা তিন্তিড়িকাচ তিন্তিড়ী॥"

পশ্চিম প্রদেশে ইহাকে আমুলি বলা হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের প্রায় প্রতি-গৃহস্থের বাড়ীতেই ইহার দুই একটী গাছ আছে। দরিদ্র বঙ্গবাসীর ভোজন-পাত্রের এক পার্শ্বে লবণ এবং অন্য পার্শ্বে তেঁতুলই আহারের প্রধান উপকরণ সামগ্রী।

কেবল আহারের প্রধান উপকরণ সামগ্রী বলিয়াই যে তেঁতুলের এত আদর ইহা নহে, তেঁতুলের অনেক গুণ আছে। কাঁচা তেঁতুলের তাদৃশ গুণ না থাকিলেও পরিপক্ক বিশেষতঃ পুরাতন তেঁতুল সম্বন্ধে আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। পরিপক্ক তেঁতুল দীপন, অগ্নি বৃদ্ধিকর, উষ্ণ, কফঘ্ন, বাতনাশক এবং শুক্রাদি বৃদ্ধিকর। তেঁতুল সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশ করেন—

"অম্লিকাম্লা গুরুর্ব্বাতহরী পিত্ত কফাস্রকৃৎ।
পক্কাতু দীপনী রুক্ষা সারোষ্ণা কফবাতনুৎ॥"

ইহা ব্যতীত 'রাজ নিঘণ্টু' প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার আর কয়েকটী গুণের উল্লেখ আছে। তেঁতুলের একটী প্রধান গুণ ইহা মুখের অত্যন্ত রুচি জন্মায়। তেঁতুলের বিরেচনশক্তিও বেশ আছে। তেঁতুলের সরবত অনেকেই ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে যে প্রণালীতে ইহার সরবত প্রস্তুত করিবার বিধান আছে, তদ্রূপ করিয়া প্রস্তুত করিলে আরও অধিক উপকারী হয়। কেবল উপকার অধিক হয় এমত নহে, পান করিতেও অধিক সুমিষ্ট ও রসনার প্রীতিকর হয়। এই রূপে ইহার সরবত প্রস্তুত করিবার বিধান আছে।—

"অম্লিকায়াঃ ফলং পক্কং মর্দ্দিতং বারিণা দৃঢ়ং
শর্করামরিচোন্মিশ্রং লবঙ্গেন্দু সুবাসিতং॥"

এবং ইহার গুণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"অম্লিকা ফল সম্ভূতং পানকং বাতনাশকং।
পিত্ত শ্লেষ্মকরং কিঞ্চিৎ সুরুচ্যং বহ্নি বোধকং॥"

অনেক ইংরেজও এ দেশে আসিয়া তেঁতুলের সরবতে বড় অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা জানি, কোন কোন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী প্রত্যহ নিয়মমত তেঁতুলের সরবত পান করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা অন্যরূপে ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এক গেলাস শীতল জলে তেঁতুলের সার বা Extract এক তোলা কিম্বা দুই তোলা ভিজাইয়া রাখিয়া তাহার মধ্যে খানিকটা Syrup এবং দুই তিন ফোটা Essence of Lemon অথবা অল্প পরিমাণ সেরি মিশ্রিত করিয়া কোন ২ সাহেব রাত্রে আহারান্তে শয়নের সময় পান করিয়া থাকেন, কেহ বা প্রাতে পান করেন। রাত্রি জাগরণ এবং পান ও আহারের অমিতাচারিতা জনিত শারীরিক কষ্ট ইহাতে অনেক পরিমাণে নিবারণ করে। অনেক বাঙ্গালিতেও কোষ্ঠবদ্ধ রোগের প্রতিকার উদ্দেশে প্রত্যহ নিয়মমত তেঁতুলের সরবত ব্যবহার করিয়া থাকেন।

তেঁতুলের সরবতে স্থানবিশেষে জ্বর বিকার পর্য্যন্ত ভাল হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। নানাবিধ চিকিৎসায় কোনরূপ ফল প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে হরিবোলা হইয়া কেবল তেঁতুলগোলা পান করিয়া অনেকে আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কঠিন শিরঃপীড়ায় তেঁতুলের সরবতে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার নিবারণ হইতে আমরা দেখিয়াছি। আমরা কোন বন্ধুর নিকট অবগত হইলাম, যাঁহারা

[illegible] মেদের অংশ অধিক, তাঁহারা মধুর [illegible] তেঁতুলের ক্বাথ ব্যবহার করিয়, যথেষ্ট [illegible] প্রাপ্ত হইতে পারেন।

ডাক্তারেরাও তেঁতুল, ঔষধ স্বরূপে [illegible] প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তেঁতুলের [illegible] Acid এবং Saccharine পদার্থ কি [illegible] পরিমাণে আছে, ইহা ব্যতীত তেঁতুলে [illegible] লিখিত পদার্থ গুলিও আছে।—

[illegible] (১) Sugar.

[illegible] আঠাবৎ বস্তু (২) Mucilage.

[illegible] (৩) Citric Acid.

(৪) Tartaric Acid.

(৫) Malic Acid.

তেঁতুলের ফুল উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিলে প্লীহা ও যকৃতে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ডাক্তারেরা পিপাসা নিবারণ করিতে তেঁতুলের সরবত স্থলবিশেষে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। [illegible]রেরা এইরূপ প্রণালীতে সরবত প্রস্তুত [illegible] বলেন, এক পিন্ট‡ তেঁতুল একটী [illegible] রাখিয়া তাহার মধ্যে উষ্ণ জল [illegible] কোয়ার্ট পরিমাণ ঢালিয়া দিয়া এবং [illegible] মিশ্রি উহার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া [illegible] বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। শীতল [illegible] কর কর্ত্তব্য। ডাক্তারেরা কোন [illegible]ও ইহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিরেচন কার্য্যে সরবত না করিয়া অন্যরূপে তেঁতুল ব্যবহার করিয়া ও ব্যবস্থা আছে। কোন এক জন প্রসিদ্ধ সিভিল সার্জ্জন এ সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ করেন—এক পিট দুগ্ধ একটী পাত্রে করিয়া আগুণের উপর তুলিয়া দিয়া যখন সিদ্ধ হইয়া ঘন হইয়া আসিতে থাকিবে, তখন তাহার মধ্যে দুই চামচে পরিষ্কার ও পরিপক্ক তেঁতুলের সার নিক্ষেপ করিয়া আবশ্যক মত মিষ্ট দিয়া নাড়িতে ২ মোহনভোগের ন্যায় ঘন হইয়া উঠিলে, তাহা নামাইতে হইবে। শীতল হইলে উহা আহার করিলে এক দিকে যেমন রসনার তৃপ্তিকর হইবে, অন্য দিকে বিরেচন কার্য্যেও যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ইংরেজীতে ইহাকে Tamarind Whey বলে।

কোনরূপ ধাতুবিষ উদরস্থ হইলে, তেঁতুল গুলিয়া ব্যবহার করিলে অনেক উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। ডাক্তারেরা ইহার বীজের চূর্ণ আমাশয়ে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তেঁতুলের পাতা উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া পুলটিস স্বরূপ ব্যবহার করিবারও ব্যবস্থা আছে। আয়ুর্ব্বেদেও তেঁতুলের পাতায় বেদনা নাশ করিবার শক্তির উল্লেখ আছে। যথা—"অস্যাঃ পত্রস্য গুণঃ—শোথ-রক্তদোষব্যথা নাশিত্বং।"

ডাক্তারেরা তেঁতুল পাতার ক্বাথ আর একটী পীড়ায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাঁহা-

‡ [illegible] গ্যালন অর্থাৎ (বাঙ্গালা ওজন /৩৷৵০, এই /৩৷৵০ ছটাকের চারি ভাগের এক [illegible] ছটাকে এক কোয়ার্ট হয় ও এই এক কোয়ার্ট অর্থাৎ উক্ত /৸৵১০ ছটাকে [illegible] এক পিন্টে) ।৶২ ছটাক ওজন হয়।

দের মতে Jaundice অর্থাৎ কাওল পীড়ায় * ইহার ক্বাথ পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

তেঁতুল গাছের ত্বকেও অনেক পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। বৈদ্যদিগের রাজ-নির্ঘণ্ট গ্রন্থে লিখিত আছে—"অম্লা শুষ্কত্বক্ ক্ষারস্তু গুণঃ শূল মন্দাগ্নিনাশিত্বং।" রাজ-নির্ঘণ্ট কেবল তেঁতুলের ত্বকের শূল এবং মন্দাগ্নি নাশ করিবার ক্ষমতার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু ডাক্তারেরা ইহা ব্যতীত ইহার আরও কয়েকটা অতিরিক্ত গুণ আবিষ্কার করিয়াছেন।

গলা বেদনায় তেঁতুলের ত্বক্ সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা কবল করিতে ডাক্তারেরা উপদেশ করিয়া থাকেন। ইহাতে সদ্য উপকার প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। প্রবন্ধলেখক স্বয়ং ইহার উপকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। Ulcer প্রভৃতি ক্ষত রোগে তেঁতুল গাছের ত্বকের আঠার চূর্ণ মহৌষধির ন্যায় কার্য্য করে, ইহাও পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। তেঁতুলের বীজের শ্বেত অংশের চূর্ণ উষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া কাঁই প্রস্তুত করিয়া স্ফোটকে দিলে স্ফোটক পাকিয়া গলিয়া যায়।

———o0o———

(বৈষয়িক তত্ত্ব।)

তেঁতুল।

২।

কিছু দিবস হইল, সুলভসমাচারে তেঁতুলের উপকারিতা সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"আমাশয় পীড়ায় উদরাময় অধিক কামড়ানি থাকিলে এবং আঠা মত অল্প অল্প মল পুনঃ২ নিঃসৃত হইলে, তেঁতুল পত্র অল্প লবণের সহিত জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিলে ২। ৩ দিন মধ্যে আমাশয় নিঃশেষ আরোগ্য হয়। শূলরোগে যখন লোকে উদরের ব্যথায় অস্থির হয়, তখন

* কাওলা অথবা ন্যাবা।

তেঁতুল ছাল ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম এক আনা মাত্রায় শীতল জলের সহিত সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ ব্যথার উপশম হয়। কোষ্টবদ্ধ রোগে পক্ক তেঁতুল ফল শীতল জলে গুলিয়া একটু লবণের সহিত সেই জল পান করিলে বহু কালের সঞ্চিত বদ্ধ মল শরীর হইতে নির্গত হইয়া পাকস্থলী বিশুদ্ধ হয়।"

ঔষধস্বরূপ তেঁতুলের সকল প্রকার ব্যবহার এবং উপকারিতার বিষয় আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এ পর্য্যন্ত তাহাই উল্লেখ করা হইল। এক্ষণে বাণিজ্য ব্যবসায় কার্য্যে ইহার কতদূর মূল্য হইতে পারে, তাহাও দেখা যাউক।

তেঁতুলের কাঠ শক্ত ও তৈলাক্ত; কাযে কাযে জ্বালান কার্য্যের বিশেষ উপযোগী। বারাকপুরে গবর্ণমেণ্টের বারুদ প্রস্তুতাগারে পর্ব্বতাকার তেঁতুল কাষ্ঠের রাশি যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন, অন্য কাষ্ঠ অপেক্ষা বারুদ প্রস্তুত কার্য্যে ইহারই আদর অধিক। বারুদের জন্য কয়লা প্রস্তুত করিতে তেঁতুল কাষ্ঠই প্রশস্ত। জল পরিষ্কার করিবার ফিল্টার যন্ত্রে ব্যবহার করিবার জন্য তেঁতুল কাষ্ঠের কয়লাই ভাল। আমরা কোন প্রাচীন ও বহুদর্শী ইঞ্জিনিয়ারের নিকট শুনিয়াছি, ইটের পাঁজা পোড়াইতে অন্যান্য কাষ্ঠ অপেক্ষা তেঁতুল কাষ্ঠই শ্রেষ্ঠ। এমন কি, তাঁহার মতে পাথুরে কয়লা অপেক্ষা তেঁতুল কাষ্ঠ পাঁজা পোড়াইবার পক্ষে অধিক উপযোগী।

অনেক কারখানায় এবং পাটের কলে আমরা দেখিয়াছি, বড় বড় চাকার দাঁত গুলি তেঁতুল কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ঘর্ষণে অন্য কাষ্ঠ অপেক্ষা তেঁতুল কাষ্ঠ অধিক স্থায়ী বলিয়াই উহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

তেঁতুল পাতার ক্বাথ যেমন ঔষধস্বরূপ ব্যবহার করা হয়, তেমনি শিল্প কার্য্যেও ইহার ব্যবহার আছে। তেঁতুল পাতার ক্বাথ মধ্যে রেশম বা পট্টবস্ত্র ডুবাইয়া রাখিলে, উহা সুন্দর হরিদ্রাবর্ণ প্রাপ্ত হয়।

ইহা রং বা রঞ্জিত করিলে তাহা সহজে উঠিয়া যায় না. এজন্য যখন পাকা রং করা আবশ্যক হয়, তখনই কেবল ইহা ব্যবহার করা হয়। রেশম বস্ত্র বা রেসমের সূতা প্রথমে নীলের মধ্যে ডুবাইয়া নীল রঙ্গ করিয়া লইয়া তেঁতুল পাতার উষ্ণ ক্বাথ মধ্যে ডুবাইলে অতি উৎকৃষ্ট সবুজ বর্ণ প্রাপ্ত হয়। আবার কাশ্মীর প্রদেশে পশমি কাপড় তেঁতুলের পাতার ক্বাথে রাখিয়া লাল বর্ণে রঞ্জিত করা হয়।

তেঁতুলের বীজ সিদ্ধ করিয়া তাহার কাল বর্ণ আবরণ উন্মোচন করিয়া শ্বেত অংশটা বাহির করিয়া, ইহা শিরীষের সহিত মিশ্রিত করিয়া একরূপ আঠা প্রস্তুত করা হয়। কাষ্ঠ একত্র সংযোগ করিয়া রাখিতে এরূপ উৎকৃষ্ট আঠা অতি অল্পই পাওয়া যায়। দেশীয় চিত্রকরেরা বর্ণ ফলিত করিতে তেঁতুল বীজের ক্বাথ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। স্বর্ণকারেরাও রূপা উজ্জ্বল করিতে লবণ এবং তেঁতুল একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করে।

দুর্ভিক্ষাদি সময়ে দরিদ্র লোকে তেঁতুলের বীজ আহার করিয়া থাকে। উপরের কাল অংশ তুলিয়া মধ্যের শাঁস ঘৃতে ভাজিয়া আহার করিতে নিতান্ত মন্দ নহে। সাধারণের সংস্কার আছে, ইহার বীজ গুরুপাক; কিন্তু আমরা স্বয়ং আহার করিয়া ইহার কোন অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

এদেশে প্রায় প্রতি গৃহস্থের বাটীতেই বৃদ্ধারা প্রতিবৎসর একটী মৃণ্ময় পাত্রে পুরাতন করিবার জন্য তেঁতুল যত্ন করিয়া রাখিয়া দেন। পুরাতন তেঁতুল অনেক পীড়ার মহৌষধ। পাত্রটী কেবল তেঁতুল দ্বারা পূর্ণ না করিয়া আগে যেমন করিয়া তেঁতুল রক্ষা করা হইয়া থাকে, তাহা করিলে তেঁতুলের গুণ যেমন ভাল থাকে, সেইরূপ তেমনি উৎকর্ষতা সম্পাদন হয়। পরিপক্ক তেঁতুল একটী পাত্রে রাখিয়া চিনির সিরা দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে, অনেক দিন ভাল অবস্থায় থাকিতে পারে।

কলিকাতার উইলসন হোটেল হইতে বিলাতে বা অন্যান্য দূর-স্থানের ব্যবহার জন্য যে সকল তেঁতুলের বাক্স প্রেরিত হয়, তাহাতে অন্য প্রণালীতে তেঁতুল রক্ষা করা হইয়া থাকে। এক বৎসর পরে বাক্স খুলিলেও বোধ হয় যেন পূর্ব্বদিবস গাছ হইতে তুলিয়া পরিপক্ক তেঁতুলগুলি বাক্সে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। যত প্রকারে তেঁতুল রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়টী আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। একটী পাত্রে প্রথমে এক অঙ্গুলি পরিমাণ পরিষ্কার দোবারা চিনি রাখিয়া তাহার উপর এক সারি তেঁতুল রাখিয়া আবার ঐরূপ চিনি দিয়া, ক্রমান্বয়ে পর পর তেঁতুল এবং চিনি সাজাইয়া সকলের উপরে চারি অঙ্গুল পরিমাণ পুরু করিয়া চিনি দিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিলে সমান অবস্থায় অনেক দিন তেঁতুলগুলি রক্ষা করা যাইতে পারে।

এদেশ হইতে বিলাতে প্রতি বৎসর বিস্তর তেঁতুল রপ্তানি হইয়া থাকে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, এক লক্ষ টাকার তেঁতুল বিলাতে চালান দিলে, নিতান্ত ন্যূন পক্ষেও চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

এক বিঘা জমিতে তেঁতুলের কৃষি করিলে ব্যয় বাদে বাইট সত্তর টাকা লাভ থাকিতে পারে। তেঁতুল গাছের ছায়ায় অন্য কোন গাছ হয় না, এরূপ অনেকের সংস্কার আছে; কিন্তু আনারসের কৃষি করিলে সুন্দর আনারস জন্মিতে পারে। তাহাতেও যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। চীনে তেঁতুল, আহারে রসনার অধিক তৃপ্তিকর। একরূপ তেঁতুল আছে, কাঁচা অবস্থাতেই সিন্দুরের ন্যায় তাহার অভ্যন্তরে লাল বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

২২শে ও ২৯শে কার্ত্তিক, ১২৯২।

এডুকেশন গেজেট।

———০O০———

সুন্দর।

সুন্দর সুন্দর তুমি, বড়ই সুন্দর ;
যত দূরে যাবে, ততো আরও মনোহর।
দূর হতে সুন্দরেতে লাগয়ে যেমন,
নিকটে থাকিলে তার, না লাগে তেমন।
দিবানিশি স্বর্ণাসন, আসন যাঁহার,
সে জন কি বোঝে কভু, গৌরব তাহার।
কোমল শয়নে, সদা শায়িত যে জন,
সে জন কি বোঝে কভু, কোমল কেমন।
শরদিন্দু নিভাননা, সদনে যাহার,
সে কি পারে বুঝিবারে, লাবণ্য তাহার।
অই যে হেরিছ দূরে গগণ প্রাঙ্গণে,
শীতগু শীতল করে, কর বিতরণে।
এত যে মলাম এর এত যে গৌরব,
পেতে আশ করে ধনী, ছাড়িয়া বিভব।
এত যে সুষমা হের, চন্দ্রমা কিরণে,
অতি দূরে বসস্থান তাহার কারণে।
নিয়ত বিদেশে যাঁরা যাপয়ে সময়,
কল্পনা মিলন বল, কিবা সুখময়।
হে বন্ধো। বিদেশবাসি ভাব একবার,
প্রণয়ের সারভূতা প্রতিমা তোমার।
হেরিবে কল্পনাচক্ষে চক্ষের সদন,
নিশ্চয় হইবে তুমি আনন্দে মগন।
কিবা মধুময় সেই লাবণ্যলহরী,
বুঝিবে পলকে তুমি মিলনচাতুরী।
তাই বলি দূর হতে কর দরশন,
দেখিবে সুন্দর দূরে "সুন্দর" কেমন।

—§‡§—

স্থানীয় সংবাদ।

এই দিনাজপুর সহরের এক মাইল উত্তরে গুইহাড়ী গ্রাম নিবাসী মীর মাহাম্মদালী নামক এক ব্যক্তির ২৯শে কার্ত্তিক তারিখে দুইটী কন্যা সন্তান চক্ষু না ফুটিতেই ভূমিষ্ট হয় এবং তিন দিবস পরে নবজাত যমজ শিশুদ্বয়ের চক্ষু ফুটিয়া সর্ব্বাবয়ব প্রাপ্ত হওয়ায় সাধারণের বিশেষঃ প্রসূতির পরম আহ্লাদের কারণ হইয়া উঠে। কিন্তু জনক জননীর দুর্ভাগ্যক্রমে চক্ষু ফুটিবার এক ঘণ্টা পরেই শিশুদ্বয়ের জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া যায়।

বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণ অসংখ্য তারকারাজী, তারা-বাজিরন্যায় প্রায় সমস্ত রাত্রেই চতুর্দ্দিকে পতন হইয়া গিয়াছে, এই অদ্ভুত পূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া মানব মাত্রেরই হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছে। বৎসরের প্রথমাবস্থা গত হইতে না হইতেই প্রথমতঃ ঘন ঘন ভূকম্পনে স্থলচরদিগকে লণ্ডভণ্ড করিয়াছে, তৎপর বর্ষার জলপ্লাবনে জলচর ও স্থলচর প্রায় সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। মর্ত্ত্যরাজ্যের সুখত এই ; এইক্ষণ স্বর্গ রাজ্যেই না জানি কি হয়।

... হিন্দুমহোদয়গণ মহোদয়গণের ... ও সাধারণের যত্নে এবং ... জগদ্ধাত্রী পূজা দেশ ... নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে; তাঁহারা কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ত্তৃপক্ষগণকে ধন্যবাদ দেই, যে তাঁহারা ধর্ম্মের নাম করিয়া কেবল বাহ্যিক আড়ম্বরে মনোনিবেশ করেন নাই।

OPINIONS OF THE PRESS.

Dinagepore Masik Patrika for Joystha and Assar. edited by Baboo Brojesh Chundra Sinha Chowdhury, BA. BL. and published by Bishnu Charun Bhattacharya, at the Dinajpore Sen—Jantra:— A new periodical, chiefly devoted to agricultural subjects and deserving of encouragement.

THE INDIAN ECHO.
July 27, 1885.

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইলাম। উক্ত পত্রিকা দিনাজপুর সেন-যন্ত্রে বাবু ব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরি বি এ, বি এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং বিষ্ণু চরণ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা প্রকাশিত। এই পত্রিকা প্রধানতঃ কৃষি বিষয়ে বিনিয়োজিত। এই প্রকার পত্রিকার উৎসাহ বর্দ্ধন করা নিতান্ত ই কর্ত্তব্য।

ইণ্ডিয়ান একো।
১৮৮৫, ২৭ জুলাই।

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা শ্রীব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরি বি.এ. বি এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত, দিনাজপুর সেন-যন্ত্রে মুদ্রিত। ... আন., ১ম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা। দিনাজপুর পত্রিকা, তাহার কলেবরের অধিকাংশই কৃষি-বিষয়ে বিনিয়োজিত করিয়াছেন। আখ, মাড়কল, অর্থ-সঙ্কর এবং মনুষ্যস্থ দেশ পরিষ্কার প্রাঞ্জল লিখা হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গবাসী।
১৮৮৫, ৯ আগষ্ট।

দিনাজপুর পত্রিকা শ্রীব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরি বি এ, বি এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও দিনাজপুরে প্রকাশিত। এখানি মাসিক পত্রিকা। মফঃসল হইতেও যে মাসিক পত্রিকা বাহির হইতেছে, ইহা আহ্লাদের বিষয়, কিন্তু স্থায়ী হইলে হয়। বগুড়া হইতে ও পরে কাকিনিয়া হইতে বিশ্ববন্ধু নামক পত্র প্রচারিত হইতে ছিল; কিন্তু গ্রাহকগণ যথা সময়ে মূল্যাদি প্রেরণ না করাতেও সাধারণ রূপে উৎসাহ না পাওয়াতে একত্ প্রবেশের প্রথম প্রকাশিতে উক্ত মাসিক পত্র খানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা দিনাজপুর পত্রিকার যে দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে করেকটী হিতকর বৈষয়িক প্রস্তাব আছে।

রঙ্গপুরদিক্প্রকাশ।
১২৯২, ১২ ভাদ্র।

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা।

১ম ভাগ। পৌষ, ১২৯২। ৮ম সংখ্যা।

কলার চাষ।

ত্রিন শত ষাট ঝাড় কলা রোপ না কেট পাত;
তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত।

আমাদিগের এই পৌরাণিক কথাটী মনে পড়ায় অজ্ঞ পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে কলার চাষ সম্বন্ধীয় কয়েকটী বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

কলা আমাদিগের বিশেষ উপকারী জিনিষ, এবং উহা নানা জাতীয় দেখা যায়, তন্মধ্যে মর্ত্তমান, কানাইবাঁশী, চাঁপা, বিষ্ণুভোগ, চিনিচাঁপা, মালভোগ, অনুপম, মদনমুরারি, বোম্বাই, মধুয়া, সিন্দুরা, ঘৃতকাঞ্চন এই সমুদয় পাকিলে অত্যন্ত সুখাদ্য এবং উপাদেয়। বড় বগুনা ও কাঁচা কলা তরকারীতে খাওয়া যায়, ইহা ব্যতীত বিচাদয়া, চিনিদয়া, কাঁঠালেদয়া, কাবুলে প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার কলা আছে, যাঁহারা এই সকল কলার থোড় ও মোচার তরকারী ভক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম জানেন। আমা-

[illegible] দেবীর পূজা ও অন্যান্য [illegible] কার্য্যে কলার বিশেষ প্রয়োজন, এমন কি, কলা না হইলে ঐ সমুদয় কার্য্য কোন মতেই হইতে পারে না। শুভ অশুভ সকল কার্য্যেই কলার আবশ্যক; তদ্ভিন্ন আহারের পক্ষে অতিশয় সুখাদ্য। থাবথোড় ও মোচা আমাদিগের আহারীয় তরকারীর মধ্যে একটী প্রধান তরকারী। যিনি একবার মোচার ঘণ্ট ভক্ষণ করিয়াছেন তিনি কখনই উহার স্বাদ ভুলিতে পারিবেন না। কলার পাতা ও খোলা দরিদ্র লোকদিগের আহারের থালা, এবং ধনী লোকদিগের বৃহৎ ব্যাপারে স্বর্ণ-থালা অপেক্ষাও আদরণীয়, সামান্য২ ব্যবসায়ীগণ জিনিষের টোপলা বাঁধিবার জন্য উহা প্রত্যহ ক্রয় করিয়া ব্যবহার করে। এই যে কলার আবশ্যকতা শেষ হইল এমত নহে। কলা কাটিলে তাহার যে পাতা ও ডাগুয়া পড়িয়া থাকে তাহা শুষ্ক করিয়া উপায়হীন লোকেরা রন্ধন কার্য্যে লকড়ির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। রন্ধন কার্য্য সমাপ্ত হইলে উহার ছাই গরিব লোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী; কারণ উহাতে কাপড় উত্তম পরিষ্কার হয় এবং এদেশীয় গরিব লোকেরা প্রায়ই ঐ ছাই দিয়া কাপড় পরিষ্কার করে। ইহা ব্যতীত উহার ক্ষার হইতে একরূপ লবণ প্রস্তুত হয়, আসাম ইত্যাদি স্থানে ঐ লবণের বিশেষ সমাদর। উহাতে দরিদ্র লোকদিগের বাজারের লবণ খরিদ করিতে যে পয়সা খরচ হয় তাহা বাঁচিয়া যায়; অতএব এরূপ উপকারী জিনিষ প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। উহা রোপণ করিতে বিশেষ চাষের দরকার করে না; পরীক্ষার জন্য প্রথম ১০ কি ১৫ কাঠা জমি উত্তম রূপ ঘিরিয়া গাছ লাগাইয়া দেখিলেই হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে উহার পাতা কাটা উচিত নয়। ঘেরার তাৎপর্য্য এই যে গরু কিম্বা ছাগলে উহার পাতা খাইতে না পারে। উত্তম রূপ ঘেরা হইলে জমিতে একবার কোদাল দিয়া কোপাইয়া লইতে হয় পরে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ, কিম্বা

আষাঢ় মাসে গাছ লাগাইতে হয়। এই সময় গাছ লাগানের তাৎপর্য্য এই যে গাছ শীঘ্র লাগিয়া যায়। প্রথমতঃ ছোট ছোট চারা ১০।১২ হাত অন্তর একটী ২ করিয়া সারি দিয়া লাগাইতে হয়, যখন দেখা যাইবে যে কলার গাছ বেশ লাগিয়া গিয়াছে ও নূতন পাতা বাহির হইয়াছে, তখন গাছের এক হাত রাখিয়া কাটীয়া দিয়া উত্তমরূপ থেতলাইয়া দিতে হইবেক, পরে ঐ কর্ত্তিত গুড়ার চতুর্দ্দিক হইতে ছোট২ নূতন চারা বাহির হইবেক ঐ গাছ ৩।৪ হাতের বেশি উর্দ্ধ হইবেক না এবং উহা হইতে যে কলার কান্দি বাহির হইবেক তাহা প্রায় ভূমি-সংলগ্ন হইবেক, এবং কলা বড় ও দেখিতে অতি সুন্দর হইবেক। এইরূপে এক স্থানে তিন বৎসর রাখিতে হইবেক, তাহার পর স্থান পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক; কারণ কলার গাছ একস্থানে তিন বৎসরের অধিক রাখিলে ভাল হয় না, তিন বৎসর পরে যে চারা বাহির হয় তাহা সতেজ হয় না ও তাহার ফলও ভাল হয় না। কলার গাছ দোয়াঁস জমিতে ভাল হয় অর্থাৎ যে জমিতে ।০ আনা বালু ও ৷৷০ আনা আঠাল মাটি ঐ জমিতে কলার আবাদ ভাল হয়। কেবল বালু কিম্বা আঠাল (যাহাকে এদেশে খিয়ার বলে) জমিতে ভাল হয় না, কারণ ঐ দুই জমিতে ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত রস থাকে না, রস না থাকিলে কলার গাছ নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যায় এই জন্য দোয়াঁস জমিতে কলার আবাদ করা যুক্তিসিদ্ধ। ঐ কলার জমিতে যে কেবল কলাই হইবে এমত নহে, উহার মধ্যে আনারসের গাছ লাগাইলেও ক্ষতি নাই; কারণ কলা ও আনারস উভয়ই বিনা সারে ও বিনা চাষে হইয়া থাকে। পাঠকগণ, আমাদের অনুরোধ, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন কি রূপ ফল প্রাপ্ত হন। ইহাতে বিশেষ খরচের আবশ্যক নাই, কিন্তু একবার তৈয়ার হইলে বেশ পয়সা পাওয়া যায়। একবার কলা ধরিতে থাকিলে সকল কালীন প্রায় সমুদয় ঝাড়ে কলা ফলিতে থাকে এক এক কান্দি কলাতে ১২।১৩, কোন ২ সময়

১৬।১৭ ছড়ি পর্য্যন্তও কলা জন্মে, প্রত্যেক ছড়িতে ১২।১৪ টা করিয়া কলা ধরিয়া থাকে, হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে গড়ে আড়াই পয়সা করিয়া ছড়ি বিক্রয় হয়, ১৩ ছড়িতে অর্থাৎ প্রত্যেক কান্দিতে ।৶১২॥ আনা করিয়া উৎপন্ন হয়, অতএব এরূপ হিসাবে যদ্যপি কলা রোপণ করা যায় তবে ফি মাসে অন্যূন ৩০ কান্দি করিয়া কলা উৎপন্ন হয়, যদি উক্ত কলা বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে মাসে ১৪। ১৫ টাকা লাভ হয়। খরচ খরচা বাদ দিয়া যদ্যপি ১৩৲ টাকা মাসে থাকিয়া যায় তাহা হইলে একটী লোকে বিনা ক্লেশে ১৫৬৲ টাকা বৎসর উপার্জ্জন করিতে পারে তাহার কোন সন্দেহ নাই। অতএব বিনা চাষে বিনা সারে ও অল্প পরিশ্রমে যদ্যপি বৎসর ১৫৬৲ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে। কলা বার মাস হয় বলিয়াই আমরা উক্ত হিসাব দিলাম, কলার একটী বিশেষ গুণ এই যে উহা যে বৎসর লাগান যায় সেই বৎসরই ফল ফলিতে থাকে। অন্যান্য গাছের ন্যায় কলা বিলম্বে হয় না, আনারসের পক্ষে সেরূপ নয়, উহা প্রায় তৃতীয় সনে জন্মে এবং উহা বৎসরের মধ্যে কেবল একবার হয়। কলার চাষের বিষয় পূর্ব্বে যেরূপ লেখা হইল তাহা ব্যতীত অন্য প্রকারেও উহার চাষ করা যাইতে পারে, কিন্তু সেটিতে কিঞ্চিৎ পরিশ্রমের আবশ্যক করে। তাহা এই যে সমুদয় কলা খাইবার সময় বীচি আছে বলিয়া বোধ হয় না, একটু বিশেষ মনোযোগ দিয়া দেখিলে উহাতে এক প্রকার সর্ষপের ন্যায় ক্ষুদ্র বীচি দেখিতে পাওয়া যাইবেক ঐ বীচি হইতেই চারা উৎপন্ন করা যাইতে পারে। প্রথমে দোয়াঁস-মাটিবিশিষ্ট একটী জমি উত্তমরূপ চাষ করিতে হয়, এরূপ ভাবে চাষ করা প্রয়োজন যেন উক্ত জমির মাটি ঠিক ধূলার ন্যায় হয় পরে ঐ জমিতে লবণ ও খড়ের ছাই ছড়াইয়া দিতে হইবেক যখন জমি সুন্দর মত পাইট করা হইবে তখন কয়েকটী সুপরিপক্ক কলা আনিয়া ঘরে রাখিতে হইবেক। যখন দেখা যাইবে যে কলাগুলি

বেশ পাকিয়া উপরের খোসাগুলি পচিয়া গিয়াছে তখন খোসাগুলি ফেলিয়া দিয়া উক্ত কতকগুলি ধূলার সহিত কলা বেশ করিয়া চটকাইতে হইবেক; চটকান হইলে পূর্ব্বোক্ত জমিতে হাত লাঙ্গল দিয়া ১০। ১২ হাত অন্তর একটী ২ গই অর্থাৎ খাল করিতে হইবেক। তারপর বালুকাযুক্ত কলা, একগাছি সরু দড়িতে মাখিতে হইবেক; যখন মাখা সারা হইবেক তখন দুই জন লোকে দড়ির দুই দিকে এরূপ ভাবে খালের উপর ধরিতে হইবেক যেন দড়ি গাছটী ঠিক খালের মধ্যস্থানে থাকে পরে অপর এক জনে ঐ দড়ি এরূপ ভাবে ঝাড়িতে থাকিবে যেন ঐ দড়িস্থ বালুকাযুক্ত কলার অংশগুলি ঐ খালের মধ্যে পড়িয়া যায়, পরে ঐ খাল অল্প চাবিয়া দিতে হইবে যদ্যপি মাটিতে রস থাকে তাহা হইলে জল দিতে হইবে না নচেৎ মাটিতে রস রাখিবার জন্য জল সেচন করিতে হইবেক, কোন খাল মাটি চাপা না হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবেক; এইরূপ করিলে একমাস, কখন ২ দেড়মাস মধ্যে ছোট ২ কলার গাছ বাহির হইবেক, যখন কলার গাছ বেশ লাগিয়াছে বলিয়া বোধ হইবে তখন পূর্ব্বের ন্যায় ধারাল অস্ত্রের দ্বারা উহার গোড়া কাটিয়া দিতে হইবেক। এইরূপ কলার গাছের গোড়া কাটিয়া উহার মধ্যে একটী করিয়া কঞ্চি পুতিয়া দিলেই হইবে, খেজাইয়া দিতে হইবেক না, পরে দেখিবে যে উহার চতুঃপার্শ্ব হইতে খুব মোটা মোটা চারা বাহির হইবেক। ঐ চারাও পূর্ব্বেরন্যায় ৩। ৪ হাতের বেশী হইবেক না। কলার বিষয় সময়ান্তরে আর কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

———০০০———

গবাদি পশুর রোগ ও চিকিৎসা।

গরুর আর এক প্রকার রোগ আছে তাহাকেও "গলাফুলা" বা "গলার ঘা" বলে। এই রোগ অত্যন্ত সাংঘাতিক ও ছোঁয়াচি। রক্তে গরল প্রবেশ হওয়াতে হইয়া থাকে; এই রোগে জিহ্বা ও মুখের পশ্চাদ্ভাগে এবং কণ্ঠের গলার নলির ঊর্দ্ধভাগের সকল স্থান শীঘ্র২ ফুলিয়া উঠে এবং জিহ্বার ও কণ্ঠের চারিদিকের সকল স্থান রক্তময় কলৃতানিতে পূর্ণ হয়, অধিক জ্বরও হয় এবং ঢোক গিলিতে ও শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়।

কণ্ঠ ও কাণের নিম্ন ভাগের ও চোয়ালির মধ্যে যে বিচি বা গ্রন্থি থাকে তাহা ফুলিয়া উঠে। মুখ হইতে লাল পড়ে। জিহ্বা ও মুখের পশ্চাদ্ভাগে ফুলা দেখা যায়। নাকের ছিদ্রের ও চক্ষুর পাতার পরদা লাল হইয়া উঠে। শ্বাস ফেলিলে দূর হইতে ঘড় ঘড় শব্দ শুনা যায়। শ্বাসে বড় দুর্গন্ধ হয়, জিহ্বা মুখের বাহিরে ঝুলিয়া পড়ে এবং কাল ও ক্ষত যুক্ত হয়। স্থানে স্থানে পুঁযও বাহির হয় ও জিহ্বার কোন কোন স্থানে কাল ২ দাগড়া দাগড়া দেখা যায়। শ্বাস ফেলিতে যে কষ্ট হয় তাহা শীঘ্র বাড়িয়া উঠে ও অল্প কালের মধ্যে গলা আটকিয়া মরিয়া যায়।

ঐ রোগ কখনও এক কি দুই ঘণ্টা, কখনও বা দুই তিন দিন থাকে। শতের মধ্যে প্রায় আশীটা মরিয়া যায়।

ব্যবস্থা।—এই রোগ অতি শীঘ্র বাড়িয়া উঠে সুতরাং চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করা উচিত তাহা বিলম্ব না করিয়া করিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় টের পাওয়া গেলে ও আহারীয় দ্রব্য গিলিয়া ফেলিতে জন্তুর অধিক কষ্ট না হইলে নিম্নলিখিত কোন একটী রেচক ঔষধ দিতে হইবে।

(১)

মষিণার তৈল ⁄। এক পোয়া,
গন্ধকের গুঁড়া ⁄৹ আদ পোয়া,
শুঁটের গুঁড়া ১।০ সওয়া তোলা।

ভাতের আদসের তপ্ত মাড়ের

সঙ্গে দিবে।

(২)

লবণ	৵ আদ পোয়া।
গন্ধকের গুঁড়া	/১০ দেড় ছটাক।
শুঁটের গুঁড়া	১।০ সওয়া তোলা।
গুড়	/১০ দেড় ছটাক।

/২ দুই সের তপ্ত জলে ভাল করিয়া মিশাইয়া জুড়াইলে পর দিতে হইবে।

তৎপর কণ্ঠের রোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে ও ফুলাটী বাড়িয়া গেলে গলার নলী বন্ধ না হয় ও শ্বাস না আট্‌কায় এমত উপায় সাধ্যমতে করিতে হইবে। কণ্ঠের চারিদিকে এক কাণের গোড়া হইতে অন্য কাণের গোড়া পর্য্যন্ত ও গলার নলীর উপরিভাগে দুই তিন ইঞ্চি স্থান রাখিয়া তিন চারিবার লৌহ লাল করিয়া পোড়াইয়া দাগ দিতে হইবে। আরও চোয়ালের নীচে ও মধ্যস্থানে এবং এক কাণের গোড়া হইতে অন্য কাণের গোড়া পর্য্যন্ত গলায় আর দুই তিনবার ঐ রূপ তপ্ত লৌহ দিয়া দাগিয়া দিতে হইবে। তারপর নিম্নলিখিত কোন একটী ঔষধের তীব্র বিলিস্তরা করিয়া জোরে মলিয়া দিতে হইবে।

(১)

তেলা পোকা	...	এক ভাগ।
মষিণার তৈল	...	ছয় ভাগ।
মোম	...	ছয় ভাগ।

মোম গলাইয়া মষিণার তৈলের সঙ্গে মিশাইয়া তাহাতে ঐ পোকা ফেলিয়া দিবে।

(২)

জয়পালের তৈল	এক কাঁচ্চা।
সরিষার তৈল	আদ পোয়া।

ভাল করিয়া মিশাইয়া লাগাইয়া দিবে।

ঐ বিলিস্তরার কোন ফল দেখা গেলে তাহা সুলক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। বারম্বার নিম্নলিখিত ঔষধের জল দিয়া ধুইয়া দিতে হইবে।

ফটকিরি	...	বার আনা।
গুড়	...	দুই ছটাক।
জল	...	আদ সের।

গুলিয়া দিতে হইবে।

অথবা নীচের লিখিত ঔষধের পিচকারী আদ আদ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যাইতে পারিবে।

দুই সের তপ্তজল সাবান দিয়া

ফেনাইয়া তাহাতে এক কি দেড় ছটাক সরিষার তৈল দিয়া ভাল মতে নাড়িয়া নাড়িয়া মিশাইয়া পরে চুঙ্গিদ্বারা মলদ্বারে প্রবেশ করাইবে।

ভাতের পাতলা মাড়ে কিঞ্চিৎ লবণ দিয়া তাহাতে নিম্নের ঔষধ মিশাইয়া গরুর পান করিবার জন্য দেওয়া যাইতে পারিবে। এই ঔষধটী অত্যন্ত তেজো বর্দ্ধক।

ধুতুরার বিচির গুঁড়া ।৴০ ছয় আনা,
কর্পূর ... ৸০ বার আনা,
শরাব ... ৵ দুই ছটাক।

শরাবে কর্পূর গুলিয়া তাহাতে ধুতুরা দিয়া ভাতের এক সের তপ্ত মাড়ের সঙ্গে দিতে হইবে।

ঔষধ খাওয়াইবার সময় অত্যন্ত সতর্ক হইয়া কায করা আবশ্যক কেন না গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে গলায় ঔষধ ঠেকিতে পারে।

কোন২ স্থলে গন্ধকের কি আলকাতরার ধূঁয়া নাকে টানিয়া নিতে দিলে অত্যন্ত উপকার হইতে পারে।

গলা আটকানতে গরুর মরিবার আশঙ্কা হইলে গো-চিকিৎসকেরা কণ্ঠের মাঝা মাঝি স্থানে গলার নলী চিরিয়া খুলিয়া দেয়, সেই ছিদ্র দিয়া গরু শ্বাস তুলিতেও ফেলিতে পারে। এই প্রকার করিয়া সময়ে সময়ে গরু রক্ষা পাইয়াছে। গলার চারিদিকে অধিক ফুলিয়া উঠিলে ধারাল ছুরি দিয়া ঐ ফুলাস্থানের নীচে দুই একস্থান চিরিয়া দেওয়া যাইতে পারে। পরে নিম্নলিখিত ঔষধ দিয়া ঐ ক্ষত স্থান বাঁধিতে হইবে।

কর্পূর ... একভাগ।
তার্পিণ তৈল ... সিকিভাগ।
মসিণার তৈল ... চারিভাগ।

এই সকল ভাল করিয়া মিশাইয়া ঘায়ে লাগাইয়া দিবে, মাংসবৃদ্ধি হইলে তুঁতের গুঁড়া দিবে।

এই পটী গবাদির ও মেষের পায়ের ঘায়ের পক্ষে উত্তম।

মৃত্যুর পর দেহের লক্ষণঃ—

জিহ্বা ও মুখের পশ্চাদ্ভাগ ও গলার নলীর উপরিভাগ অত্যন্ত ফুলা ও ঘোর লাল হয়, স্থানে ২ ক্ষত দেখা যায় তাহা হইতে পুঁয বাহির হয়। জিহ্বার উপরিভাগের চর্ম্ম ও মুখের চর্ম্মের নীচের ঝিল্লি

স্থানে স্থানে কাটা থাকে। জিহ্বা ও মুখের পশ্চাদ্ভাগে কাল২ দাগড়া২ থাকে। সকল স্থান দিয়া পচা গলিত দুর্গন্ধ বাহির হয়। জিহ্বার কাছে চোঁয়ালির মধ্যস্থানে ও গলার চারিদিকে হলুদবর্ণ রক্তময় কলতানি থাকে। কাণের গোড়া অবধি কণ্ঠের দুই দিকে ও চোঁয়ালির মধ্য স্থানের গ্রন্থি সকল ফুলা থাকে।

এই রোগ ছোঁয়াচে রোগ, এই কারণে যাহারা রুগ্ন জন্তুকে ঔষধ দেয় কিম্বা মরণের পরে যাহারা দেহ চিরিয়া দেখে, তাহাদের হাতে অস্ত্রের চোট না লাগে এই বিষয়ে অতিশয় সতর্ক থাকিতে হইবে, পাছে সেই রোগের বীজ তাহাদের গায়ে প্রবেশ করে।

এই রোগে যে গরু মরে, [illegible] লোক সেই গরুর মাংস বিষাল বলিয়া খায় না। অন্য রোগে মরিলেও মুচিরা সেই মাংস খাইয়া থাকে, কিন্তু এই রোগে মরিলে তাহারাও খায় না। গরুর পালের মধ্যে কোন [illegible] এই রোগ হইলে তাহাকে [illegible] রাখিতে হইবে।

ক্রমশঃ।

—§‡§—

[২] চেতনের সত্তা।

ষড়্দর্শনের মধ্যে কোন দর্শনই চেতনের সত্তা অস্বীকার করেন না। অচেতন পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদিও সকল দর্শনের ঐকমত্য নাই, চেতনের সত্তা সকলেই এক প্রকারে না একপ্রকারে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সকল দর্শনই চেতনের সত্তা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু এই স্বীকৃত চেতন পদার্থ সকলের মতে একরূপ নয়। বেদান্ত মতে কেবল চেতনই এক মাত্র পদার্থ, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন এই পদার্থ বক্তাভেদে "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।" অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ প্রভৃতি এই পদার্থেরই নাম। জীব, ঈশ্বর, এই সমস্ত কেবল এক মাত্র ব্রহ্ম পদার্থের অবান্তর

তো মাত্র, আর অন্য কোন পদার্থ নাই, আর অন্ত পদার্থ আছে বলিয়া লৌকিক ব্যবহার থাকায় এই দুই পদার্থ সমূহের ব্যবহারিক সত্তা মাত্র স্বীকার করা যাইতে পারে, বাস্তবিক তাহাদের কোন সত্তা নাই। ন্যায় বৈশেষিকাদি দর্শন আত্মা বলিয়া একটী পদার্থ স্বীকার করেন, এই আত্মা চৈতন্যময়, এবং ইহাই তাঁহাদের মতে একমাত্র চেতন পদার্থ। সাংখ্যাচার্য্য জড় পদার্থ হইতেই সমস্ত জগতের উদ্ভব স্বীকার করেন, তাঁহার মতে দৃষ্টমান বিশ্ব জড় হইতেই উৎপন্ন, কিন্তু তথাপি তিনি একটী স্বতন্ত্র চেতন পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্য-দর্শনে এই চেতন পদার্থের নাম পুরুষ। আমরা স্থানান্তরে এই পুরুষের কথা সবিশেষ বলিব; ফলতঃ অচেতন পদার্থের সত্তা সম্বন্ধে দর্শন গুলির যতই কেন মত-ভেদ থাকুক না, কোন না কোন একপ্রকারের একটী চেতন পদার্থের অস্তিত্ব সকল দর্শনই স্বীকার করেন।

——000——

[৩] চেতনের অবিনশ্বরত্ব।

ষড়্‌দর্শনের মধ্যে সকল দর্শনই যেমন চেতন পদার্থ বিশেষের সত্তা স্বীকার করেন, সেইরূপ ঐ স্বীকৃত চেতন পদার্থের অবিনশ্বরত্বও সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যে চেতন পদার্থটির সত্তা সকল দর্শনেই স্বীকার করেন তাহার গুণ সম্বন্ধে দর্শনগুলির মধ্যে অনেক মতভেদ আছে, কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে এই চেতন পদার্থটী ধ্বংশ-শীল নহে। বেদান্ত প্রভৃতি আস্তিক দর্শনের মতে চেতন পদার্থটী নিত্য অর্থাৎ ভূত, ভবিষৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই ঐ চেতন পদার্থটী অবিকৃত ভাবে অবস্থিত। নিরীশ্বর সাংখ্যকারের মতেও পুরুষের আবির্ভাব, তিরোভাব নাই, অর্থাৎ এই চেতন পদার্থটী কোন সময়ে ছিলেন না, আবার আবির্ভূত হইলেন এরূপ নয়, পুরুষনামা চেতন সকল সময়েই আছেন; তিনি ছিলেন না এমন সময় নাই এবং হইবেও না। প্রাণীমাত্রেরই দেহে যে এই চেতন পদার্থ অধিষ্ঠিত আছেন এবিষয়ে কোন দর্শনেরই মতের পার্থক্য নাই। এখন একটী সন্দেহ এই উপস্থিত হইতে পারে যে যদি বাস্তবিকই চেতন পদার্থের ধ্বংশ নাই, তবে কোন প্রাণীর মৃত্যু হইলে তাহার শরীরস্থ চেতন পদার্থ কি ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় না? যদি তাহাই না হইল তবে মৃত্যু কি? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে এই বলিতে পারি যে বিশ্বে ধ্বংশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ধ্বংশ কিছুরই হইতে পারে না, তবে আপাতত বুদ্ধিতে যাহা ধ্বংশ বলিয়া বোধ হয় তাহা

পরিবর্ত্তন মাত্র। যে বস্তু ধ্বংশ হইল বলি য়া বোধ হয় প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র। দেখিলাম একটী মোমের বাতি জ্বলিতে জ্বলিতে নিঃশেষ হইয়াগেল, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বাতির মোম টুকু পুড়িতে পুড়িতে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া বায়ুর সহিত মিলিয়া গেল; অনুসন্ধান করিলে সকল স্থলেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। পার্থিব পদার্থের পক্ষে যেরূপ, শরীরাধিষ্ঠিত অপার্থিব চেতন পদার্থের পক্ষেও সেইরূপ ধ্বংশ নাই; তবে উভয়ের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ যে পার্থিব পদার্থের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, অপার্থিব চেতন পদার্থের পরিবর্ত্তন হয় না। প্রাণীর মৃত্যু সময়ে দেহস্থিত চেতন পদার্থটী এক শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য শরীরে প্রবিষ্ট হয়, এবং এইরূপে এক শরীরস্থ চেতন নানা শরীরে অবস্থান করে। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় উক্ত আছে যে,যেমন কোন ব্যক্তি জীর্ণ-বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন-বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আত্মাও জীর্ণ-শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন একটী শরীরে প্রবিষ্ট হয়। এস্থলে আমরা স্বীকার করিয়া আসিতেছি যে,আত্মা শরীর হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্ন, বাস্তবিকও শরীরাধিষ্ঠাতা চেতন শরীর হইতে ভিন্ন বটেন; এবিষয়ের প্রমাণ আমরা স্থলান্তরে দর্শাইব, ফলতঃ সকল দর্শনের মতেই এই চেতন পদার্থটী অবিনশ্বর।

——:‡:——

[৪] আত্মার নানা শরীর ভ্রমণ।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী বিষয় ব্যতীত আত্মা অর্থাৎ শরীরস্থ চেতনের নানা শরীর পরিভ্রমণ বিষয়েও বহু দর্শনের ঐকমত্য আছে; সকল দর্শনই স্বীকার করে যে, যে চেতন পদার্থটী এক্ষণে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট শরীর অনুপ্রাণিত করিতেছে ঐ চেতন পদার্থটিই আবার মৃত্যু সময়ে জীর্ণ-শরীর পরিত্যাগ করিয়া শরীরান্তরে প্রবেশ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করিলেই আত্মার নানা শরীর ভ্রমণ ও স্বীকার করিতে হয়। বৈদেশিক দার্শনিকেরা আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করেন বটে কিন্তু আত্মার নানা শরীর ভ্রমণ তাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে এই আত্মার নানা শরীর ভ্রমণ বিষয়ক মতটী (Transmigration of soul or metempsychosis) ভারতবর্ষীয় দার্শনিকদিগের একটী গুরুতর ভ্রান্তি। কিন্তু অপক্ষপাতে দেখিতে গেলে বৈদেশিক দার্শনিকদিগের এই মতটী বিশেষ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না; তাঁহারা কেবল আত্মার ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, অতীতের দিকে তাঁহাদের একবারে দৃষ্টি নাই। তাঁহারা এই মাত্র দেখেন যে বর্ত্তমান সময়ে যে আত্মা একটী শরীর অধিষ্ঠান করিতেছেন, ভবিষ্যতে এই শরীর হইতে বহির্গত হইয়া আত্মা অবস্থান করিবেন, কারণ আত্মা অবিনশ্বর, শরীর সঙ্গে২ ইহার ধ্বংশ সম্ভবে না। কিন্তু তাঁহারা

এটী দেখিলেন না যে বর্ত্তমান সময়ে যে আত্মা কোন একটী জড় শরীরে অবস্থিতি করিতেছে, অতীত কালে এই আত্মা কোথায় ছিল। আত্মার নানা শরীর ভ্রমণ পক্ষে এই একটী যুক্তি, অপর একটী যুক্তি আমরা সংক্ষেপে এস্থলে উল্লেখ করিব। দৃশ্যমান জগতে জীব ভেদে, ব্যক্তিভেদে সুখ দুঃখাদি ভোগাভোগ নানা প্রকার। কোন ব্যক্তি সুখী, কোন ব্যক্তি দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, এরূপ নানা প্রকার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের পার্থক্য আছে, এই পার্থক্যের হেতু কি, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের উত্তর এই যে, প্রকৃত প্রস্তাবে পার্থক্য কিছু নাই। আর যদিই বা কিছু থাকে, তবে তাহার কারণ মনুষ্যের অবোধ্য। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে এসমস্ত অনুমানের বিষয়, সুখ দুঃখাদির পার্থক্য আমরা দেখিতে পাইতেছি; ইহার কোন কারণ দেখা যায় না, কিন্তু অবশ্যই ইহার কারণ আছে, পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপ পুণ্য এই পার্থক্যের কারণ হওয়া সম্ভবপর; বলিতে পারিনা ইহার কারণ প্রকৃত কি, কিন্তু অনুমান হয় পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপ পুণ্যই এরূপ পার্থক্যের কারণ। এস্থলে আমরা আর একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। মনে করুন, একটী নবজাত শিশু একমাস কি তদপেক্ষাও কম বয়স। সাংঘাতিক কষ্টদায়ক পীড়ায় অভিভূত হইয়া দুঃসহ যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে, হয়ত তাহার বক্ষস্থলে শ্লেষ্মা চাপিয়া গুরুতর পীড়া দিতেছে, শ্বাস অবরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের সময় সুকুমার শিশুর কোমল বক্ষঃ বসিয়া যাইতেছে, মুখ ব্যাদন করিয়া অতি কষ্টে একটু বায়ু অন্তরস্থ করিতেছে, বিষম যন্ত্রনা, ঘোরতর পীড়া মুহুর্মুহুঃ তাহাকে অভিভূত করিতেছে, নির্ব্বাক্ শিশু কিছু বলিতে পারিতেছে না, কষ্টের কথঞ্চিৎ আরাম, আহা, উহু, শব্দও সে করিতে পারিতেছে না বালকের একমাত্র বল রোদন সে শক্তিও তাহার অপহৃত হইয়াছে; আর কিছুই নাই নিশ্বাসের পরে নিশ্বাস, পীড়ার উপর পীড়া, যন্ত্রনার উপরে আরও ভীষণতর যন্ত্রণা; এই নিরপরাধ ক্ষুদ্র শিশুর কি অপরাধে এত শাস্তি হইতেছে? নিঃশক্ত নবজাত শিশু এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে তাহার পরিণাম এত যন্ত্রনা? বাস্তবিক শিশুর কোন দুষ্কৃতি করিবার শক্তি নাই, তবে এত ঘোর যন্ত্রণা কিসের জন্য? আমরা বলিব ইহা পূর্ব্ব জন্মকৃত দুষ্কৃতির ফল; বৈদেশিক চিন্তাশীল, বাইবেল ভক্ত দার্শনিক হয়ত বলিবেন, ইহা শিশুর পিতা মাতার দুষ্কৃতির ফল। আমরা এরূপ মতের পক্ষপাতী হইতে পারি না, আমাদের বিশ্বাস যে এক ব্যক্তির দুষ্কৃতির জন্য অন্য ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত হয় না; জগতে এরূপ কোন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক উপসংহারে আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে ষড়্দর্শনের মধ্যে কোন দর্শনই আত্মার নানা দেহ ভ্রমণ সম্বন্ধে সন্দেহ করেন্ না, সকলেই এ মতের পক্ষপাতী, এবং সকল দর্শনই ইহা একবাক্যে স্বীকার করেন।

ক্রমশঃ।

মনের প্রতি উপদেশ।

চৌপদী।

জান না কি হবে শেষ,
হিত বাক্যে কর দ্বেষ,
নাহি লহ উপদেশ,
একি ঘোর দায় রে।
তুমি ক্ষীণ, বোধ হীন,
স্বভাবেতে সদা দীন,
বিফলে সুখের দিন,
যায় যায় যায় রে॥
না করিলে নিজ কর্ম্ম,
সম বোধ ধর্ম্মাধর্ম্ম,
না বুঝিলে সার মর্ম্ম,
হায় হায় হায় রে।
কে আমার, আমি কার,
আমারকে আছে আর,
যত দেখ আপনার,
ভ্রম মাত্র তায় রে॥
আত্মার আত্মীয় কই,
আত্মার আত্মীয় নই,
আত্মীয় কোথায় পাই,
আত্ম কই কায় রে।
ইন্দ্রিয় যাহার বশ,
ছোটে যশ দিক্ দশ,
পরম পীযুষ রস,
সুখে সেই খায় রে॥
নিজ নাভি পদ্মগন্ধে,
মৃগকুল ঘোর দ্বন্দ্বে,
যেমন মনের ধ্বন্দে,
নানা দিকে ধায় রে।
সেইরূপ অনুদ্দেশ,
করে রত্ন তাহে দ্বেষ,
ভ্রমিতেছ দেশ দেশ,
অবোধের প্রায় রে॥
কেমন তোমার ভ্রম,
মিছা মিছি কেন ভ্রম,
করিছ যে পরাক্রম,
ফল নাহি তায় রে।
আর কেন কর হেলা,
ভাঙ্গিল দেহের খেলা,
অতএব এই বেলা,
ভাবহ উপায় রে॥
সংসার চিন্তার হাট,
দেখিতে সুন্দর ঠাট,
নর্ত্তকের ঘোর নাট,
সদাই নাচায় রে।
ঠাট নাট বুঝে যারা,
নেচে নাহি হয় সারা,

পুতুল নাচায় তারা,
এ ব্রহ্মাণ্ড যার ভাণ্ড,
হাটেতে ভাঙ্গিয়া ভাণ্ড,
বিষ ভেবে মকরন্দ,
দীপ-ধারী নিজে অন্ধ,
না জানিয়া আপনারে,
জান না যে এসংসারে,
অতি খল অরিমল,
দিবে শেষ রসাতল,
কার বলে তুমি চল,
শ্বাস কি আছে বল,
না রহিলে নিজ পদে,
উনিলে পাপের হ্রদে,
আমি যাহা ভাল কই,
মিছা মিছি হই হই,
গায়ের জ্বালায় জ্বলি,
ভাই ভেবে দলা দলি,
আমি বলি ঘরে চল,
শিখালে এমন ছল,
আমার বচন লও,
নিরুপায় কেন হও,
যত্ন করি প্রাণ পণে,
বিষয় বাসনা বনে,
ভয়ানক এই বন,
ফিরে যাই অরে মন,

পুতুল নাচায় রে॥
কে বুঝে তাহার কাণ্ড,
কি খেলা খেলায় রে।
বিষয়ে করিছ দ্বন্দ্ব,
দেখিতে না পায় রে॥
আপন ভাবিছ কারে,
শত্রু পায় পায় রে।
মহা বল রিপুদল,
ছল যদি পায় রে॥
কার বলে কর বল,
মেঘের ছায়ায় রে।
ঢুলিলে অজ্ঞান মদে,
ভুলিলে মায়ায় রে॥
তুমি তাহা কর কই,
শেল লাগে গায় রে।
ডাক্ ছেড়ে তাই বলি,
তোমায় আমায় রে॥
বনে যাই তুমি বল,
বল কে তোমায় রে।
আমার নিকটে রও,
থাকিতে উপায় রে॥
সুখ ফল অন্বেষণে,
ভ্রমিছ বৃথায় রে।
সঙ্গে নাই লোক জন,
আয় আয় আয় রে॥

—oOo—

স্থানীয় সংবাদ।

অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের ঘর ইতঃপূর্ব্বে বাসুবাড়ীতে অতি যৎসামান্য রূপে নির্ম্মিত ছিল। কয়েক মাস হইল ঐ স্থান পরিবর্ত্তন হইয়া সহরের প্রায় কেন্দ্রস্থান গণেশতলাতে একটী নূতন ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। বিগত ১৮ই পৌষ শুক্রবার স্থানীয় ব্রাহ্মগণ সেই পূর্ব্ব সমাজ গৃহ হইতে ৺গুণ কীর্ত্তন করিতে২ বেশ সাত্ত্বিক ভাবে নূতন সমাজ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন।

নিরাকার উপাসকগণ নগর কীর্ত্তন করিয়া সমাজ-মন্দিরে প্রবেশ করার প্রাক্কালে সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ অত্রত্য মডেল্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন কর মহাশয় নূতন সমাজ মন্দিরে প্রবেশাধিকার উপলক্ষে সমাজ গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া সেই অচিন্ত্য-ব্যাপ্ত-রূপাত্মক প্রাণারামসমীপে অতি সরল ভাষায় স্বীয় উচ্চ হৃদয়ের প্রবল আবেগ বড় চমৎকার রূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। উপাসক ও দর্শক ন্যূনাধিক ২।৩ শত লোকের নয়ন পলকশূন্য ও মন আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপ্লুত হইয়াছিল।

পণ্ডিত প্রবর দীর্ঘ-জীবন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়ের উচ্চাভিলাস সফল করুন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

রাজগঞ্জ পোষ্ট অফিষ।

আমরা জানি গবর্ণমেণ্ট সাধারণের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে পোষ্ট অফিষ খুলিয়া লোকের প্রীতিভাজন হইতেছেন, যদি তাহাই না হইবে তবে প্রতি সহরে খালী সদর পোষ্ট অফিষ থাকিলেই চলিত এবং সদরাধীন পোষ্ট অফিষ সকল থাকিত না। এই দিনাজপুর সহরের মধ্যস্থ বাজারের মহাজন এবং কেঁয়েপটীস্থ বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী লোকের ও কুঠীয়ালবর্গের সুবিধা হইবে বলিয়া দিনাজপুর সদর পোষ্ট অফিষের পুরা একমাইল উত্তরে রাজগঞ্জ মোকামে একটী ব্রাঞ্চ

পোষ্ট অফিষ আছে। আমরা অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও এতক কিছু বলি নাই, কিন্তু দেখিলাম লোক আপন সুখ-সুবিধা বিস্তার করিতে বসিয়া অন্যের প্রতি দৃক্-পাত করা দূরে থাকুক আপন কর্ত্তব্য পালনেও বিমুখ হইয়া পড়ে।

বাজারের লোক প্রায়ই ব্যবসায়ী সকলেই আপন ২ দোকান লইয়া দিন রাত্রি ব্যতিব্যস্ত। যিনি ব্যব-সায় ঢুকিয়া একবার দোকান পাতিয়াছেন, তিনিই জানেন দোকান ছাড়িয়া অন্যস্থানে যাওয়া কত কঠিন। তাহার মধ্যে রাজ-গঞ্জের পোষ্ট অফিষে ২। ৪ বার না ঘুরিলে একবার টিকিট পাওয়া যাইবে না; ২।৪বার ফিরিয়া না আসিলে পোষ্ট মাষ্টার বাবুর দর্শন মিলিবে না এবং ১।২ টা হইতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ৪ টার সময় জানা গেল যে আমার পত্র রেজি-ষ্টরী বা মণি অর্ডার গৃহীত হইবেনা, এ কেমন কথা? পয়সা দিয়া কানা প্যাদার দরকার কি তাহা আমরা বুঝি না।

আমরা ভরসা করি এই হইতেই পোষ্ট মাষ্টার বাবু নিয়মিত রূপে আপন অফিষে উপস্থিত থাকিবেন ও অপরাহ্নের কাজ অন্ততঃ ১ টার সময় আরম্ভ করিলেও ৩। ৪ ঘণ্টা উমেদারির পর আর কাহাকেও শীল মোহরি পত্র এবং মণি অর্ডারের ফরম্ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

——§‡§——

OPINIONS OF THE PRESS.

Dinagepore Masik Patrika for Joystha and Assar, edited by Baboo Brojesh Chundra Sinha Chowdhury, BA. BL. and published by Bishnu Charan Bhattacharya at the Dinajpore Sen Jantra:— A new periodical, chiefly devoted to agricultural subjects and deserving of encouragement.

THE INDIAN ECHO.

July 27, *1885.*

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইলাম। উক্ত পত্রিকা দিনাজপুর সেন-যন্ত্রে বাবু ব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরী বি এ, বি এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং বিষ্ণু চরণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত। এই পত্রিকা প্রধানতঃ কৃষি বিষয়ে বিনিয়োজিত। এই প্রকার পত্রিকার উৎসাহ বর্দ্ধন করা নিতান্তই কর্ত্তব্য।

ইণ্ডিয়ান একো।
১৮৮৫, ২৭ জুলাই।

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা শ্রীব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরী বিএ, বি এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত, দিনাজপুর সেনযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য প্রতিখণ্ড ৵০ আনা, ১ম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা। দিনাজপুর পত্রিকা, তাঁহার কলেবরের অধিকাংশই কৃষি বিষয়ে বিনিয়োজিত করিয়াছেন; আখ, মাড়া কল, অর্থ-সঞ্চয়, এবং মনুষ্যত্ব বেশ পরিষ্কার প্রাঞ্জল লিখা হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গবাসী।
১৮৮৫, ৯ আগষ্ট।

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা।—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাব ডাক মাশুল ১।৵০ আনা। শ্রীব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আমরা ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা পাইয়াছি। গ্রাহকদিগের সম্বন্ধে কাগজ খানি সুফলপ্রদ বলিয়া বোধ হইল।

বিজলী।
১২৯২, কার্ত্তিক।

অর্থ সঞ্চয়। *

" Not to have a mania for buying is to possess a fortune."

* দিনাজপুর পত্রিকা। শ্রীব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরী বি, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত: দিনাজপুর সেন যন্ত্রে মুদ্রিত।

"* * দিনাজপুর পত্রিকায় এই সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার পূর্ব্বাংশ কি? তাহা আমরা দেখি নাই। কিন্তু যে টুকু দেখিয়াছি সে টুকু নূতন ধরণে বেশ সুন্দর রূপে লিখিত হইয়াছে। তবে দুই ফর্ম্মা কলেবরের মধ্যে ৮।৯টী প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা আমরা ভাল বোধ করিলাম না।"

শ্রী চঃ——

শিল্পপুষ্পাঞ্জলি।
১২৯২, অগ্রহায়ণ।

দিনাজপুর পত্রিকা শ্রীব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরী বি এ, বি এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও দিনাজপুরে প্রকাশিত। এখানি মাসিক পত্রিকা। মফঃসল হইতেও যে মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে, ইহা আহ্লাদের বিষয়, কিন্তু স্থায়ী হইলে হয়। বগুড়া হইতে ও পরে কাকিনিয়া হইতে বিশ্ববন্ধু নামক পত্র প্রচারিত হইতে ছিল; কিন্তু গ্রাহকগণ যথা সময়ে মূল্যাদি প্রেরণ না করাতে ও সাধারণ রূপে উৎসাহ না পাওয়াতে এতৎ প্রদেশের প্রথম প্রকাশিত উক্ত মাসিক পত্রখানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা দিনাজপুর পত্রিকা যে দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে কয়েকটী হিতকর বৈষয়িক প্রস্তাব আছে।

রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশ।
১২৯২, ১২ ভাদ্র।

দেওয়ানী আদালত বন্ধের লিষ্ট্।

যে যে পর্ব্ব উপলক্ষে বন্ধ।	যে২ তারিখে আদালত বন্ধ হইবে।
নিউ ইয়ার্স্ ডে	.... জানুয়ারী ১লা, ২রা ও ৩রা।
শ্রীপঞ্চমী	.... ফেব্রুয়ারী ৯ই ও ১০ই।
শিব রাত্রি	.... মার্চ্চ ৪ঠা ও ৫ই।
দোল যাত্রা	.... ,, ২০ শে ও ২১ শে।
বারুণী গঙ্গাস্নান	.... এপ্রেল ১লা।
মহাবিষুব সংক্রান্তি	.... ,, ১২ ই।
শ্রীরাম নবমী	.... ,, ১৩ ই।
গুড্ ফ্রাই ডে	... ,, ২৩শে ও ২৪শে।
শবে বরাৎ ..	.... মে ১৯ শে।
এম্প্রেস্ বার্থ ডে	... ,, ২৪ শে।
দশহরা গঙ্গাস্নান	.... জুন ১১ই।
রথ যাত্রা	.... জুলাই ৩ রা।
ইদলফেত্তর	.... ,, ৪ঠা ও ৫ ই।
পুনর্যাত্রা (উলটা রথ)	.... ,, ১১ ই।
জন্মাষ্টমী ...	.... আগষ্ট ২৩শে ও ২৪শে।
ইদুজ্জোহা	... সেপ্টেম্বর ৯ই ও ১০ই।
শারদীয়া দুর্গা পূজা ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এবং লক্ষ্মী পূজা ইত্যাদি ...	,, ২৭শে হইতে .... অক্টোবর ২৮শে পর্য্যন্ত।
জগদ্ধাত্রী পূজা	.... নবেম্বর ৫ই ও ৬ই।
কার্ত্তিক পূজা	.... ,, ১৫ই ও ১৬ই।
আখেরি চাহার শম্বা	.... ,, ২৪ শে।
ফতেদোয়াজদহম ...	.... ডিসেম্বর ১৯ শে।
খৃষ্ট মাস্ ডে ...	... ,, ২৪শে হইতে ২৬শে পর্য্যন্ত।

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা।

১ম ভাগ। মাঘ. ১২৯২। ৯ম সংখ্যা।

উদ্ধৃত।

নারিকেল।

———o◯o———

সংস্কৃত ভাষায় একটী কবিতা আছে –

" ধিক্ সর্ব্বর্ত্তু ফলোদয়ং ধিগমৃত স্বাদূপমেয়ং জলং
ধিক্ শস্যং ঘৃতপূর সার সদৃশং ধিক্তেচ বৃক্ষোন্নতিং
ত্বদ্বল্লীষু বসন্তি যেচ বিহগা স্তেবৈ ক্ষুধা পীড়িতা
যান্ত্যন্যত্র ফলার্থিচ স্তবফলৈঃ কিন্নারিকেল দ্রুম॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই—"তোমার সকলেতেই ধিক্। তোমার পাখায় যে সকল বিহঙ্গ আশ্রয় লইয়া থাকে, তাহারা ক্ষুধায় কাতর হইয়া স্থানান্তরে খাদ্য অন্বেষণে যাইতে বাধ্য হয়, হে নারিকেল বৃক্ষ তোমার ফলে লাভ কি?"

সামান্য ভাবে দেখিতে বসিলে, নারিকেল বৃক্ষ এমনই হেয় ও অকর্ম্মণ্য বস্তু বলিয়া বোধ হয়। ইহা

কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু সুখের বিষয়, জগতে সকল শ্রেণীর লোকই আছেন। এক দিকে এক জন সংস্কৃত কবি যেমন নারিকেল বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া উপরের লিখিত কবিতাটী বলিয়াছেন, অন্য দিকে আর এক জন বহুদর্শী কবি নারিকেল বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া আবার ইহাও বলিয়াছেন,—

"প্রথম বয়সি দত্তং তোয়মল্পং স্মরন্তঃ
শিরসিনিহিত ভারা নারিকেলা নরেভ্যঃ
সলিল মমৃতকল্পং দদ্যুরাজীবনান্তং
নহিকৃত মুপকারং সাধবোবিস্মরন্তি ॥"

যিনি শেষোক্ত কবিতাটী রচনা করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে নারিকেল বৃক্ষ যে কি বস্তু, তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের ফলের উদ্যানে যত বৃক্ষই আমরা দেখি না কেন, নারিকেলের ন্যায় উচ্চ বৃক্ষ আর কোথায়? কেবল আকৃতিতে নারিকেল সর্ব্বোচ্চ নহে, গুণেও নারিকেল সর্ব্বোচ্চ!

যদিও আমাদের গৃহের চারি দিকেই নারিকেল বৃক্ষ, যদিও আমাদের জীবনে এমন একটী দিনও অতিবাহিত হয় না, যে দিন নারিকেল বৃক্ষ জাত কোন না কোন দ্রব্য আমাদের ব্যবহারে না আইসে; কিন্তু এত পরিচয়ের কারণ থাকা সত্ত্বেও কয়টী ব্যক্তি নারিকেলের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইতে যত্নবান্ হইয়াছেন? নারিকেলের যখন মূল হইতে ফল পর্য্যন্ত এবং কাষ্ঠ হইতে পত্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক বস্তুটীর উপকারিতার বিষয় আমরা চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন সত্য সত্যই নারিকেলের গুণে মোহিত হইতে হয়!

নারিকেলের পাতা, কাষ্ঠ, মূল, ফল সকলেরই উপকারিতার পরিচয় ক্রমে ২ আমরা পাঠকগণকে দিতে যত্ন করিব। নারিকেল হইতে নানা বাণিজ্য দ্রব্য কিরূপে উৎপন্ন করা যাইতে পারে, তাহাও আমরা এই

প্রবন্ধে ক্রমে বলিব।

উড়িষ্যা প্রদেশে নারিকেল পাতার একরূপ মাদুর প্রস্তুত হয়। এই গুলি দেখিতেও যেমন সুচিক্কণ, ব্যবহারেও তেমনি সুবিধাজনক। দরিদ্র লোকে শয়নাদি কার্য্যে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। নারিকেল পাতার মধ্যের সলাকাগুলি বাহির করিয়া লইয়া তাহাদ্বারা একরূপ সুন্দর বাসকেট বা ঝাঁপি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। আট আনা হইতে দেড় টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে ইহার এক একটী বিক্রয় হয়।

নারিকেল পাতা পোড়াইলে তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে পটাস্ (Potash) প্রাপ্ত হওয়া যায়। নারিকেল পাতা শুষ্ক করিয়া উহার মধ্যের দণ্ডগুলি বাহির করিয়া লইয়া কতকগুলি এক সঙ্গে বাঁধিয়া গৃহ মার্জ্জনী বা ঝাঁটা প্রস্তুত করা হয়। বঙ্গীয় গৃহস্থ মাত্রেরই গৃহে এই নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুটীর কত প্রয়োজন, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য। বঙ্গীয় গৃহিণীর প্রধান যুদ্ধাস্ত্র এই নারিকেল-দণ্ড বিনির্ম্মিত মার্জ্জনী! কৌতুক দূরে যাউক, গৃহের আবর্জ্জনা দূর করিতে নারিকেল-বৃক্ষের মার্জ্জনী যেমন সুন্দর এবং কার্য্যোপযোগী, বাঁশের বা অন্য কোন বস্তুরই ঝাঁটা তদ্রূপ নহে।

অনেকের নিকট শুনা যায়, নারিকেল বৃক্ষের কাঠ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, কোন কার্য্যেই ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে না। এই সংস্কারটী নিতান্ত ভ্রমমূলক। জ্বালানি কার্য্যে কিম্বা তক্তা প্রস্তুত কার্য্যে অথবা তাল-কাষ্ঠের ন্যায় গৃহের কড়িকাঠ রূপে ব্যবহার করিবার পক্ষে যদিও নারিকেল কাষ্ঠ উপযোগী নহে সত্য; কিন্তু ইহার যে কোনই ব্যবহার নাই এরূপ নহে। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন, কাবুল যুদ্ধের সময় এদেশ হইতে খণ্ড ২ কত নারিকেল কাষ্ঠ পেসোয়ারে এবং সীমান্ত প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। চলিত দুর্গ নির্ম্মাণ কার্য্যে নারিকেল-কাষ্ঠের বিশেষ আদর। উহার স্থিতি স্থাপকতা গুণে কামানের গোলায় বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না। এই কারণে যে সকল স্থানে গোলা

গুলি আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, সেই সকল স্থান রক্ষা করিবার জন্য তাহার সম্মুখে নারিকেল-কাষ্ঠ দ্বারা বেড়া দেওয়া হইয়া থাকে। বৈষয়িকতত্ত্ব।

—§।§—

সুপারি, (গুবাক।)

সুপারি ভারতবাসীর নিত্য ব্যবহার্য্য-ফল। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ঘরে ইহা না থাকিলে একদিনও চলে না বলিলেও বলা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এমন অনেক নিষ্কর্ম্মা "বাঙ্গালী বাবু" আছেন যাঁহারা "খান, দান, কাঁসি বাজান আর কোন ধার ধারেন না"; সমস্ত দিন বসিয়া তাম্বুলের শ্রাদ্ধ করেন ও মধ্যে ২ শিক্ষাভিমানের উদ্গার তুলেন; অথচ তাঁহারা সমস্ত দিন ধরিয়া যাহা চিবাইতেছেন, সেই সুপারি কোথা হইতে আসিল, কিরূপে তাহার চাস হয়--কি কি গুণ আছে তদ্বারা কি কি অপকার হইতে পারে তাহার কিছুই খবর রাখেন না। চাস বাসের কথা হইলেই তাঁহারা ভদ্রতার দোহাই দিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করেন। বাস্তবিক আমাদের এরূপ একটী নিত্য ব্যবহার্য্য পদার্থের বিবরণ না জানা লজ্জার বিষয়। কিরূপে সুপারির চাস করিতে হয় এবং ইহা সম্বন্ধে অন্যান্য স্থূল ২ জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সংক্ষেপে এস্থলে বর্ণিত হইবে।

সুপারি, তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতি এক জাতীয় উদ্ভিদ বীজের ফল। সংস্কৃত নাম পূগ; ইংরাজি নাম আরেকানাট (Arecanut.)

অনেকে বলিয়া থাকেন সুপারি বৃক্ষ ভারতে ছিল না, অন্য দেশ হইতে আনীত হইয়া ভারতে চাস হইয়াছে। ইহার ইতিহাস নির্দ্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে, কিন্তু অতি প্রাচীন কালেও যে ভারতে গুপারিবৃক্ষ ছিল তাহাতে কোন

সন্দেহ নাই ; প্রাচীন কাল হইতে তাম্বুল চর্ব্বনের প্রথাই ইহার এক প্রমাণ।

পূর্ব্বোপদ্বীপ ও তৎসন্নিকটস্থ দ্বীপ পুঞ্জে এবং ভারতবর্ষে সুপারি বৃক্ষ বিস্তর জন্মে, তন্মধ্যে পূর্ব্বোপ-দ্বীপোৎপন্ন সুপারিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ; উহার আদরও অধিক। সাধারণতঃ পূর্ব্বোপদ্বীপোৎপন্ন গুবাক কে মগাই অথবা জাহাজী সুপারি কহে। বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলের সুপারিও উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে ; ঐ সুপারিকে সাবাজপুরী সুপারি কহে। লঙ্কাদ্বীপেও এক প্রকার সুপারি পাওয়া যায় ইহাও মন্দ নহে।

চৈত্র হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত সুপারি বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সুপারি পক্ক হইবার সময়। সুপারি পক্ক হইলে উপরিভাগ বেশ গাঢ় লালবর্ণ হয় তখনই সুপারি গাছ হইতে পাড়িবার সময়। এই সময় না পাড়িলে গাছ হইতে শুষ্ক হইয়া পড়িতে থাকে ও বাদুড়ে সুপারি চুষিয়া, ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নানা স্থানে ফেলিয়া দেয়---এজন্য যখন দেখিবে সুপারি বেশ লালবর্ণ হইয়াছে তখনই পাড়িবে। সুপারির চাস করিতে হইলে নিম্ন লিখিত প্রণালীতে করিবে। চারা করিবার জন্য সুপারি সুপক্ক ও সুগোল হওয়া উচিত তাহাতে বৃক্ষ বেশ তেজাল হয়---ফলও ভাল হয়। প্রথমে পাতন দিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট একটী স্থানে কর্ষণ করিয়া রাখিবে। তৎ-পরে সুপক্ক সুগোল সুপারিতে গোময় মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে থাকিবে। যখন উপরের বাকল (খোসা) শুষ্ক হইবে তখন নির্দ্দিষ্ট কর্ষিত স্থানে সুপারির বোঁটার দিকটী ঊর্দ্ধ মুখ করিয়া মৃত্তিকার নিম্নে পুতিয়া রাখিবে। অন্যান্য বৃক্ষের বীজ যত শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় সুপারির তত শীঘ্র হয় না এজন্য হতাশ হইবে না। ১কি ২মাসের মধ্যেই সমুদায়গুলি অঙ্কুরিত হইবে। যে কর্ষিত যায়গাতে সুপারি পুতিয়া রাখা হইয়াছে তাহাতে মধ্যে২ জল দিবে, অঙ্কুরিত হইলেও মধ্যে২ জল দিতে ক্ষান্ত দিবে না ; জল দিবার সুবিধার জন্য আলী বাঁধিয়াও রোপণ করা যাইতে পারে। সকল

চারা এক সময়ে উঠে না। কতক অর্দ্ধ পরিমিত হইল, কতক বা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। চারা বড় ও পত্রাদি হইয়া যখন ভাল হইবে তখন বাছিয়া বড় রকমের চারা গুলিকে বাগানে রোপণ করিবে; ইহার পূর্ব্বেই বাগান পরিষ্কার করিয়া কর্ষণ করিয়া রাখিবে; কর্ষিত স্থান বেশ পরিষ্কার হইলে তথায় ৫।৬ হাত অন্তরে এক একটী চারা রোপণ করিবে ও মধ্যে২ জল দিবে। এইরূপে কয়েক দিন পরেই বেশ তেজাল হইয়া গাছ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যে সকল ছোট২ চারা ছিল তাহারা বড় হইলে রোপণ করিয়া ফেলিবে। মধ্যে ২ সাবধানতার সহিত কোদালী দ্বারা বাগান কোদলাইয়া দিবে যেন শিকড় কাটা না যায়। আবার সুপারির বাগান মধ্যেই এক বৎসর পরে অন্য চাস করা যাইতে পারে। সুপারি গাছের মধ্যে কলার গাছ রোপণ করিবে; বাহিরের শুষ্ক পত্র ও বাউগ কর্ত্তন করিয়া বাগান পরিষ্কার রাখিবে তাহা হইলে এক গুলিতে দুই শিকার হইতে পারিবে। সুপারি বাগানও চলিতেছেই মধ্য হইতে ২। ১ বার কলাও খাওয়া হইল।

সুপারিবৃক্ষের কাণ্ডঃ—কাণ্ড প্রায় ৩০ হাত লম্বা হইয়া থাকে। কাণ্ড অন্তঃসার বিহীন, মধ্যে একপ্রকার কোমল পদার্থ যত বাহ্য দিকে গিয়াছে ততই ক্রমে দৃঢ় হইয়া গিয়াছে বৃক্ষের বাহিরের বর্ণ ঈষৎ শ্বেতাভ হরিত বর্ণ, উহা ছাঁটিলে চূর্ণবৎ হইয়া বিশ্লিষ্ট হয়; সাধারণতঃ উহাকে কুঁড়া বলে; ঐ কুঁড়া পৃথক করিলে মধ্যে লালবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা অত্যন্ত দৃঢ়; ইহাদ্বারা আমাদের গৃহ কার্য্যের অনেক জিনিস তৈয়ার হয়। যথা বাতা, আড়া, ফালা, (তাউড়া) তীর ও মাচা প্রভৃতি। মধ্যের শেষাংশ অতি উৎকৃষ্ট ইন্ধন। শর প্রস্তুত করিতে বাঁশ অপেক্ষা সুপারির ফলাই উৎকৃষ্ট, ইহা দীর্ঘকাল থাকে।

সুপারির মাথাতে বাইল (বাউগ) থাকে; ঐ বাউগের গোড়াকে খোলা বলে; ঐ খোলা দ্বারা ঘুড়ি, ঠোঙ্গা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ঠোঙ্গার

অভ্যন্তরে শ্বেতবর্ণ পাতলা পর্দ্দাবৎ একপ্রকার পদার্থ আছে উহা দেখিতে সুন্দর রেশমি কাপড়ের ন্যায়, ঐ পর্দ্দার মধ্যে বায়ু পূর্ণ করিয়া পটকাবৎ শব্দ করা যায়। সুপারির মাথার অভ্যন্তরস্থ (ডিম্ব বা অগ্রভাগের) জিনিসটা বড় মাদক। কাঁচা খাইলে মাথা ঘুরায়। বড়া প্রস্তুত করিয়া খাওয়া যায়। বাইল বা বাউগ লঘু বিধায় ইন্ধন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

অসিফলক যদ্বারা আবৃত থাকে তাহাকে খোঁই কহে; ইহার আকৃতি নৌকার ন্যায়।

ফল। ফলের উপর একপ্রকার আবরণ আছে তাহাকে সুপারির জামা বলে। জামার উপর ছোবড়া তদুপরি মসৃণ এক প্রকার ত্বক্; বৃন্তাবরক হইতে বৃন্ত আরম্ভ হইয়াছে; সুপারির বৃন্তের দিক্ হইতে অভ্যন্তরদিকে দেখিলে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ পর্দ্দা দেখিতে পাওয়া যায় উহার মধ্যে আবার তদপেক্ষা অধিক শ্বেত বর্ণ সূক্ষ্ম পদার্থ আছে উহাই অঙ্কুরোৎপাদক পদার্থ। কাঁচা সুপারি বড় মাদক, সেবন করায় আস্বাদ বোধ হয়, কণ্ঠ রোধ, শিরোঘূর্ণন, মুখ লালবর্ণ, বিবমিসা, কখন কখন বমনও হইয়া থাকে, শরীর অবসন্ন হয় ইহাকে সুপারি লাগা বলে। এই অবস্থায় শীতল জল পান, চক্ষে মুখে বুকে শীতল জলের ঝাপটা দিলেই সারিয়া যায়। উদরাময় ও অজীর্ণ রোগে সুপারি সঙ্কোচক হইয়া উপকার করে; কৃমি রোগে সুপারিতে উপকার হয়, সুপারি পোড়াইয়া সেই চূর্ণ দ্বারা দন্ত মাজিলে দন্তমাড়ি দৃঢ় হয় মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। সুপারি সূক্ষ্ম চূর্ণ সেবন করিলে সঙ্কোচক, বলকারক, কৃমিনাশক, লাল নিঃসারক প্রভৃতি গুণ দৃষ্ট হয়। অনভ্যস্তদিগের পক্ষে কিছু মাদক ক্রিয়া প্রকাশ পায় ইহা কিন্তু কাঁচা সুপারির ন্যায় তত উগ্র মাদক নয়। সুপারির লাল নিঃসারক গুণ থাকাতে এবং পাণ ও খদিরের সঙ্গে খাওয়াতে লাল নিঃসারণ হইয়া ভুক্ত দ্রব্য সহজে পরিপাক করে। সুপারি চূর্ণ, খদির, কর্পূর সমভাগে মাজন স্বরূপ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। সুপারির খোসার

[illegible] পর্দ্দা ক্ষত স্থানে আবরক স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। সুপারিতে ট্যানিক য়্যাসিড, গ্যালিক, য়্যাসিডও এক প্রকার উদ্বায়ী তৈলের অংশ আছে। অধিক পরিমাণে সুপারি খাইলে ও ভালরূপ না চিবাইলে সুপারির কুচি দ্বারা অপরিপাক ও ক্ষুধা মান্দ্যাদি ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কাঁচা সুপারি হইতে কসুও কাউড়ি নামে এক প্রকার খদির প্রস্তুত হয়। ব্যবসায়ী—

দৈনিক।

গবাদি পশুর রোগ ও চিকিৎসা।

গলার নলীর রোধ।

ভাব।—গিলিতে কষ্ট হয় কিম্বা গিলিতে পারে না।

কারণ।—খাদ্য দ্রব্য গলার যে নলী দিয়া পাকস্থলীতে যায়, খাইবার সময়ে তাহার পশ্চাদ্ভাগে কি তাহার মধ্য কোন স্থানে আধ কি শক্ত ও বড় বড় খণ্ড দ্রব্য বাধিয়া গেলে এই অবস্থা ঘটিতে পারে। খাইবার সময়ে কখনও২ চর্ম্মখণ্ড, লৌহ, প্রেক, ধারাল কাঁটা ও শক্ত [illegible] চোঁচাল কাঠের কুচি প্রভৃতি পশুর অখাদ্য দ্রব্য গলার নলীতে গিয়া আটকিয়া যায়। ঐ ২ দ্রব্য অতিশক্ত ও ধারাল কি সূচল হইলে গলার নলীর ছাল ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

লক্ষণ।—মুখের পশ্চাদ্ভাগে বা কণ্ঠে গিয়া ঠেকিলে পশুটী কাশিতে থাকে ও মুখ দিয়া লাল পড়ে, জল খাইলে সেই জল নাক দিয়া বাহির হয়।

গলার নলীতে গিয়া ঠেকিলে, দুই কি তিন ঢোক জল গিলিলে পর, যে স্থানে ঠেকিয়াছে সেই স্থান

পর্য্যন্ত জলে পূরিয়া গেলে সেই জল মুখ ও নাক দিয়া বাহির হয়। পশু অতি অস্থির হয়, মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন প্রকাশ পায়, ঘাড়ের মাংশ-পেশী খেঁচিতে ও খিল ধরিতে থাকে। পশু সেই আটকান দ্রব্য গিলিয়া বা ওগলাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করাতে এইরূপ হইয়া থাকে। স্বরায় আরাম না হইলে পেটের বাম-দিক্ অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে।

গলায় ঠেকিলে মুখের ঠিক পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত হাত পুরিয়া দিলে তাহা টের পাওয়া যায়।

গলার নলীর যে ভাগ মুখের পশ্চাদ্ভাগের ও বুকের মধ্যে থাকে সেই ভাগে ঠেকিলে যে স্থানে ঠেকিয়াছে সেই স্থান ফুলিয়া উঠাতে গলার উপর হাত দিয়া আস্তে ২ টিপিয়া দেখিলে তাহা টের পাওয়া যায়।

আটকিয়া যাওয়াতে মুখের পশ্চাদ্ভাগে বা গলার কোন স্থানে বদ্ধ দ্রব্য না পাওয়া গেলে বুকের যে স্থান দিয়া গলার নলী যায়, সেই স্থানে গিয়া ঠেকিয়া আছে ইহা স্থির জানিতে হইবে। পশু জল খাইলে সেই জল গলার নলী দিয়া গলার নীচের দিকে অবাধে নামিতে দেখা যায়, কিন্তু দুই তিন ঢোক জল গিলিলে পর ক্রমে ২ গলার সহিত ঐ নলীর সন্ধিস্থান পর্য্যন্ত সেই জল পূরিয়া উঠিলে তাহা তুলিয়া ফেলিবে।

ব্যবস্থা।—তিসির আদ পোয়া তপ্ত তৈলের সঙ্গে এক ছটাক সরাব ভাল করিয়া মিশাইয়া অতি সাবধানে ক্রমে মুখের মধ্যে দিতে হইবে।

ইহাতে গলার নলী ও গলায় আটকান অথাদ্য দ্রব্য পিছল হইবে, তাহা হইলে গলার নলীর কার্য্য অনায়াসে চলিবে ও দ্রব্যটী নামিয়া যাইবে।

উক্ত যে ঔষধ দেওয়া যায় তাহা দুই একবার উঠিয়া পড়িলেও পড়িতে পারে, কিন্তু নিয়ম পূর্ব্বক বারম্বার অল্প অল্প মাত্রায় দেওয়াই চাই।

আটকান দ্রব্য কণ্ঠার পশ্চাদ্ভাগে থাকিলে তাহা হাত দিয়া সরাইয়া দিতে হইবে। গলার নলীতে থাকিলে তৈল ও সরাব দিবার পর

গলার যে স্থান ফুলা দেখা গেল তাহার চারি দিক্ আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে প্রায়ই একটু সরিয়া যাইবে। তাহার পর আর একটু তৈল ও সরাব দিয়া সেই ফুলা স্থান অধিক করিয়া আবার টিপিয়া দিতে হইবে, এইরূপ করিতে ২ তাহা নামিয়া যাইতে পারে, নামিয়া গেলে পশুর আরাম বোধ হইবে।

আটকান দ্রব্য বক্ষের ভিতর গলার নলীতে ঠেকিয়া গিয়াছে লক্ষণ দ্বারা ইহা প্রকাশ পাইলে ও নিয়ম পূর্ব্বক তৈল ও সরাব দিয়াও তাহা নামাইয়া দিতে না পারিলে তর্জনী অঙ্গুলের মত মোটা এক গাছ বেত লইয়া তাহার একদিকে তুলা বা পাট জড়াইয়া ডিমের পরিমাণ নরম গুলি করিয়া তাহার উপর নেকড়া জড়াইয়া বেতে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া সেইটী ভাল করিয়া তৈলে ভিজাইয়া মুখের ভিতর দিয়া গলার নলীর যে স্থানে দ্রব্য আটকান আছে তথায় আস্তে আস্তে প্রবেশ করাইতে হইবে। এইরূপ করিবার সময়ে অন্য এক ব্যক্তি পশুর মুখ হাঁ করাইয়া ধরিবে।

কখনও এমনও ঘটে যে আটকান দ্রব্য দ্বারা অথবা অধিক জোরে বেত প্রবেশ করাইয়া দেওয়াতে, কিম্বা বেতের আগা উপযুক্ত মতে বাঁধা না থাকাতে গলার নলী আঁচড়াইয়া বা ছিঁড়িয়া যায়। তাহা হইলে চিরকালের নিমিত্ত গলার নলীর বিঘ্ন ঘটে ও মধ্যে২ আফার বোধ হইতে পারে।

আহার।- গলার নলী আটকিয়া গেলে ঐ নলীর যে স্থানে দ্রব্য ঠেকিয়া থাকে সেই স্থানটী কএক দিন নরম থাকাতে তিন চারিদিন পর্য্যন্ত কেবল মাড় প্রভৃতি তরল দ্রব্য, পরে নূতন কাঁচা ঘাস খাইতে দিতে হইবে।

গলার নলীর যে স্থানে আটকান দ্রব্য থাকে, গো দির চিকিৎসকেরা অগত্যা সেই স্থান ছুরি দিয়া চিরিয়া তাহা বাহির করিয়া থাকেন; কিন্তু আগেই এরূপ করা উচিত নহে।

ক্রমশঃ।

মনুষ্যত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এপর্য্যন্ত যত কথার অবতারণা করা হইয়াছে তাহার বিষয়, চিন্তাশীল পাঠক বোধ হয় অবশ্যই অনুভূত করিয়া থাকিবেন।

প্রস্তাবের অগ্রসুধীতেই উল্লেখ করা হইয়াছে "মনুষ্য জীবন বিবেক শক্তিদ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ট" সেই শ্রেষ্টতা অব্যাহত রাখিতে হইলে সৎপথ হইতে পরিভ্রষ্ট যাহাতে না হইতে হয় তদ্বিষয়ে যত্ন অপরিহার্য্য, এই মনে করিয়া জ্ঞানানুশীলন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

জ্ঞানানুশীলন, বিদ্যা-শিক্ষার পরিণত ফল। বিদ্যা শব্দের অর্থের প্রতি অনুধাবন করিলেই এই কথা সপ্রমাণ হইবে। যে কোন পদার্থই হউক না কেন, তাহার একটি মূল আছে। শব্দের মূল প্রকৃতি আর প্রত্যয়। কেবল প্রকৃতি প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া যে শক্তি উদ্ভাবিত হয় তাহাকে যৌগিক শক্তি বলে। তদ্ভিন্ন রূঢ় এবং যোগরূঢ় শব্দ আছে তাহা এস্থানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

বিদ্ ধাতু ক্যপ্ প্রত্যয় করিয়া বিদ্যা শব্দ সাধিত হইয়াছে। বিদ্ ধাতুর অর্থজ্ঞান, ক্যপ্ প্রত্যয়ের অর্থ, দ্বারা। যদ্দারা জ্ঞান উৎপাদিত হয় তাহাকেই বিদ্যা বলা যায়। যে পদার্থ জ্ঞানের সাধক সে সকলেরই সাধক। যিনি জ্ঞান জন্মাইতে পারেন তিনি না জন্মাইতে পারেন এরূপ জন্য পদার্থই নাই। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, ইদানীন্তন জন-সাধারণের প্রতীতি, প্রতীতি কেন কার্য্যতঃও বিদ্যা কেবল ধন সাধিকা। যিনি বিদ্যাবান্ তিনি প্রচুর পরিমাণে ধনলাভ করিতে পারিলেই স্বীয় অমূল্য জীবনকে চরিতার্থ বিবেচনা করেন। সে ধনে যাহার সম্পর্ক আছে উপার্জক যে তাহার অসাধারণ যত্নের পাত্র তাহা বলা বাহুল্য। যাহার কোন সংস্রব নাই সে ব্যক্তিও

ধনস্বামীকে বিশেষ শ্রদ্ধা এবং সম্মান করিয়া থাকে।

বিদ্যা শিক্ষার পরিণত ফল এই হইল যে,অমূল্য জীবন মূল্য নির্দ্দিষ্ট দ্বারা বিক্রীত হইল, বিদ্যাবানও সন্তুষ্ট হইলেন, সাধারণেও সন্তোষের সহিত ধন্যবাদ করিল।

কৃত বিদ্যের হস্তেই যখন বাজার দরে অমূল্য জীবনের' ক্রয় বিক্রয় হয় তখন বিদ্যালোকে যাহারা আলোকিত হয় নাই, বিদ্যা অবিদ্যা যাহাদের সমান লক্ষ্য, তাহাদের জীবন অল্পার লব্ধধনের বিনিময়ে ব্যবহৃত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই ফল ফলিয়াছে, ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। মনুষ্যের বিলাসিতা সকল অনর্থের মূল। বিলাসিতা যাহাকে আশ্রয় করিয়াছে তাঁহার আর মঙ্গল নাই, তাঁহার উন্নতির পথ তীব্র কণ্টকাকীর্ণ, অধঃপতনের পথ উন্মুক্ত এবং প্রসস্ত। অনারুদ্ধ প্রসস্ত পথ থাকিতে তীব্র কণ্টকাকীর্ণ পথের পথিক কেহ হয় না।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে সুশিক্ষাও প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু ভারত সৌভাগ্য হীন, ভারতের ভাগ্য লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়া দেশান্তর-গামিনী; ভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত, দুর্ভাগ্যের গাঢ় অন্ধকারে ভারত নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। আলোক না থাকিলে ভদ্রাভদ্র বিবেচনার উপায় থাকে না। সুতরাং ভারতবাসীরা যে পরিমাণে বিলাসিতা বিমুগ্ধ হইয়াছেন, তত পরিমাণে (তত পরিমাণে কেন তাহার সহস্রাংশের একাংশও) সুশিক্ষার ফল লাভ করিতে পারেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বলিয়া থাকেন পাশ্চাত্য মহিমায় দেশ সভ্যতা পরিপূর্ণ হইয়াছে,দেশে আর কোন অভাব নাই। অন্তর্দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায় কেবল বিলাস সামগ্রীর বিলক্ষণ সদ্ভাব। যাহা প্রয়োজনীয় যাহা অনুশীলনের তাহার সদ্ভাব দূরে আভাসং ভাবও নাই।

বিলাসিতায় যে মনুষ্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে তাহা সর্ব্ব-বাদিসম্মত; সেই বিলাসিতার উত্তেজক বস্তুর

প্রাচুর্য্য অনিষ্ট কি ইষ্টের সাধন তাহা সুবুদ্ধির চিন্তনীয়।

লোভ আপনা আপনি প্রসারিত হয়, তাহাকে সঙ্কুচিত করা সহজ সাধ্য নয়, সেই লোভ যদি সম্মুখে প্রলোভনসামগ্রী সর্ব্বদা পায় তবে তাহার বেগ প্রতিরোধ করিবার শক্তি কোন্ মহাপুরুষের হইতে পারে। পূর্ব্বতন ভারতবাসী মহাত্মারা বিলাস দ্রব্যের জন্ম যত্ন বা স্পৃহা করিতেন না, তাহার যত দূরে থাকা যায় তাহারই চেষ্টা করিতেন; সুতরাং অমূল্য জীবন অমূল্য তত্ত্বানুসন্ধানেই পর্য্যবসিত হইত।

ক্রমশঃ।

—§‡§—

সাংখ্য-দর্শনের অর্থ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

এতদিন পর্য্যন্ত আমরা মূল সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে একরূপ কিছুই বলি নাই। অন্যান্য প্রসঙ্গের সংস্রবে সাংখ্য-দর্শনের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতে হইয়াছে তাহা অতি সামান্যই বলিতে হইবে। আমরা ইতিপূর্ব্বে কেবল এই মাত্র দেখাইয়াছি যে, সকল দর্শনেরই কি কি প্রধান প্রধান বিষয়ে ঐকমত্য আছে। সংপ্রতি আর আমরা এসমস্ত বাহিক বিষয়ের আলোচনা না করিয়া স্থূলতঃ সাংখ্য-দর্শনের বিষয় কিঞ্চিৎ পাঠকবর্গকে জানাইতে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ "সাংখ্য-দর্শন" এই শব্দ দুইটির অর্থ কি? একটি একটি করিয়া আমরা "সাংখ্য" এবং "দর্শন" এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যা করিব। "সাংখ্য" এই শব্দটি সংখ্যা শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সকলেই জানেন যে সংখ্যা এই শব্দটি এক, দুই, তিন প্রভৃতিকে বুঝায়, আমরা দেখাইব যে সাংখ্য শব্দের সহিত সংখ্যা শব্দের এই অর্থের বিশেষ সংস্রব আছে; কিন্তু আমরা সংপ্রতি সংখ্যা-শব্দের ব্যাকরণগত ধাতব অর্থ প্রদর্শন করিয়া সাংখ্য-শব্দের গুটিদুই অর্থের ব্যাখ্যা করিব। 'সাংখ্য" এই শব্দটি সম্ উপসর্গ পূর্ব্বক কথনার্থক খ্যা-ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। "সম্" উপসর্গের প্রধানতঃ দুইটি অর্থ, একটি "সহিত," "একত্রে;" এবং অপরটি "সম্যক্ প্রকারে," "সম্পূর্ণ রূপে।" "সম" উপসর্গের এই

দুইটি অর্থের সহিত "খ্যা' ধাতুর অর্থ একত্র গ্রহণ করিলে "একত্রে অর্থাৎ সমষ্টি ভাবে কথন" এবং "সম্যক্ প্রকারে কথন" সংখ্যা শব্দের এই দুইটি অর্থ হয়। সংখ্যা শব্দের এই উভয় অর্থ ই সাংখ্য শব্দের মধ্যে অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সাংখ্য-দর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অর্থাৎ পঁচিশটি পদার্থের অবধারণ আছে, অতএব সাংখ্য-দর্শনে এই পঁচিশটি পদার্থের একত্র অর্থাৎ একই গ্রন্থে উল্লেখ আছে বলিয়া সাংখ্য-দর্শনের নাম "সাংখ্য-দর্শন" হইয়াছে। আমরা বলিয়াছি যে সংখ্যা শব্দের আর একটি অর্থ সম্যক্‌প্রকারে কথন। এ অর্থটিও সাংখ্য শব্দের অর্থের মধ্যগত। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে প্রত্যেক তত্ত্বেরই সাংখ্য-দর্শনে সম্যক্ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপ ব্যাখ্যা আছে এজন্যও আমাদের আলোচ্য দর্শনের নাম"সাংখ্য-দর্শন"হইয়া থাকিবে। এই দুইটি ব্যাকরণ-সিদ্ধ অর্থ ব্যতীত সাংখ্য শব্দের কোষ-শাস্ত্রানুমোদিত অর্থাৎ অভিধানগত কতকগুলি অর্থ আছে তাহার মধ্যেও দুটিদুই অর্থ আমাদের আলোচ্য সাংখ্য শব্দের অন্তর্ভূত বলিয়া আমরা বোধ করি। সংখ্যা শব্দের এই দুইটি অর্থের মধ্যে একটি অর্থ এক, দুই, তিন প্রভৃতি গণন-সংখ্যা এবং অপরটি বিবেক অথবা বিবেচনা। আমরা কিয়ৎপূর্ব্বে সংখ্যা শব্দের এই অর্থের উল্লেখ করিয়াছি, এবং ইতি পূর্ব্বে ইহাও বলা হইয়াছে যে সাংখ্য-দর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অবধারণ আছে, পাঠকবর্গ এখন সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে এক, দুই, তিন ক্রমে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক অবধারণ করিয়াছেন বলিয়া সাংখ্য-কর্ত্তা কপিল-ঋষি স্বকৃত দর্শনের নাম "সাংখ্য-দর্শন" রাখিয়াছেন। সাংখ্য শব্দের এই অর্থ টিই সাধারণ্যে প্রচলিত এবং সাংখ্য-প্রবচন-কর্ত্তা আচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষুও এই অর্থের অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার কৃত ভাষ্যের প্রথমেই যে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার অনুমোদন সূচিত হইয়াছে। সে শ্লোকটি এই:—

সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষ্যতে।
তত্ত্বানিচ চতুর্ব্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ক্রমশঃ।

———o⁐o———

মনের প্রতি উপদেশ।

(রূপক।)

ওহে মন মধুকর, একি দেখি ভ্রম।
কার ক্রমে ব্যতিক্রম, ভ্রমে তুমি ভ্রম॥
ভ্রমিছ বিষয় বলে, যেন মত্তকরি।
সঙ্গে করি নিজ বধূ, ভ্রান্তি মধুকরী॥
কামনা কেতকী ফুলে, সৌরভে ভুলিয়া।
গুণ গুণ করিতেছ, গুণ বিস্তারিয়া॥
তুমি ভৃঙ্গ অন্তরঙ্গ, বলি আমি তাই।
কণ্টকির পক্ষ হলে, পক্ষ যাবে ভাই॥
অতএব মন অলি, উপদেশ ধর।
পরমার্থ পদ্মফুলে, মধু পান কর॥
সে ফুলের সবিশেষ, গুণ কেবা জানে।
যাবে ধ্বন্দ, মহানন্দ মকরন্দ পানে॥

———000———

স্থানীয় সংবাদ।

কয়েক মাস পরে পুনরায় ১১ই মাঘ শনিবার বেলা ১২॥টার সময় ভূমিকম্প হইয়াগিয়াছে। ভূ-গর্ভে যে কি অদ্ভূত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা এতক কোন বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ।

যাহা ২।৪ বৎসর পরে হঠাৎ ১দিন ২।৪ সেকেণ্ড স্থায়ী হইয়া যাইত, হয়ত কেহ জানিত, কেহ বা জানিতই না, এবার কি না প্রতি পদ বিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভূমি-কম্প হইয়া আসিতেছে কাণ্ডটা যে কি তাহা ঈশ্বরই জানেন।

গত১১ইমাঘ মাঘোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় নিরাকার উপাসক মহোদয়-গণ যথারিতি উৎসব-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং উক্ত উৎসব উপ-

লক্ষে দানের কার্য্য গত ১৯ মাঘ রবিবার বেশ শৃঙ্খলামতে ও আয়ের পরিমাণ অনুসারে যথেষ্ট পরিমাণে সমাধা হইয়া গিয়াছে।

ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে যেখানে বিলাসিতার লেশ মাত্র নাই, নিঃস্বার্থ-পর কুমার-ব্রতাবলম্বী প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন কর মহাশয়ের হস্তে যে কার্য্যের ভার সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত আছে তাহার সদনুষ্ঠানে যে দীন দরিদ্রগণ আশাতিরিক্ত ফল পাইবে তাহার আর বিচিত্র কি ?

গত ২১ শে মাঘ মঙ্গলবার রাত্রিতে সহরের মধ্যস্থলে গণেশ-তলাতে আগুণ লাগিয়া ৫। ৭ খানা ঘর ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে এবং ঐ সময় অত্রসহরের প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে মাসীমপুর গ্রামে আগুণ লাগিয়া চামার মিস্ত্রী প্রভৃতির ২।৩ খানা বাড়ী, ও সেই সঙ্গে বিস্তর ধান পোড়া গিয়াছে। অগ্নি দেবের লোলজিহ্বা হইতে আপন ঘর দরজা রক্ষা করিতে গিয়া উক্ত চামার মিস্ত্রী চালের উপরে উঠিতে তাহার হাত, পা পুড়িয়া গিয়াছে ; এবং তাড়াতাড়ি চাল হইতে নামিতে গিয়া মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, মাথার আঘাত অতীব শোচনীয়, এতক বাঁচিয়া আছে, শেষ ফল কি হইবে ঈশ্বরই জানেন।

দিনাজপুর ব্রাঞ্চ লাইনে দিবসে যে ট্রেন ১২টার সময় এখান হইতে খোলা হইত, গত ১ লা ফেব্রুয়ারী হইতে সেই ট্রেন ১০।। টার সময় খোলা হইতেছে, এবং দিনাজপুর হইতে দক্ষিণ অঞ্চলে যাতায়াত কারী যাত্রীগণের পার্ব্বতীপুর ষ্টেসনে নামিয়া যে অপরিসীম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত ঐ তারিখ হইতে তাহাও ঘুচিয়া গিয়া উক্ত যাত্রীগণের বড়ই সুবিধার কারণ হইয়াছে।

আক্ষেপের বিষয় এই যে পার্ব্বতী-পুর রেল ষ্টেসনের টিকিটকলে-ক্টার ও ভিস্তিওয়ালা বুক ফুলাইয়া চোখ ঘুরাইয়া যে বাহাদুরি দেখা-ইত, তাহাদের উভয়েরই সেই বাহাদুরির লাঘব হইয়া গেল।

———০০০———

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বিজলী।—শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মজুমদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, পাবনা নববিকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ আনা; এখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি; স্থানাভাব বশতঃ এ পর্য্যন্ত কিছু লিখিতে পারি নাই। শ্যামাচরণ বাবু এক পল্লিগ্রামে থাকিয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে লিখা সংগ্রহ করতঃ যেরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ইহাই তাঁহার দৃঢ় অধ্যবসায়ের পরিচায়ক, লিখার ভাব ভঙ্গি মন্দ নয়, মাঝে মাঝে বেশ তেজস্বিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। ৪র্থ সংখ্যাতে "কাল" শীর্ষক বিষয়টীর লিখক অতি অল্পলিখার মধ্যে গভীর চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন।

বিবিধ তত্ত্ব।—শ্রীযুক্ত বাবু রাম কুমার নাথ সরকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত; কলিকাতা বেদান্ত প্রেসে মুদ্রিত। ইহার বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ১৲ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য মাশুল সমেত ৵১০ আনা। এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বিবিধ তত্ত্বের প্রথম সংখ্যা পাঠেই জানাযায় যে রামকুমার বাবু যথার্থই বিবিধ তত্ত্বসন্ধিৎসু লোক বটেন, তিনি প্রথম সংখ্যা যেরূপ বিবিধতত্ত্বে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এই ভাবে পূর্ব্বাপর চলিয়া গেলে বড়ই সুখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

OPINIONS OF THE PRESS.

Dinagepore Masik Patrika for Joystha and Assar, edited by Baboo Brojesh Chundra Sinha Chowdhury, BA. BL. and published by Bishnu Charan Bhattacharya at the Dinajpore Sen Jantra :— A new periodical, chiefly devoted to agricultural subjects and deserving of encouragement.

THE INDIAN ECHO.
July 27, 1885.

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইলাম। উক্ত পত্রিকা দিনাজপুর সেন-যন্ত্রে বাবু ব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরী বি এ, বি এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং বিষ্ণু চরণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত। এই পত্রিকা প্রধানতঃ কৃষি বিষয়ে বিনিয়োজিত। এই প্রকার পত্রিকার উৎসাহ বর্দ্ধন করা নিতান্তই কর্ত্তব্য।

ইণ্ডিয়ান একো।
১৮৮৫, ২১ জুলাই।

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা।—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাশুল ১৵৹ আনা। শ্রীব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আমরা ৩য়, ৪র্থ, ৫ম,৬ষ্ঠ সংখ্যা পাইয়াছি। গ্রাহকদিগের সম্বন্ধে কাগজ খানি সুফলপ্রদ বলিয়া বোধ হইল।

বিজলী।
১২৯২, কার্ত্তিক।

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা শ্রীব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরী বিএ, বি এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত, দিনাজপুর সেন-যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য প্রতিখণ্ড ৵৹ আনা, ১ ম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা। দিনাজপুর পত্রিকা, তাহার কলেবরের অধিকাংশই কৃষি-বিষয়ে বিনিয়োজিত করিয়াছেন; আখ্ মাড়া কল, অর্থ-সঞ্চয়, এবং মনুষ্যত্ব বেশ পরিষ্কার প্রাঞ্জল লিখা হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গবাসী।
১৮৮৫, ৯ আগষ্ট।

দিনাজপুর পত্রিকা শ্রীব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরী বি এ, বি এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও দিনাজপুরে প্রকাশিত। এখানি মাসিক পত্রিকা। মফঃসল হইতেও যে মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে. ইহা আহ্লাদের বিষয়, কিন্তু স্থায়ী হইলে হয়। বগুড়া হইতে ও পরে কাকিনিয়া হইতে বিশ্ব-বন্ধু নামক পত্র প্রচারিত হইতে ছিল; কিন্তু গ্রাহকগণ যথা সময়ে মূল্যাদি প্রেরণ না করাতে ও সাধারণ রূপে উৎসাহ না পাওয়াতে এতৎ প্রদেশের প্রথম প্রকাশিত উক্ত মাসিক পত্র-খানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা দিনাজ-পুর পত্রিকা যে দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে কয়েকটী হিতকর বৈষয়িক প্রস্তাব আছে।

রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশ।
১২৯২, ১২ ভাদ্র।

অর্থ সঞ্চয়। *

"Not to have a mania for buying is to possess a fortune."

* দিনাজপুর পত্রিকা। শ্রীব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরী বি, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। দিনাজপুর সেন যন্ত্রে মুদ্রিত।

"* * দিনাজপুর পত্রিকায় এই সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার পূর্ব্বাংশ কি? তাহা আমরা দেখি নাই। কিন্তু যে টুকু দেখিয়াছি সে টুকু নূতন ধরণে বেশ সুন্দর রূপে লিখিত হইয়াছে। তবে দুই ফর্ম্মা কলেবরের মধ্যে ৮।৯ টী প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা আমরা ভাল বোধ করিলাম না।" শ্রী চঃ——

শিল্পপুষ্পাঞ্জলি।
১২৯২, অগ্রহায়ণ।

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা।

১ম ভাগ। ফাল্গুন, ১২৯২। ১০ম সংখ্যা।

গবাদি পশুর রোগ ও চিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নাম। এই রোগের দেশীয় সাধারণ নাম পেটে বাজেও, ও সিমলা ও কখন কখন পশ্চিমা বলে।

কারণ। অনিয়মিত আহার হেতু অর্থাৎ পূর্ব্বে যে দ্রব্য না খাইত এমত দ্রব্য খাওয়াতে গবাদির অনেকবার এই রোগ হইয়া থাকে। কয়েক সপ্তাহ গবাদির আহার না হইলে বর্ষার আরম্ভে প্রথম বৃষ্টির পর নরম২ পল্লব হইলে অতিরিক্ত আহার করিয়া সিমলা রোগ হয়। এইরূপে পালের অনেক পশুর এই রোগ হইতে পারে। হইলে তাহা প্রায় সঞ্চারক বা মড়ক রোগের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়।

কখন কখন গলার নলীর রোধের

লক্ষণ বলিয়া সিমলা দেখা যায়।

লক্ষণ। এই রোগের লক্ষণ ত্বরায় বৃদ্ধি পায়। পেটের বাঁ দিগের পশ্চাৎভাগ ফুলিয়া উঠে, আঙ্গুল দিয়া টোকা মারিলে প্রথম পাকস্থলীতে বায়ু জমিয়া আছে বোধ হয়, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়, মাথা সোজা করিয়া তুলে, গোঁ ২ শব্দ করে, আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়ায়, বোধ হয় যেন আর নড়িতেচড়িতে পারিবে না।

পেটফোলা ত্বরায় বৃদ্ধি হইয়া অন্যান্য লক্ষণ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠে। শুইলে শ্বাস ফেলিতে আরও কষ্ট হওয়াতে শীঘ্র উঠিয়া পড়ে। পাকস্থলীতে যে বায়ু জমিয়া আছে তাহা বাহির করিয়া না দিলে শ্বাস ফেলিতে ক্ষণে ক্ষণে আরও কষ্ট হয় শেষে পেট অতিশয় ফুলিয়া উঠে। ও পশু আর দাঁড়াইতে না পারিয়া,পড়িয়া যায় ও শ্বাস আটকিয়া মরে।

অনেক সময়ে এই রোগ ভ্রমক্রমে অন্য ২ রোগ বলিয়া জানা গিয়া থাকে। আরও অতি শীঘ্র বৃদ্ধি হইয়া উঠে দেখিয়া বিষ খাওয়ার লক্ষণ বলিয়া বোধ হয়। রোগ শক্ত হইলে এক অবধি তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে। গোড় পাতিলে পশুটি আট অবধি বার ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে।

নিম্নলিখিত ঔষধটি ব্যবহার করিতে হইবেঃ—

[১]

শরাব	...	...	৵০ আধ পোয়া।
শুঁটের গুঁড়া	...	...	/০ এক ছটাক।
গোল মরিচের গুঁড়া	...	...	১।০সওয়া তোলা।

মিশাইয়া আধসের তপ্ত জলের সঙ্গে দিবে। বাছুরের ও আধা বয়সের গবাদিকে অর্দ্ধ মাত্রায় দিলেই হয়।

ঔষধের গুণ ধরিলে, পশু অল্প কালেই ঢেকুর তুলিতে আরম্ভ করে। যত ঢেকুর তোলে পেট ফাঁপা ও শ্বাস ফেলিবার কষ্ট ততই কমিয়া যায়।

ঔষধে উপকার না দর্শিয়া শ্বাস রোধের লক্ষণ দেখা গেলে, আর একজন মুখ ধরিয়া হা করাইয়া রাখিলে কমবেশ দুই হাত লম্বা একটা চিমড়া নল মুখের ও গলার নলীর ভিতর দিয়া পাকস্থলী পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া দিলে ঐ নলী দিয়া বাষ্প বাহির হইতে পারিবে। কিন্তু এদেশীয় গবাদির স্বামীদের কাছে তদ্রূপ নল থাকে না, এই হেতু নিম্নলিখিত মতে অবিলম্বে পাকস্থলী চিরিয়া দিতে হইবে।

পাঁজরের শেষ অস্থির ও উরতের সন্ধির মধ্যে বাঁদিগের দাবনার উপরি ভাগে ঐ পাঁজরের শেষ অস্থি ও উরতের সন্ধি ও কটি-দেশের পার্শ্বের অস্থি হইতে সমান দূর ধরিয়া কলমকাটা ছুরির মত ধারাল ছুরি দিয়া খোঁচা মারিয়া ফাঁপা পাকস্থলী পর্য্যন্ত বিঁধিয়া দিতে হইবে। ছিদ্রটি এমন বড় করিতে হইবে যেন কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর মত মোটা ৬ইঞ্চি লম্বা বাঁশের চুঙ্গি তন্মধ্যে প্রবেশ হইতে পারে।

ছুরিদ্বারা যে ছিদ্র করা যায় তাহার মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে বাঁশের চুঙ্গি বসাইয়া দিলে সেই চুঙ্গির ভিতর দিয়া বেগে বায়ু নির্গত হইবে তাহাতে পশু ত্বরায় কিঞ্চিৎ আরাম পাইবে। এক কি দুই ঘণ্টা অর্থাৎ ফলার চিহ্ন যতক্ষণ না যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ বাঁশের চুঙ্গি বসান থাকিবে।

ঐ চুঙ্গি পেটের মধ্যে সেঁধিয়া না যায় এই নিমিত্তে চুঙ্গির যে দিক বাহিরে থাকে তাহার আগার প্রায় এক ইঞ্চি নীচে তিন ইঞ্চি লম্বা একটা কাটি এড়ো করিয়া বান্ধিতে হইবে।

এই সময়ে নিম্নলিখিত রেচক ঔষধের কোন একটি ব্যবহার করিতে হইবেঃ—

[১]

মষিণার তৈল	...	...	/।০ এক পোয়া।
গন্ধকের গুঁড়া	...	...	✓০ আধ পোয়া।
শুঁটের গুঁড়া	...	..	১।০সওয়া তোলা।

ভাতের আধসের তপ্ত মাড়ের সঙ্গে দিবে। মেষের নিমিত্ত অর্দ্ধেক পরিমাণে দিতে হইবে।

[২]

এপসম সাল্ট কিম্বা লবণ		...	✓০আধ পোয়া।
গন্ধকের গুঁড়া	...	...	/১০দেড় ছটাক।
শুঁটের গুঁড়া	...	...	১।০ সওয়া তোলা।
গুড়	...	...	/১০দেড় ছটাক।

এই সকল দ্রব্য /২সের তপ্ত জলে ভাল করিয়া মিশাইয়া জুড়াইলে পর দিতে হইবে।

পথ্য —অতি অল্প করিয়া কাঁচা ঘাস খাইতে দিবে, কদাচ অধিক করিয়া দিবে না।

পালের মধ্যে একটা পশুর রোগ হইলে অন্য গুলিনকে কম করিয়া খাইতে দিয়া এই রোগের দায় হইতে মুক্ত করিবে।

ক্রমশঃ।

উদ্ধৃত।

(কৃষিগেজেট।)

গোল আলু।

(নূতন প্রণালী)

আমাদের দেশের কৃষকদিগকে নূতন প্রণালীতে কোন চাসের কথা বলা বৃথা। তাহারা আজন্ম-কাল যাহা করিয়া আসিতেছে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে চাহে না। ইহার কারণ শিক্ষার অভাব।

কোন একটী বিষয়ের পরীক্ষা করিতে ইহারা বড়ই নারাজ। অনেক দিন হইল আমি আলু চাসের বিষয়ে একটী পরীক্ষা করিতে আমাদের পল্লীস্থ ও পল্লীর নিকটস্থ কৃষকদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তাহারা আমার অনুরোধ রক্ষা করে নাই। পাঠকগণ বলিতে পারেন যে, আমি নিজে কেন পরীক্ষা করিলাম না? তাহার উত্তরে আমি বলিতেছি যে স্বচক্ষে সে প্রণালীটী অনেকবার দেখিয়াছি এবং বুঝিয়াছি বলিয়াই আমি উহাদিগকে সেই প্রণালীতে উক্ত বিষয়ের উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম, নতুবা তাহারা পরীক্ষা করিতে গিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বা বিফলমনোরথ হইবে আমার এমন জ্ঞান থাকিলে আমি কখনই অনুরোধ করিতাম না। আমার বিশেষ প্রতীতি আছে যে নিম্নলিখিত প্রণালীতে আমাদের দেশে আলুর চাস করিলে বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা।

প্রথমতঃ সচরাচর আমাদের দেশে কি প্রণালীতে আলুর চাস হইয়া থাকে, তাহা একবার দেখা যাউক। আমাদের দেশের কৃষকেরা আলু বসাইবার সময় আলুর বীজ রাখিয়া থাকেন। আলুর বীজ সাধারণতঃ তিনপ্রকার,-গলার, তলার ও ঝাড়া। আলুগাছের সর্ব্বউপরে যে আলু ধরে তাহাকে গলার আলু বলে; গলার আলু প্রায়ই মাটীর বাহিরে জন্মে এই জন্য প্রায়ই শাকবর্ণ হয়। তলার আলু ছোট ২ ও সাধারণ আলুর মত রং। সর্ব্বনিম্নে যে ছোট ছোট আলু হয় সেই গুলিকেই তলার আলু বলে। আবার এই সমস্ত আলুর বীজ যখন ক্ষেত্রে বসান হয়, তখন অনেক আলুর অঙ্কুর (কল) ভাঙ্গিয়া যায়, সেই আলুর পুনরায় অঙ্কুর বাহির হইলে তাহাকে ঝাড়া বীজ বলে। এই তিন প্রকার ভিন্ন আর এক প্রকার আলুর বীজ আছে, তাহাকে দোভাঙ্গা বীজ বলে। এই দোভাঙ্গা বীজ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। আলু যখন একটু বড় হইয়া আসে অথচ গাছ বেশ সরল ও সতেজ থাকে, এবং আলুর দর যখন বেশী থাকে, তখন কৃষকেরা বড় ২ আলু-

তলি উঠাইয়া লইয়া গাছগুলিকে শায়িত রাখিয়া ও শুয়াইয়া মস্তকে অল্প মাটি চাপা দিয়া রাখে এবং ক্রমে সেই অবস্থায় আবৃত অংশ হইতে আবার ছোট ছোট আলু উৎপন্ন হয়। এই আলুকে দোভাজার আলু বলে। ইহাতে যে বীজ হয়, তাহা কৃষকদের বড়ই আদরণীয়, দোভাজার আলুর দামও খুব বেশী।

উপরে যে আলুর বীজের উল্লেখ করা গেল, সে গুলিকে প্রথমতঃ ফাল্গুন, চৈত্র কি বৈশাখ মাসে ক্ষেত্র হইতে লইয়া গিয়া বাঁশের মাচার উপর রাখা হয়, ক্রমে তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। অঙ্কুর বাহির হইলে পর কার্ত্তিক মাস হইতে কৃষকেরা আলু বসাইতে আরম্ভ করে। আমাদের দেশের কৃষকেরা আজ কাল বোম্বাই আলুরও চাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বোম্বাই আলু কার্ত্তিক মাসের অনেক পূর্ব্বে বসান হয় এবং বোম্বাই আলু বসাইবার প্রণালী সাধারণ আলু বসাইবার প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

আমি সাধারণ আলুর কথাই বলিতেছি। উপরি উক্ত অঙ্কুর বাহির হইবার পূর্ব্বে আলুর বীজের অনেক ব্যাঘাত আছে। প্রথমতঃ অনেক আলু পচিয়া যায়, তার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার অনেকগুলি মুষিকে ভক্ষণ করে। যে গুলিতে কল (অঙ্কুর) বাহির হয় তাহাতে আবার এমন একপ্রকার শাদা শাদা রঙ্গের পোকা অথবা রোগ ধরে যে সমস্ত বীজ পচিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ফলতঃ আলুর এই প্রণালীতে বীজ রাখা ভয়ানক ক্ষতিজনক। যে বৎসর আলুর বীজে রোগ ধরে সে বৎসর আলু ভয়ানক দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে। এই রোগের কেমন একটা লক্ষণ দেখা যায় যে, যখন এই রোগ প্রকাশ পায় তখন দেশের অধিকাংশ স্থানেই আলুর বীজ নষ্ট হইয়া যায়। সাধারণতঃ আলুর বীজ যে মুল্যে বিক্রয় হয় এই প্রকার রোগে বীজ নষ্ট হইলে আর সে মুল্যে পাওয়া যায় না। আলুর বীজ এই প্রকারে সময়ে প্রতি মণ ৪০৲ টাকা মুল্যে বিক্রয় হইতে দেখা গিয়া থাকে। বীজ

সস্তা হইলেও ২০।২৫ টাকার কম প্রায় পাওয়া যায় না।

এখন এত অধিক মূল্য দিয়া আলুর বীজ ক্রয় না করিয়া আর অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারা যায় কি না? আমাদের দেশের কৃষকেরা যে বোম্বাই আলুর চাস করিয়া থাকে তাহার জন্য উক্ত রূপ প্রণালীতে বীজ রাখা হয় না। বাজার হইতে খাবার আলু ক্রয় করিয়া আনিয়া তাহাই বীজ বসাইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কৃষকের অন্য প্রকার আলু চাসের বেলায় উক্ত প্রকার প্রণালী অবলম্বন করে না। যদি আমাদের দেশেই বোম্বাই আলু খাবার আলু হইতে সুন্দররূপে উৎপন্ন হয়, তবে অপর আলুই বা কেন না হইবে, আমি বুঝিতে পারি না। বেহার অঞ্চলে কৃষকেরা আমাদের দেশের মত যত্ন করিয়া ঐরূপ বীজ রাখে না, উহারা খাবার আলু কাটিয়া জমিতে বসায় এবং তাহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আলু উৎপন্ন হইয়া থাকে। আজ কাল বেহার অঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে আলু বঙ্গদেশে আমদানি হইতেছে। বেহারের সমস্ত আলুর চাস এই প্রণালীতে হইয়া থাকে।

আলুর গায়ে চক্ষু (চকু) আছে। এক হইতে চারি পাঁচটী পর্য্যন্ত চক্ষু এক একটী আলুতে দেখা যায়। এই সকল চকু হইতে আলুর গাছ জন্মায় সুতরাং আলু বসাইবার সময় এক একটী আলুকে চাকা ২ করিয়া কাটিয়া তাহাতে যয়টা চকু আছে ততখান করিয়া বসাইতে পারা যায়। ইহাতে কত প্রকারে ব্যয় কম হয় একবার দেখুন। প্রথমতঃ একটী আস্ত আলুতে অনেকগুলি গাছ হইবে। এদিকে আবার কৃষকেরাই জানে, যে আলুটীর একটী অঙ্কুর বাহির হয় তাহার যেমন তেজ হয়, যে আলু হইতে অধিক অঙ্কুর বাহির হয় তাহার তেমন তেজ হয় না। এই জন্যই আলুর বীজ বসাইবার সময় চাষারা গোটা ও সতেজ অঙ্কুরটী রাখিয়া বাকিগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেয়। কিন্তু বড় আলু এইরূপে কাটিয়া বসাইলে কেবল একটী মাত্র অঙ্কুর বাহির হইবে এবং গাছও খুব

সতেজ হইবে। এই প্রণালীতে দার্জিলিং পাহাড়ে যথেষ্ট আলু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের কৃষকেরা যদি এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া আলুর চাষ করেন, তাহা হইলে বিশেষ সুবিধা হইবে। বীজ-আলুর অপেক্ষা খাবার আলু অনেক সস্তা এবং সকল সময়েই সুলভ। এই-রূপ সুবিধা থাকিতে কেবল ভ্রম বশতঃ কৃষকেরা বীজ-আলুর জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়ান এবং অনর্থক অনেক ক্লেশ ও অর্থ ব্যয় সহ্য করেন। আবার বীজ-আলু ক্রয় করিবার সময় খারাপ জাতের আলু চেনা যায় না, সুতরাং সেরূপেও ঠকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি এই সাধারণ খারাপ বড় আলু বাজার হইতে ক্রয় করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে উহা হইতে ভাল আলু হইবার কথা। আমি আশা করি পাঠক মহাশয়েরা যাহাতে এই প্রণালীতে আলুর চাস আমাদের দেশে প্রচলিত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে একটু মনোযোগী হইলে দেশের বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। —"ব্যবসায়ী।"

অগ্নিদর্পচূর্ণ পালিস। *

কাচ চূর্ণ	...	...	...	২০ ভাগ।
চীনের বাসনের গুঁড়া		...	...	২০ ভাগ।
প্রস্তর চূর্ণ	...	...	...	১০ ভাগ।
চূণ	...	...	...	১০ ভাগ।
সোরা	...	...	...	৩০ ভাগ।

প্রথমে কাচ চূর্ণ চীনের বাসনের গুঁড়া প্রস্তর চূর্ণ ও চূণ এই চারি দ্রব্য উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে উহাতে সামান্য জল মিশ্রিত করিয়া সোরা দাও। এই গুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে নরম থাকিতে থাকিতে কড়ি, বরগা এবং জানালাদিতে মাখাও, কোন ক্রমেই সে সকল অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না।

* বিবিধ তত্ত্ব, ১ম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

উদ্ধৃত।

(ভারত শ্রমজীবী।)

পাণিফল।

আজ কাল অনেক দেশেই পাণিফলের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। যে দেশে উহা ছিল না, তথায় উহার বীজ আনীত হইতেছে। অস্ট্রেলিয়ার মেলবর্ণ সহরের ব্যারণ কার্ডিনেণ্ড ভন মুলার সাহেব কলিকাতায় "কৃষি ও উদ্যান সমিতির" নিকট হইতে বীজ লইয়া তথায় বিস্তারিতরূপে চাষ আবাদ আরম্ভ করাইয়াছিলেন। এখন তথায় দুই রকম পাণিফলই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া বহুতর লোকের আহার যোগাইতেছে। আমাদিগের দেশে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও সামান্য প্রকারে বীল বীলে ইহার আবাদ হয়। অনেকে অনুমান করেন যে কাশ্মীরের প্রশস্ত হ্রদ হইতে এদেশে পাণিফল আসিয়াছে। তথায় এক্ষণে প্রতিবৎসর প্রায় দেড় লক্ষ টাকার পাণিফল বিক্রয় হয়। ইহা খাইয়া ত্রিশ সহস্র লোক পাঁচ মাসকাল জীবন ধারণ করে। রসায়নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পাণিফল চূর্ণকে আরোরুট অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা উহা অপেক্ষা বলকারক, অথচ সহজে পরিপাক হইয়া যায়। ইউরোপের নানা স্থানে পাণিফল জন্মিয়া থাকে। ইংলণ্ডে ইহার নাম ওয়াটার নাট। ওয়াটার নাট পাণিফল অপেক্ষা দেখিতে ছোট; আর তাহার গায়ে কাঁটা নাই। মার্কিন দেশেও পাণিফল হইয়া থাকে। তথাকার রমণীগণ ইহার মালা গাঁথিয়া টেবিল সাজান।

পাণিফল শুকাইয়া চূর্ণ করিলে "আরোরুট" পরিবর্ত্তে বিক্রয় করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ আরোরুটের চাষ করিতে যে ব্যয় হয় পাণিফলে সে সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের দেশে কত জলাশয় পড়িয়া রহিয়াছে। তিন চারি হাত অন্তর পুঁতিয়া দিলে দেখিতে দেখিতে গাছ বড় হইল জলের

উপর জ্বালিতে থাকে; ক্রমে ফুল ফলে মধুর ঘ্রাণ ছাইয়া ফেলে। বহুকাল রাখিলেও পাণিফল নষ্ট হইয়া যায় না। কঠিন আবরণ ইহাকে অনেকদিন রক্ষা করে।

পাণিফলের ময়দায় বেশ রুটী হয়; চিনি ও ছানার সহিত মিশাইয়া সন্দেশ হয়।

———000———

সাংখ্য-দর্শনের অর্থ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকটি দ্বারা সাংখ্য শব্দের যে অর্থ বিবৃত হইতেছে তাহা এই। "সাংখ্য-দর্শনবিৎ পণ্ডিতগণ সংখ্যা নির্দ্দেশ করেন এবং প্রকৃতি এবং অপর চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের নির্ণয় করেন বলিয়া তাঁহারা সাংখ্য নামে অভিহিত হন।" একণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে এক, দুই তিন প্রভৃতি গণনার সংখ্যা ও সাংখ্য-শব্দের অর্থের অন্তর্ভুক্ত, কেবল এই মাত্র নয়, 'সাংখ্য' এই শব্দটির এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে তাহা ভাষ্যকার স্বয়ং এই শ্লোক উদ্ধৃত করণ দ্বারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সংখ্যা শব্দের অভিধানানুমোদিত দুইটি অর্থ আছে এবং তদুভয়ই সাংখ্য শব্দের অর্থের অন্তর্ভূত, তন্মধ্যে একটি অর্থাৎ এক,দুই,তিন প্রভৃতি গণনার সংখ্যা রূপ অর্থ যে সাংখ্য-শব্দের অর্থের মধ্যগত তাহা ভাষ্যকারের উদ্ধৃত শ্লোক এবং আমাদের ব্যাখ্যাদ্বারা আমরা পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা করিয়াছি; সম্প্রতি সংখ্যা-শব্দের অভিধানগত অপর অর্থের বিষয় আমরা কিঞ্চিৎ পাঠকগণকে জানাইব। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে আমরা পূর্ব্বে সংখ্যা-শব্দের বিবেকরূপ আর একটি অর্থের উল্লেখ করিয়াছি। এ অর্থটি অভিধানগত অর্থ এবং সাংখ্য-দর্শনের ভাষ্যকার স্বীয় ভাষ্যে এ অর্থেরও অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। সাংখ্য-প্রবচণ-ভাষ্যের ভূমিকায় বিজ্ঞানাচার্য্য বলিয়াছেন যে "সংখ্যা সম্যগ্বিবেকেনাত্ম-কথন মিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ সম্যগ্বিবেকেরদ্বারা আত্মার নির্ণয়ের নাম সংখ্যা। বিবেক শব্দের অর্থ পার্থক্য-জ্ঞান দুই বা অধিক বস্তুর পরস্পর তুলনা দ্বারা যে প্রভেদ জ্ঞান হয় তাহারই নাম বিবেক। এইরূপে পরস্পর বিভিন্ন পদার্থের সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন গুণ গুলির পর্য্যালোচনা করিয়া যে পদার্থগুলিকে পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান হয় এইরূপ সম্পূর্ণ পৃথক্ জ্ঞানকে সম্যগ্বিবেক বলা যাইতে পারে, এই সম্যগ্বিবেকদ্বারা আত্মা

হইতে ভিন্ন পদার্থের মধ্যে যে আত্মার পার্থক্য-জ্ঞান অর্থাৎ আত্মা অন্য সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ এইরূপ জ্ঞান তাহাই সম্যগ্বিবেক এবং সুতরাং তাহাই সংখ্যা-শব্দের অভিধেয়। সংখ্যা-শব্দের এই অর্থ সাংখ্য-শব্দের অভিধানগত দ্বিতীয় অর্থের মূল। অতএব আমরা এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি যে সংখ্যা-শব্দের ব্যাকরণগত দুইটি এবং অভিধানগত দুইটি অর্থ লইয়া "সাংখ্য" এই শব্দটির প্রধানতঃ চারিটি অর্থ হইতে পারে যথাঃ—(১) "একত্রে (একগ্রন্থে) কথন," (২) "সম্যক্‌প্রকারে (সম্পূর্ণরূপে) কথন।" (৩) "এক, দুই, তিন প্রভৃতি দ্বারা সংখ্যা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কথন," এবং (৪) "সম্যগ্বিবেক দ্বারা আত্ম-জ্ঞান কথন।' এই অর্থ-চতুষ্টয়ের মধ্যে শেষোক্ত দুইটি অর্থের সাংখ্য-প্রবচণ ভাষ্যে স্থূলতঃ উল্লেখ পাইয়াছি অপর দুইটির কোন উল্লেখ কোন স্থানে পাই নাই।

"সাংখ্য" শব্দের অর্থের আলোচনার পর এক্ষণে আমরা দর্শন-শব্দের অর্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। দর্শন-শব্দের অভিধানগত বিশেষ কোন অর্থ আমরা অবগত নই, কেবল ব্যাকরণগত অর্থের দ্বারাই দর্শন-শব্দের প্রকৃত প্রাসঙ্গিক অর্থ প্রতিফলিত করিতে হইবে। "দর্শন" এই শব্দটি দৃশ ধাতু হইতে করণ বাচ্যে অনট্ প্রত্যয়ের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। সকলেই জানেন দৃশ্ ধাতুর অর্থ দেখা। ক্রিয়ার উত্তর "ক্রিয়া সাধনের উপায়" এই অর্থ বুঝাইবার জন্য যে সকল প্রত্যয় হয় সেই সকল প্রত্যয়কে করণ বাচ্যের প্রত্যয় বলে, যে প্রত্যয়ের দ্বারা ক্রিয়ার অর্থ ক্রিয়া সাধক উপায় অর্থে পরিবর্ত্তিত হয় তাহাই করণ বাচ্যের প্রত্যয়। একটি দুইটি দৃষ্টান্ত পাইলেই পাঠকবর্গ অতি সহজ উপায়েই ইহা বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিজন্ত মৃ ধাতু গ্রহণ করা যাউক। মৃ ধাতুর অর্থ মরা, নিজন্ত মৃ ধাতুর অর্থ মারা; এখন ইহার উত্তর করণ বাচ্যে অনট্ প্রত্যয় করিলে যে মারণ শব্দ উৎপন্ন হইবে তাহার অর্থ কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে করণ বাচ্যের প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদ যে ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয় সেই ক্রিয়ার উপায় অর্থাৎ সাধক বস্তু বুঝায়, সুতরাং "মারা" এই অর্থ বোধক নিজন্ত মৃ ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে অনট্ প্রত্যয় করিলে যে "মারণ" এই শব্দটি উৎপন্ন হয় ইহার অর্থ মারিবার উপায় অর্থাৎ যে বস্তুদ্বারা মারা যায়। আর বেশি দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই; এখন পাঠকবর্গ অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে দৃশ্ ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে অনট্ প্রত্যয় করিয়া যে দর্শন-শব্দ আমরা পাই, তাহার অর্থ দেখিবার উপায় অর্থাৎ যাহাদ্বারা দেখা যায়। আমরা এখন জানিতে পারিলাম যে দর্শন-শব্দটির অর্থ দেখিবার উপায়; কিন্তু এটি ধাতব অর্থ যদিও এ অর্থটি সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনকে প্রকারান্তরে বুঝায় তথাপি এই অর্থদ্বারা পাঠকবর্গ এমন মনে করিবেন না যে সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ বা চসমা।

আমাদের আলোচ্য স্থলে দৃশ্ ধাতুর অর্থ, সাধারণ দেখা নহে, একটু ইতর বিশেষ আছে। যাহাদ্বারা মাটী, পাথর, ঘটি, বাটি দেখা যায় তাহার নাম এ অর্থে দর্শন নয়। যাহাদ্বারা বস্তুতত্ত্ব দেখা যায় অর্থাৎ যাহাদ্বারা বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান হয় তাহার নাম দর্শন, এই অর্থেই আমাদের বিবেচনায় সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতিকে দর্শন বলা যায়। এক্ষণে পাঠক-বর্গ "সাংখ্য" ও "দর্শন" এ উভয় শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলেন, এ সম্বন্ধে আর আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। আমরা একটি দোষ করিয়াছি তজ্জন্য পাঠক-বর্গের নিকট একটু ক্ষমা প্রার্থনা আমাদের করা উচিত; দোষটি এই যে আমরা দর্শন-শব্দের অর্থ করিতে করিতে বস্তুতত্ত্ব-শব্দটি আনিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু ইহার কোন অর্থের উল্লেখ করি নাই। অতি অল্পাক্ষরে এই শব্দটির অর্থ ভালরূপে বুঝান যায় না, আমরা এক্ষণে ঐ শব্দটির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলাম না, তবে এই পর্য্যন্ত এখন বলিয়া রাখি, যে বস্তুর অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় সেই পদার্থ-সমূহের প্রকৃত অবস্থা বা স্বভাবের নাম বস্তুতত্ত্ব।

ক্রমশঃ।

ডেভিড।

[১]

সতেজ থাকিলে মূল, বৃক্ষের বর্দ্ধন;
রসাভাবে হয় তার নিশ্চয় পতন।
রাজত্ব বৃক্ষের মূলে, যতনে সিঞ্চিত হলে,
প্রজা অনুরাগ রূপ শীতল জীবন,
বিঘ্ন সম্ভাবনা তার থাকে না কখন॥

[২]

দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাহি কিছু আর,
ইতিহাস পরিচয় দিতেছে ইহার।
অবিচার, অত্যাচার, হইবে রাজত্বে যার,
সদা পক্ষ-পাত আর পীড়ন প্রজার,
ন্যায়ের বিচারে তার নাহিক উদ্ধার॥

[৩]

জেতা জিত সমভাবে করিতে শাসন,
হইয়াছে রাজ্য মধ্যে বিধির সৃজন।
বিচার আসনে যাঁরা, ধর্ম্ম অবতার তাঁরা,
তুল সূত্রে ন্যায় দণ্ড করিয়া ধারণ,
ঊর্দ্ধে দৃষ্টি রাখি দণ্ড করেন ক্ষেপণ॥

[৪]

রাজত্বে শান্তির ভাব করিতে স্থাপন,
পশ্বাচার অত্যাচার হ'তে নিবারণ।
হইয়াছে দণ্ড বিধি, যাহাতে অশেষ বিধি,
দণ্ড তরে,ফাঁক নাহি প্রায় কোন স্থানে,
খেটেছে মস্তিষ্ক অতি যার প্রণয়নে।

[৫]

ভারত বাসীর দণ্ড করিতে বিধান।
দণ্ড-বিধি দণ্ডে দণ্ডে হয়ে মুর্ত্তিমান্।
ধারা প্রকরণ সহ, খাটিতেছে অহরহ,
উগ্র মূর্ত্তি ধ'রে উহা এদেশীর তরে,
নিয়তই পড়ে কা'ল বাঙ্গালির শিরে॥

[৬]

শুনি মাত্র, দেখি নাই, দেখি কি না আর,
সন্দেহ দোলায় চিত্ত হইয়াছে ভার।
ব্রিটিশ ভারতবাসী, যে বা করে পাপ রাশি,
তারে নাহি দণ্ড বিধি করিবে শাসন,
(তবে) ব্রিটিশ বরণে কেন খাটেনা কখন॥

[৭]

দুঃখের কাহিনী আর কি বলিব হায়।
যাহার স্মরণে সদা বুক ফেটে যায়।
অত্যাচার অবিচার, সহেনা ভারতে আর,
ভারত বাসীর মর্ম্ম করিয়া পীড়ন,
অত্যাচার শ্রোত ক্রমে হতেছে বর্দ্ধন॥

[৮]

অত্যাচার লিপ্ত বটে হয় না সকলে.
যারা হয় তার দণ্ড হয় কোন্ কালে।
বড় আঁটা আটিস্থলে, কিছু মাত্র দণ্ড হলে,
জ্ঞান-কৃত বধে হয় হার্টের বিধান,
অর্থ দণ্ডে যাতে দোষী হয় পরিত্রাণ ।।

[৯]

শুন্দরী কামিনী কথা করিলে স্মরণ,
শোক দুঃখ্য রাগ মনে হয় উদ্দীপন।
ডেভিডের অত্যাচার, হৃদয়ে সহেনা আর,
পশ্বাচার পশুবৃত্তি করিতে সাধন,
হ'রে ছিল শুন্দরীর সতীত্ব রতন ।।

[১০]

ব্রিটিশের পদাঘাতে হইলে মরণ,
প্লীহা ফাটা হয় তার মৃত্যুর কারণ।
শির, বক্ষঃ, পৃষ্ঠ দেশ কিম্বা হক্ পদ দেশ.
যেই স্থান ভেদ হয় তাতেই প্লীহার,
কবি কল্পনার মত মূর্ত্তি আবিষ্কার ।।

[১১]

মাথা ফাটা প্লীহা ফাটা একি রোগ বটে,
আশ্চর্য্য বিচার শক্তি সাহেবের ঘটে।
এইরূপে কত শত, দিবা রাতি হয় হত,
কোন রোগ নাহি যার সুস্থ কায় মত,
পদা ঘাতে প্লীহা রোগ হয় আবির্ভূত ।।

[১২]

এই কি ন্যায়ের দণ্ড হয়েছে বিধান,
জ্ঞাত কৃত বধে অর্থ দণ্ডের বিধান।
শুন্দরীর অভিযোগ, হ'ত মাত্র কর্ম্ম ভোগ,
পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ কিছুই হ'ত না,
ধর্ম্মের বিচার যদি না হ'ত ঘটনা ।।

[১৩]

প্রাণ ঘাতী, মান ঘাতী, দুষ্ট দুরাচার,
ডেভিডের জজ কোর্টে কি হ'লো বিচার।
রবসন জুরিগণ, রাখে স্বজাতির মন,
কিন্তু জেন, ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য নিয়মে,
পাপের নিস্তার নাহি হয় কোন ক্রমে॥

[১৪]

বিনা সূত্রে এক সূত্রে তালাশ করিয়া,
ডেবিডের মকদ্দমা দিলা উড়াইয়া।
ভারতে সহেনা আর, ব্রিটিশের অত্যাচার,
এইরূপ বিচারেতে প্রবল হইয়া,
অত্যাচার স্রোত ক্রমে যেতেছে ভাসিয়া॥

[১৫]

কোন্ দোষে, সুরেন্দ্রকে দিলা কারাগার,
কোন্ দোষে ডেভিডেরে দিলে হে নিস্তার।
কি আর বলিব ছাই, ভেবে কিছু নাহি পাই,
কেমন ন্যায়ের দণ্ড বুরাও তোমরা,
বুঝিতে না পারি আর বুঝিব না মোরা॥

[১৬]

হে ডেভিড নীচাশয় দুষ্ট দুরাচার,
ইন্দ্রিয়ের বশ হয়ে কি ব্যবহার।
অবলা কুলের রত্ন, সতীত্ব অমূল্য রত্ন,
সেই রত্ন ছিঁড়ে ছিলি হরিয়া জীবন,
নরকেও স্থান তোর হবে না কখন॥

[১৭]

কি যাতনা তার মনে জানে সেই জন,
অত্যাচার রূপ অস্ত্রে যে হয় ছেদন।
জানেন সেই ভগবান, জানে সেই ন্যায়বান,
তুইকি জানিতি ওরে পাষণ্ড নির্দ্দয়,
পাষাণে নির্ম্মিত ছিল তোর দুরাশয়॥

[১৮]

এংলো ইণ্ডিয়ানগণ জানিবে নিশ্চয়,
ধর্ম্মের বিচারে দণ্ড হবে সুনিশ্চয়।
ডেভিডের অত্যাচারে, আর তার অবিচারে,
ধর্ম্মরাজ দেবাদেশ করিয়া প্রচার,
অশনি ক্ষেপনে দণ্ড দিয়াছেন তার।

[১৯]

হে নাথ অনাথ বন্ধু পতিত পাবন,
সর্ব্বত্র তোমার দৃষ্টি আছে অনুক্ষণ।
আমরা ভারত-বাসী, অপার দুঃখেতে ভাসি,
দুখার্ণবে দিন দিন যেতেছে ভাসিয়া,
রক্ষা কর দয়াময় পদাশ্রয় দিয়া॥

[২০]

হে নাথ! তব স্থানে করি এ প্রার্থনা
দয়া করি অমাদের পুরাও বাসনা
নিয়তই দয়াদানে, ব্রিটিশ বাসীর মনে,
সুমতি প্রদানি কর অভয় প্রদান,
যাতে ত্রাণ পায় তব ভারত সন্তান॥

স্থানীয় সংবাদ।

বিগত ১লা ফাল্গুন অত্রত্য রাজধানীর অন্দর-মহালের একটী পরিচারিকা রাজবাটীর অন্দর মহালের নিকটবর্ত্তী একটী পুষ্করণীতে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে। পরিচারিকার বাড়ী রাজ-বাটীর নিকট থাকায়, উক্ত পরিচারিকা আপন বাটীতে গিয়া থাকিবে বিবেচনায় কেহ বড় একটা খোজ-খবর লয় নাই। পর-দিন উপযুক্ত সময়েও পরিচারিকা আপন ভাণ্ডারের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য কার্য্যক্ষেত্রে আইছিলনা বলিয়া খোজ হইতে আরম্ভ হইল এবং দেখা গেল যে হতভাগিনী জলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঘাটলার ঘাট এক সিঁড়ি, দুইসিঁড়ি করিয়া ইচ্ছামতে নামাউঠার বেশ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ভাবে মৃত্যু॥ নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

অত্রসহরের মধ্যস্থল রাজগঞ্জ মোকামে যে একটী ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিষ আছে, তাহা আমাদের পাঠকবর্গ মাত্রেই পৌষ মাসের পত্রিকা পাঠে বেশ অবগত হইয়াছেন। বিগত ১৬ই ফাল্গুন শনিবার রাত্রে ঐ পোষ্ট অফিষ হইতে সরকারী একটী বাক্স ও পোষ্ট মাষ্টার বাবুর কয়েক টাকার টিকিট চুরি হইয়া গিয়াছে। শনিবারের রাত চোরের ব্যবসা চালাইবার বড়ই সুবিধা।

এই সহরের উত্তর পূর্ব্বদিকে বড়বন্দর নামে একটী প্রধান বসতিস্থল আছে বিগত ২০শে ফাল্গুন উক্ত বড়বন্দরে আগুণ লাগিয়া প্রায় ৩০। ৪০ খান বাড়ী একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে অগ্নিদেবের দখলীস্বত্ব দিনাজপুরে মৌরসী হইয়া উঠিল।

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা।

১ম ভাগ, চৈত্র, ১২৯২। ১১শ সংখ্যা।

কলার চাষ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

যখন দেখা যাইবে যে কন্দি পুতিয়া দেওয়ার ১০। ১৫ দিন পরে এক একটী কলা গাছের গোড় দিয়া ছোট ছোট ৫। ৭ টী চারা বাহির হইবে, তখন আর জল দিতে হইবেনা। কেবল বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে যে, গরু কিম্বা ছাগল ঢুকিয়া গাছ সকল খাইতে না-পারে। এই রূপে মাসেক দেড় মাসকাল গত হইলে উহার এক একটী চারা উঠাইয়া স্বতন্ত্র স্থানে ৩। ৪ হাত তফাৎ করিয়া লাগাইতে হইবে। এই কার্য্যের প্রথম প্রণালী (কলা মথার প্রক্রিয়া) বৈশাখ

মাসের শেষে আরম্ভ করিলে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝিতে উক্ত গাছ-সকল লাগান যাইতে পারে, তাহা হইলে গাছ লাগিবে কিনা বলিয়া কৃষককে আর চিন্তিত হইতে হয় না।

উক্ত গাছ সকল লাগাইবার আর একটী চমৎকার কৌশল এই যে, যে গাছ বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে লাগান হয়, তাহাতে প্রায়ই তাহার ফিরা চৈত্র মাসে ফল হয় এবং যে গাছ ভাদ্র আশ্বিন মাসে লাগান হয় তাহাতে প্রায়ই ফিরা শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ফল হয়; এই বিবেচনায়, কলা গাছের গোড়ে অর্থাৎ মোথার মধ্যে চখের মত উঁচা উঁচা চিহ্ন থাকে, তাহার যে চিহ্নটী বেশ স্পষ্ট উঁচা দেখা যায় প্রত্যেক চারায় সেই উঁচা চখটী একদিকে রাখিয়া কলার গাছ সকল রোপিয়া গেলে, প্রায় সকল গাছের কলার কান্দি তাহার বিপরীত দিকে হইবে এবং প্রত্যেক গাছের ঝোঁকই কান্দির দিকে হইয়া থাকে অর্থাৎ যে দিকে কলার কান্দি নাম্বিয়া থাকে কলা গাছ ও সেই দিকেই হেলিয়া পড়ে। সুতরাং যে দেশে অধিক ঝড় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভব সেই দেশে ঐরূপ করিয়া না লাগাইলে প্রত্যেক গাছে দুইটী বাঁশ × রকম আড়া-আড়ী করিয়া বান্ধিয়া কলা-গাছ রক্ষা করিবার জন্য ঢোকা দিতে হয়, তাহাতে কৃষক বড় খরচান্ত হইয়া পড়ে। আর উক্ত প্রণালীতে গাছ লাগাইলে একদিকে সমস্ত গাছের কান্দি বাহির হওয়ায় লম্বা-লম্বি সারি বরাদ্দ একটী কি দুইটী বাঁশ কলার কান্দির নিচু দিয়া তাহাতে ২। ৪টী ঢোকা দিলেই সমস্ত গাছ রক্ষা পায় এবং বিপরীত দিক্ হইতে বাতাস আসিয়া গাছকে পিছনের দিকে উল্টাইয়া ফেলিতে না পারে এই জন্য কলা-গাছের ডাগুয়া বা শুষ্ক (পুরাণ) পাচল (যাহা পুড়িয়া দরিদ্র লোকে ক্ষার করে) দিয়া পূর্ব্বো-ল্লিখিত কলার কান্দির নিচের বাঁশের সঙ্গে বান্ধিয়া রাখে, ইহাতে কৃষক নিরাপদে উক্ত দুর্দ্দৈব আশঙ্কা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে।

ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে গাছ বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে

লাগান হয় তাহা প্রায়ই চৈত্র মাসে ফলে এবং ফল হইলে তাহা সর্ব্বাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া পাকিতে ৪।৫ মাস কাল বেশ লাগে সুতরাং আষাঢ় শ্রাবণমাসে তাহার কলা পাকে এবং কলা-গাছে ও কলাতে যত রৌদ্র লাগিবে কলা ততই পুষ্ট ও খাইতে সুস্বাদু হইবে; এইজন্য যে সকল কলা-গাছ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে লাগাইবে তাহার কলার কান্দি পূর্ব্ব মুখে নামাইবার জন্য উপরের লিখিত প্রত্যেক গাছের গোড়ার (মাথা বা মূলে) চখটী পশ্চিম দিকে রাখিয়া লাগাইতে হইবে, তাহা হইলে প্রত্যেক গাছের কলার কান্দি পূর্ব্বদিকে লাগিবে এবং আষাঢ় শ্রাবণ মাসে রৌদ্র পূর্ব্বদিকে লাগিয়া কলাগুলিন পুষ্ট ও খাইতে সুস্বাদু হইবে। এইরূপে ভাদ্র ও আশ্বিনমাসে যে সকল কলাগাছ লাগান যাইবে তাহা ইহার বিপরীত ভাবে লাগাইতে হইবে, তাহা হইলেই ঐরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া কলাগুলিন বেশ পুষ্ট ও সুস্বাদু হইবে।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত রাজা বল্লাল সেনের রাজধানী রামপাল ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের কলা অতিশয় প্রসিদ্ধ ও সেই স্থানবাসী অধিকাংশ লোক শুদ্ধ কলার চাষ করিয়া মহাসুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ঐ স্থানে একটী কলার বাগিচা দেখিলে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়া পড়ে। প্রকৃতির নবোদ্যান যেন মহানন্দে খেলা করিতেছে বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। তথায় প্রায় সব কলার কান্দি গাছের সমান লম্বা হইয়া থাকে ও কান্দির ভারে কলাগাছ ভাঙ্গিয়া পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। ঐ স্থান বাসী অধিকাংশ লোক কলার চাষ সম্বন্ধে এমন দক্ষতা প্রকাশ করিয়া থাকে যে, শ্রেণীবদ্ধ গাছ সকল দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। স্থানীয় বৃহৎ ব্যাপারে, কলার পাতা বিক্রয় করিয়া কৃষক অনেক টাকা লাভ করিয়া থাকেন। এতদ্দেশের গরুতে কলার পাচল খায় না বটে, ঢাকার অঞ্চলে বর্ষায় ক্ষেত, পুকুরের দল(দাম) প্রভৃতি নিয়ত কলাগাছের পাচল গরুর একটী প্রধান আহারীয় পদার্থ।

প্রায়শঃ শস্য রৌদ্রেই ভাল হয়, কিন্তু হরিদ্রা রৌদ্র অপেক্ষায় ছায়াতে বেশী বাড়ে বলিয়া ঐ কলা গাছের বাগিচার প্রত্যেক সারির মাঝে২, ২।১ সারি করিয়া হলুদ লাগানেও কৃষকের বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে।

হলুদ (হরিদ্রা।)

কৃষিবিষয়ের প্রস্তাব অবতারণার পূর্ব্বে জমির বিষয় কিছু বলা আবশ্যক, এই জন্য আগে জমির বিষয়ে ২।৪টী কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। প্রথমতঃ যে কোন প্রকারের কৃষি-কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে, সর্ব্বাগ্রে মৃত্তিকা নির্ব্বাচন করিতে হইবে, কারণ মৃত্তিকার উপরেই কৃষি-কার্য্যের জীবন নির্ভর করিয়া থাকে। মৃত্তিকা যে পরিমাণে উর্ব্বরা হইবে, কৃষি-জাত দ্রব্যও যে সেই পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া কৃষকের আশা পূর্ণ করিবে ইহা যেন প্রত্যেকের মনে জাগরিত থাকে। মৃত্তিকাই কৃষি-কার্য্যের প্রধান সম্বল, কৃষকের যাবতীয় আশা ও ভরসা মৃত্তিকা-গর্ভে নিহিত, বিবেচনা করিয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

মৃত্তিকা প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত যথা—খেয়ার, পলি, দোয়াস ও চিক্কণ। যে কয়েক প্রকার মৃত্তিকার বিষয় উল্লেখ করা গেল, সকল জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে যে তাহা সুফলপ্রদ নহে ইহা যেন মনে থাকে। বাস্তব উদ্ভিদের জাতি ও প্রকৃতি ভেদে কোন কোন শ্রেণীর পক্ষে পলি-মাটী, কোন কোন জাতীর পক্ষে খিয়ার আদি প্রসস্ত; উদ্ভিদের প্রকৃতি-ভেদে মৃত্তিকা নির্ণয় করিয়া কৃষি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে লাভের বিলক্ষণ সম্ভব। যে ভুমিতে বালির ভাগ অপেক্ষা চিক্কণ মাটীর ভাগ অল্প, তাহাতে লতা জাতীয় গাছ রোপণ করিলে উত্তম হয়। গুল্মাদির পক্ষে চিক্কণ ও বালুকা এই উভয় মাটীর ভাগ সমান

হইলে সম্ভবতঃ চলিতে পারে। যে ভূমিতে বালুর ভাগ নিতান্ত অল্প, সেই ভূমি বৃক্ষাদির পক্ষে খুব প্রশস্ত। যে মৃত্তিকায় যে জাতীয় শস্যাদি জন্মিয়া থাকে তাহা স্থির করিয়া চাষে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। মৃত্তিকা পরীক্ষা সম্বন্ধে সহজ কৌশল নিম্নেলিখিত হইল, তাহা জ্ঞাত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই অনায়াসে উহা নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবেন।

যে কোন জমির একখণ্ড মৃত্তিকা লইয়া ওজন করিলে যে পরিমাণ হইবে, এবং ঐ পরিমিত মৃত্তিকা-খণ্ড যদি আগুনে দগ্ধ করিয়া পুন-রায় ওজন করা যায় তবে তাহা দ্বিতীয়বার ওজনে যত-টুকু কম হইবে ঐটুকু উহার সার বলিয়া জানিতে হইবে। যেমন একসের ওজনে মৃত্তিকাখণ্ড দগ্ধের পর তিন পোয়া হইল, তাহা হইলেই জানা-গেল যে উক্ত একসের মাটীর মধ্যে এক পোয়া সার ছিল। আর যদি ঐ অবশিষ্ট মৃত্তিকা জলে গুলিয়া জল ফেলিয়া দেওয়ার পর বালুকা শুকাইয়া ওজনে একপোয়া হয়,তাহা হইলে জানিতে হইবে যে দুইভাগ চিক্কণ ও একভাগ বালুকা উহাতে বর্ত্তমান।

যে কোন চাষ আবাদে, জমির অবস্থা যেরূপই হউকনা কেন,মৃত্তি-কার উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করাই কৃষকের গুরুতর কার্য্য। কারণ জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি না করিয়া চাষে যত কেন পরিশ্রম ও ব্যয় করুন না সমুদায়ই বিফল হইয়া যাইবে। এই জন্য সর্ব্বাগ্রে মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির উপায় করিতে হইবে।

হলুদ পৃথিবীর প্রায় সমুদায় দেশে এরূপ ভাবে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে যে, উহা না হইলে কোন মতে নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য চলেনা। আমাদিগের প্রায় প্রত্যেক আহারীয় দ্রব্য রন্ধন সময়ে হলুদের আবশ্যক,হলুদ না দিয়া কোন তরকারী রন্ধন করিলে সুন্দর দেখায়না,এখন কি প্রায়শঃ স্থলে হলুদ বিহীন তরকারী খাইতেও বিরক্তি জন্মে। কেবল রন্ধন কার্য্যেই যে হলুদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এমত নহে; উহা আরও অনেক কার্য্যে নানাবিধ

প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জরদ্ রং হলুদ হইতে হইয়া থাকে। কাঁচা হরিদ্রা ও ইক্ষু-গুড় একত্রে খাইলে শরীরস্থ অনেক রকমের চর্ম্ম রোগ নিবারণ করিয়া দেহের লাবণ্য ও চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি করিয়া থাকে, এই জন্য আর্য্য সন্তানগণ মধ্যে, অনেকে এখনও অনেক সময় বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে স্নানান্তে, আহারের পূর্ব্বে, হরিদ্রা ও উক্ত গুড় দিয়া জল খাইয়া থাকেন; পাঁচড়া ও খুজলী (চুলকানী) ইত্যাদি রোগে নিমপাতা ও হরিদ্রা-বাঁটা ব্যবহারে অনেকে মহোপকার প্রাপ্ত হইয়া আসিতে-ছেন। অঙ্গরাগবৃদ্ধি করিতে হরিদ্রা এক প্রধান উপাদান। বিবাহ সময়ে হলুদ বাঁটা দিয়া যে বর ও কন্যাকে স্নান করাইয়া থাকে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, শরীরের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া সাধারণের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিবে। হরিদ্রাটী বাঙ্গালী-দের আজের জিনিষ নহে, বহুদিনের ও বহুবিধ কার্য্যোপযোগী সম্পত্তি বিশেষ। আর্য্যগণ ইহাকে এত আদর করিতেন যে ইহাকে সিদ্ধ* করিয়া ব্যবহার করিলেও দূষনীয় বলিয়া বর্জ্জনীয় হইবে না †।

যথা।—হরিদ্রা গো-রসো ধান্যং পুনঃ পাকেন শুদ্ধতি।

জলচর অনেক হিংস্র জন্তুর পক্ষে হরিদ্রা একটী বিষবৎ পদার্থ। শক্তি-সাধক স্বর্গীয় রাম প্রসাদ সেন মহাশয় একটী গানে বলিয়াগিয়া-ছেন যে, "কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে; তুমি বিবেক হলদি গায় মেখে যাও ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।"

সোনার অলঙ্কারাদির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিতে হলুদ একটী অমোঘ ঔষধ বলিলেও বলা যাইতে পারে। এই হলুদ না হইলে আমাদিগের কোন মতে চলে না, সুতরাং হলুদ গৃহকার্য্যের একটী প্রধান জিনিষ। প্রতি গৃহীর গৃহে, প্রত্যহই কিছু না কিছু হলুদের দরকার। বাজারে যে হলুদ বিক্রয় হয় উহার ৬০ এর ওজনের প্রতি সেরের মূল্য।০আনা।

---

* সিদ্ধ করার প্রণালী চাষ আবাদের পরে লিখিত হইবে।

† হরিদ্রা সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিলে কোনরূপ গুণাধিক্য হওয়া সম্ভব বোধ হয়।

যদ্যপি একটু যত্ন করা যায় তাহা হইলে উহাতে অল্প পরিশ্রমে বিশেষ ফল লাভ হয়, এমন কি জমির উর্ব্বরতা অনুসারে প্রত্যেক বিঘাতে ৩০/মণ, পর্য্যন্ত হলুদ উৎপন্ন হয়। মৃত্তিকা হইতে যে হলুদ উত্থান যায় তাহা সর্ব্বদা ব্যবহার হয় না, উহাকে শুকাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। হলুদ শুকাইলে তিন পোয়া কমিয়া যায় অর্থাৎ একসের হলুদে একপোয়া পাওয়া যায়। যদ্যপি প্রত্যেক বিঘাতে নিতান্ত-পক্ষে ৩০/ মণ হলুদ জন্মে, তাহা হইলে শুকাইয়া ৭৷৷০ মণ থাকে। প্রত্যেক মণ ৮৲ টাকা করিয়া বিক্রয় করিলেও ৬০৲ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মধ্যে ১০৲ টাকা খরচা বাদ দিলেও ৫০৲ টাকা থাকে; অথচ হলুদের চাষ আবাদে বিশেষ খরচ বা খুব যত্নের আবশ্যক হয় না। হলুদের চাষ অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে ও অল্প পরিশ্রমে হইয়া থাকে। ক্রমশঃ—

———o()o———

বসন্তে কোকিল।

[১]

কুহু রবে যবে তুমি সুধা বরষিয়া, স্বভাবে ভুলাও ওরে স্বভাব মোহিয়া।
না জানি চতুর তব চাতুরী কেমন, রহিয়া রহিয়া কর মধুর সিঞ্চন।
সুধা মাখা মধুময় নামটী তোমার, স্বরের লহরি তা'হে অতি চমৎকার।
কেনা কবে কুহু রবে স্বভাবে মোহিল, বসন্তের চির দাস তুইরে কোকিল॥

[২]

মুকুল উদ্গমি যবে শোভে বনস্থল, নব নব পত্র পুঞ্জে প্রকৃতি চঞ্চল।
নব সাজে নব-শোভা নব দরশন, নব নব রূপে করে স্বভাবে মোহন।

যদি না থাকিত ইথে কোকিল সিংহন, হইত কি বসন্তের গৌরব বর্দ্ধন।
তাই বলি বিধি তোরে বিরলে সৃজিল, বসন্তের চির দাস তুইরে কোকিল॥

[৩]

পত্র পুঞ্জে সুনিবিড় যবে বনরাজ, দিনকর কর-মালা যথা পায় লাজ।
তথায় লুকান প্রেম বাড়াতে কেবল, শাখী শাখে বসি তুমি ডাক অবিরল।
কার সাধ্য সে সিঞ্চনে ঘরে বসি রয়, হৃদি হ'তে জোর করি মন কেড়ে লয়।
কেনা জানে সে কূজনে বিরহি যন্ত্রিল, বসন্তের চির দাস তুইরে কোকিল॥

[৪]

ইথে যদি দিত বিধি তোরে সুগঠন, করিতি পলকে তুই প্রলয় ঘটন।
তাই বলি কালকুটে ছাড় হেন দেশ বিধবা বিবাহে যথা জ্বলে উঠে দ্বেষ।
যা চলি চাহিনা তব মধুর সিঞ্চনে, যথায় যুবতি বক্ষে স্বাধীন পরাণে।
কেন যে বঙ্গের কাকে এছার পোষিল, বসন্তের চির দাস তুইরে কোকিল॥

[৫]

বালিকা বিবাহ প্রথা নাহিক যথায়, লইতেছে ইচ্ছাবর নব সভ্যতায়।
বিলাসের তরে করে জীবন পোষণ, প্রতি পদে যাহাদের বিলাস সাধন।
জুয়লজিকেল্ কিম্বা প্রমোদ কাননে, ডেকরে নিয়ত তুমি তথা এক মনে।
বধিতে বিরহি-প্রাণ বিধি কি গড়িল ? বসন্তের চির দাস তুইরে কোকিল॥

ভ্রমর।

কালকূটে রিপু-পদে এতই গুমর, প্রকৃতির চির দাস তুইরে ভ্রমর।
ফুটন্ত কি অফুটন্ত না করি বিচার, কলি কি মুকুল কিছু না করি নেহার।
জবর দখলে তুমি যৌবন ভাণ্ডারে, প্রবেশিছ অহরহ কি কব তোমারে।
এর সুধা ওর কাছে করি বিতরণ, নাগরালী করি কর সময় যাপন।
রবেনা এ হেন দিন নহত অমর, প্রকৃতির চির দাস তুইরে ভ্রমর॥

জোড়দল জোর করি কর বিকশিত, ক্ষত দেহে কবে কেহে হয় আনন্দিত।
এমন রসিক মোরা না হেরি কখন, নশ্বর যৌবন সঙ্গে নাগর মিলন।
সরলা সরোজে ঢুকে নিশি কর ভোর, প্রকৃতির চির দাস তুইরে ভ্রমর॥

তরুমূলে ধরাতলে শুষ্ক পুষ্পচয়, হেরে কি হয়রে মনে প্রেমের উদয়।
একদিন ছিলে তুমি এদের নাগর, ইহাদের সঙ্গে রঙ্গে যাপিতে বাসর।
যৌবন বৃন্তের মূল কালের দংশনে,—হইয়াছে কবলিত এবে ধরাসনে।
নিপতিতা তাই বলি চাহনা ফিরিয়া, অনন্তের খেলা গেছে অনন্তে মিশিয়া।
চির দিন রবে কিহে যৌবনওমর, প্রকৃতির চির দাস তুইরে ভ্রমর॥

বিশ্ব বিজেতার এই বিস্মিত লিখন, সমভাবে নাহি যায় সময় কখন।
দেশ, কাল, পাত্রগত, প্রকৃতি বিচার, যুগ বার ঋতু পক্ষ মাসে অনিবার।
আসিবে যাইবে সদা কেহ না রহিবে, অবিরত বিশ্বস্রোত এবিশ্বে বহিবে।
অনন্তের শূন্য গর্ত্ত করিতে পূরণ, ঘটনা চক্রের সুধু বক্র আবর্ত্তন।
তবে কেন ইহাদের এত অনাদর, প্রকৃতির চির দাস তুইরে ভ্রমর॥

———০()০———

সাংখ্য-দর্শনের স্থূল মর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তত্ত্ব-নিরূপণ।

মূল সাংখ্য-দর্শন যেরূপ ভাবে লিখিত তাহাতে আমরা যে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছি তাহার পরেই আমাদের সাংখ্য দর্শনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক, কারণ সাংখ্য-দর্শনের একেবারে প্রারম্ভেই এই বিষয়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু সাংখ্যকারের পথানুযায়ী হইয়া এই বিষয়টির এই-স্থানে আলোচনা করাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি থাকায় আমরা এক্ষণ ক্ষান্ত হইলাম স্থলান্তরে আমরা এবিষয়ের উল্লেখ করিব ইচ্ছা রহিল। সম্প্রতি সাংখ্য-দর্শন মতে প্রকৃতি এবং চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের নিরূপণে

আমরা হস্তক্ষেপ করিব। এই তত্ত্ব নিরূপণ এবং পরিশেষে সাংখ্য মতে মোক্ষলাভ কথন এই দুইটিই সাংখ্য-দর্শনের প্রাণ। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এইরূপ তত্ত্ব নিরূপণ করার জন্যই এই দর্শনের নাম সাংখ্য দর্শন হইয়াছে।

সাংখ্য-দর্শনের মতে চতুর্ব্বিংশতি এবং প্রকৃতিকে লইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব আছে। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কি কি তাহা বলিবার পূর্ব্বে তত্ত্ব কাহাকে বলে তাহা ব্যক্ত করা উচিত। সকলেই জানেন যে তৎ শব্দের উত্তর ভাবার্থে ত্ব প্রত্যয় করিয়া তত্ত্ব শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। তত্ত্ব শব্দের এই ধাতু প্রত্যয়দ্বারা অর্থ করিতে গেলে তাহার ভাব, স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতি এই বুঝায়। আমরা বলিতে পারি যে এখানেও তত্ত্ব শব্দের এই টিই প্রকৃত অর্থ। তাহার অর্থাৎ তুমি,আমি ভিন্ন, অন্য কোন বস্তুর ভাব, এতাবতা ইহাই বুঝাইতেছে যে তোমার ভাব, আমার ভাব তত্ত্ব নয়, এভিন্ন বস্তুর অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব আছে তাহার ভাব। অতএব সত্তা বিশিষ্ট বস্তুর ভাবই তত্ত্ব। যাহার সত্তা আছে তাহাই বস্তু এবং এই বস্তুর যে সাধারণ প্রকৃতি তাহাই তত্ত্ব। অতএব এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে তত্ত্ব বলিতে যাহার সত্তা আছে তাহাকে উপলব্ধি হয়। কিন্তু এই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে পুস্তক, পুষ্প, বৃক্ষ, মানুষ এগুলি এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তত্ত্ব, এ সকলগুলির যে অস্তিত্ব আছে তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু এরূপ ভাবে তত্ত্ব গণনা করিলে তত্ত্বের আর সংখ্যা থাকে না। এই জন্য কতকগুলি সত্তা-বিশিষ্ট অত্যাবশ্যকীয় (অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে বিশ্বের কার্য্যের কিছু কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না) বস্তুর নাম তত্ত্ব হইয়াছে। পুস্তকাদি বস্তুতে তত্ত্ব আছে কারণ ইহাদের শরীর পঞ্চভূতগঠিত এবং প্রত্যেক ভূতই একটি একটি তত্ত্ব, কিন্তু তাই বলিয়া পুস্তকাদি বস্তু তত্ত্ব পদ বাচ্য নহে। ক্রমশঃ—

সংবাদ।

পত্র প্রাপ্তে অবগত হইলাম কুচবিহারে মহা বিভ্রাট হইয়াছে রাজবাটীর একটা নূতন প্রস্তুত বাড়ী খিলান ছাদের অর্দ্ধাংশ ২০শে ফাল্গুন বেলা ১২ টার সময় ভাঙ্গিয়া ১২ জন লোক আহত ও ৫ জন হত হই-য়াছে। যে ছাদ অনুমান ২০।২৫ দিন হইল প্রস্তুত হইয়াছে ঐ ছাদ পিটাইতেই ভাঙ্গিল। বাড়ী তৈয়ারিকার একজন সাহেব, আর একজন ১০০৲ টাকা বেতন ভোগী সাহেব বাড়ী পরীক্ষা করিতে আছেন। পরিক্ষক সাহেব মিসনরি অর্থাৎ ধর্ম্মযাজক, কাজেই তিনি ধর্ম্মের দিকে একটু চাহিয়া "এজায়গা হয়া নাই" বলিয়া দুই জায়গা ভাজিয়া ছিলেন, তার পর আর কিছুই

করেন নাই। আমাদের মতে অল্প বেতনের একজন বাঙ্গালি দ্বারা যদি পরীক্ষার কাজ হইত, তাহা হইলে হয়ত এ দুর্ঘটনা ঘটিত না।

আর একটী রহস্যকথা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে দিন মহারাজা আসেন, সেই দিন ঠিকাদার সাহেবেরা বলেন যে রাজবাড়ীর সম্মুখে তোপ দাগিলে বাড়ী পড়িয়া যাইতে পারে। ভাল! তোপের বলে যদি বাড়ী পড়ে, তবে গোলা গুলি চলিলে কি হইবে? দৈনিক।

ঠিকাদার গৌরাঙ্গ অবতার।

আমাদের বিবেচনায়" যদিও ঠিকাদার সাহেব " তথাপি অপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বুদ্ধি-বৃত্তির বিকলতা জন্মিবাতে,রাজ-বাটীর সম্মুখে তোপ দাগিলে " বাড়ী পড়িয়া যাইতে পারে " বলিয়া ঠিকাদার সাহেবরা যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা যেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে " কাল বাঙ্গালির হৃদয়ে " ততটা উপলব্ধি হয় না।

যে স্থলে একজন সাহেব স্বয়ং রাজ-মিস্ত্রীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং আর একজন সাহেব, মিস্ত্রী সাহেবের কৃত-কার্য্যের পরীক্ষার জন্য মাসে ২ ৭০০৲ সাত শত টাকা দরমাহা লইতেছেন, তখন নিতান্তই বলা উচিত ছিল, এবং বলিলেও দেশ-কাল-পাত্রানুসারে নিশ্চয়ই সঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইত যে শুশুং দুর্গাপুরের পাহাড়ে দুইটী ইঁদুরের গাঁধ্ ছিল,দৈবাধীন তাহা একত্র হইয়া একটু বড় হওয়ার স্থানাব-রোধকতার অনুরোধে, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম-সূত্রে,কুচবিহার রাজবাটীর "নূতন ছাদ পড়িয়া যাইতে পারে।" অথবা অতি অল্প দিন হইল ব্রহ্ম-রাজ থিবের সহিত ব্রিটীস সিংহের বড়ই ধস্তাধস্তি হইয়া গিয়াছে, আজি পর্য্যন্তও বেশ হটুপট্টী চলি-তেছে; শ্বেতাঙ্গ বিনির্ম্মিত কুচবিহারের রাজ প্রাসাদ পড়িয়া যাওয়ার তাহাও একটী কারণ ছিল। অহো!!! ঠিকাদার সাহেব! কারণ নির্দ্দেশ করিতে তোমরা বিলক্ষণ পটু।

* * * *

তা যাহা হউক কমিশন সুরাস্রোতের গতি রোধের জন্য প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব করেন। (১) বড় বড় সহরে সদর ভাটি হউক। (২)ছোট ২ সহরের নিকটে সহরের বাহিরে ভাটি অবস্থিত হউক। সহরে খুজরা মদ বিক্রয়ের দোকানগুলির স্থান সাবধানতার সহিত নির্ব্বাচিত হউক। (৩)প্রত্যেক জেলায় মদের কাট্তি বুঝিয়া মদ প্রস্তুতের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হউক। (৪) জেলার অবস্থা ও বর্ত্তমান মূল্য বিবেচনা করিয়া মদের সর্ব্বনিম্ন মূল্য অবধারিত হউক। (৫) আবগারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা আরও বাড়ান হউক। ছোট লাট কমিশনের প্রথম মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন,তাঁহার মতে তত্ত্বাবধারণের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দেশে খোলাভাটি প্রচলিত করিলে দেশের মঙ্গল হইবে। যেখানে অল্প স্থানের মধ্যে অধিক মদ্যপায়ী আছে এবং যেখানে গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানের সুবিধা আছে সেইখানেই সদর

ভাটি খোলা হইবে। ছোট লাটের মতে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী খোলাভাটির সমকক্ষতা নিবারণ করিতে না পারিলে সদরভাটি খোলা বৃথা হইবে। প্রত্যেক জেলায় আবশ্যকীয় মদের পরিমাণ স্থির করাও সহজ নহে; সুতরাং মদ প্রস্তুতের পরিমাণ নির্দ্ধারণে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। কেন না ভাটিগুলি উপযুক্ত পরিমাণে মদ যোগাইতে না পারিলে অবৈধ উপায় অবলম্বিত হইবে। মদের সর্ব্ব নিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণে ছোট লাট নারাজ। তিনি বলেন উহাতে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েরই অসুবিধা হইবে। যাহাতে মদের মূল্য প্রতিযোগিতা দ্বারা নিরূপিত হয় তাহারই চেষ্টা করা যাইবে। যদি কোন মদ বিক্রেতা ক্রমান্বয়ে অন্য সকলের অপেক্ষা কম মূল্যে মদ বিক্রয় করে তবে আবগারী কর্ম্মচারীগণ তাহা নিবারণ করিবেন। ছোট লাট সর্ব্ব নিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণে নারাজ কেন বুঝি না। সর্ব্ব নিম্ন একটা মূল্য নির্দ্ধারিত থাকিলে আর অতি কদর্য্য অপকারক মদ বিক্রয় সম্ভব হইবে না। ছোট লাট আবগারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

আবগারী কমিশন আরও কয়েকটী বিষয়ে পরামর্শ দিয়াছেন। কমিশন বলিয়াছেন মদ বিক্রয়ের দোকানের সংখ্যা কমান উচিত। সন্ধ্যা হইলেই মদের দোকান বন্ধ হইবে। ১২বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালকের নিকট মদ বিক্রয় করিলে, বিক্রেতার বিশেষ দণ্ড হইবে। ছোট লাট এই নিয়মগুলি প্রবর্ত্তনের আদেশ দিয়াছেন; কিন্তু আবগারী কর্ম্মচারীগণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যেন দোকানের সংখ্যা এককালে কমাইয়া দিয়া গোপনে মদ বিক্রয়ের প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যত দিন না গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন ততদিন মদের গতি রোধ সম্ভব হইবে না। মদ বিক্রয় কম হইলে টাকা কোথা হইতে আসিবে? এক ভাবে দেখিতে গেলে গবর্ণমেণ্টই মদের প্রশ্রয় দাতা। ডাঃ মিঃ

মুসলমানদিগের তীর্থ যাত্রা।

ভারতবর্ষ হইতে হেডজাজে বা মক্কায় যাইতে মুসলমান যাত্রীদিগের যে সমস্ত অসুবিধা ও কষ্ট হইয়া থাকে, তাহা দূরীকরণাভিপ্রায়ে গত কয়েক বৎসর হইতে গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। গরীব যাত্রীদের এই তীর্থ করিতে যে বিস্তর কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। ধর্ম্মের জন্য এই সমস্ত কষ্ট ভোগ করা মুসলমান সমাজের অনেকেই কর্ত্তব্য

কার্য্য বলে কয়ার গবর্ণমেণ্ট এসম্বন্ধে কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করেন নাই। ১৮৮০ সালে বিলাত হইতে সংবাদ আইসে যে তুর্কীয় গবর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে এক হুকুম প্রচার করিয়াছেন যে কি স্বদেশীয় বা বিদেশীয় সমস্ত যাত্রীদিগের এক থান করিয়া ছাড় পত্র থাকা চাহি। কোন যাত্রী উহা না লইয়া আসিলে হেডজাজ নামক বন্দরে প্রবেশ করিতে পাইবেন না। ভারতবর্ষীয় যাত্রীদের পক্ষে ঐরূপ ছাড় লইতে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে না হয় এজন্য গবর্ণমেণ্ট এরূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে যে সমস্ত বন্দর হইতে যাত্রী লইয়া জাহাজ ছাড়ে, সেই সমস্ত বন্দরে এবং প্রতি জেলার সদর আফিস হইতে এবং দেশীয় কোন করদ অথবা মিত্র রাজ্যের প্রধান নগরে উক্ত যাত্রীগণ ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে ছাড়-পত্র পাইতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত জাহাজ যাত্রী লইয়া যায়, সেই সমস্ত জাহাজের যাত্রীদিগের সুখ সম্বর্দ্ধনার্থে কতকগুলি নিয়মাবলিও প্রচার করিয়াছেন। একশত যাত্রী কোন জাহাজে আরোহণ করিলে তাহাতে ঐ যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তার লইতেই হইবে। যে সমস্ত মুসলমান, নানা যাত্রী সংগ্রহ করিয়া বেড়ান, তাঁহারা পাস না লইয়া উক্ত কার্য্য করিতে পারিবেন না। মক্কায় তীর্থ করিতে যাইতে হইলে অন্যূন তিন শত টাকা আবশ্যক; ইহা তীর্থকরণেচ্ছু ব্যক্তিদের জ্ঞাতার্থে গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। এবং সম্প্রতি অল্প ব্যয়ে এবং সুখে যাত্রীগণ যাহাতে জাহাজে মক্কায় যাইতে পারেন, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট কুক এবং সন নামক কোম্পানির সহিত তাহাদের জাহাজে যাত্রী যাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।

স্থানীয়।

স্থানীয় জনৈক জমীদার ● ● অতি অল্প দিন হইল কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস হইতে আপন বিস্তৃত পরিমিত রাজ্যভার হাতে পাইয়া একেবারে উতলা হইয়া উঠিয়া-

ছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিপদে * * বাবুর কাঁচাদি প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল।

স্থানীয় জমীদার ইচ্ছা করিলে দেশের বেশ উন্নতি সাধন করিয়া সাধারণের নিকট কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতে পারেন। তার মধ্যে আপন আয়ের দিকে একেবারে দৃক্পাত না করিয়া অযথা ব্যয়ের হাত খুলিয়া দিলে অচিরেই তাহার আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারন্যায় দুর্দ্দশা-গ্রস্থ হইতে হইবে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপরাসীম লাঞ্ছনা ও অপব্যয়ের পরিণাম দেখিয়াও যে * * বাবুর চৈতন্যোদয় হইতেছে না ইহাই আক্ষেপের বিষয়।

শুনিতে পাই * * বাবুর বার্ষিক মুনফা ২ কি ২॥ হাজার টাকা মাত্র, ঘরেও মজুত নাই. ইহা-দ্বারায় এত ধুমধাম চলিবে কেন?

এবারে আমরা বেশী কিছু লিখি-লাম না, ভরসা করি এই হইতেই * * বাবু সহরস্থ কৃতবিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরামর্শ লইয়া প্রত্যেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন; তাহা হইলে পরিণামে ঋণ-সাগরে পড়িয়া * * বাবুকে হাবুডুবু খাইতে হইবে না।

——000——

কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রাপ্তি স্বীকার।

দিনাজপুর পত্রিকার বিনিময়ে আমরা নিম্নলিখিত পত্রিকা সকল নিয়মিতরূপে পাইয়া আসিতেছি; স্থানাভাব বশতঃ যথা সময়ে প্রাপ্তি স্বীকার করিতে পারি নাই—বলিয়া বিনিময়দাতাগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

দৈনিক, পূর্ব্ববঙ্গবাসী, রংপুর দিক্‌প্রকাশ, হিন্দুরঞ্জিকা, ভারত-বাসী, শ্রীমন্তসওদাগর, সংশোধিনী, বিজলী, ব্যবসায়ী ও বিবিধ তত্ত্ব।

প্রাপ্ত পুস্তকের সমালোচনা।

সুলভ শুভঙ্করী।—এই দিনাজপুর জেলার অধীন রাণীশঙ্কল বঙ্গ-বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীনন্দ রাম রাউত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, কলিকাতা মণিরাম-যন্ত্রে শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীদ্বারা মুদ্রিত; প্রত্যেক-খানের মূল্য ৵০ দুই আনা।

এই পুস্তকের ৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বিষয় বিন্যস্তের প্রথা অতি চমৎকার রূপে অবলম্বন করা হইয়াছে। শুভঙ্করী আর্য্যা সকলের উদাহরণ বেশ বিচক্ষণতার সহিত দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে গ্রন্থকার অতিশয় শ্রম স্বীকার করিয়াও মুদ্রাঙ্কন দোষে পুস্তকখানা পাঠ্যের উপযোগী এবং উদ্দেশ্যের পথ পরিষ্কার করিতে পারেন নাই। যাহা পাঠ করিয়া বালকবৃন্দের শিক্ষা-লাভ হইবে, তাহার মুদ্রাঙ্কন বড়ই পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ হওয়ার দরকার। এই পুস্তকখানা পড়িতে আরম্ভ করিলে হৃদয়ে বটতলার অধিষ্ঠাত্রীর আবির্ভাব হইয়া উঠে। ১২ পৃষ্ঠার "৬৬" "২৷৷"তে যে "১৬৮" লিখা হইয়াছে তাহার পাঁচ গণ্ডার অঙ্কটী "৮" এই মত উল্টা, "পাঁচাশি আড়াই"তে "২১২৷৷" হয়, তাহার মধ্যে কেবল সাড়েবার গণ্ডার বাঁ দিকে যেন পদ্মার ঢেউ লাগিয়া কোথাকার একটা অনাশূন্য "আট গণ্ডা" উল্টিয়া রহিয়াছে। ১৩ পৃষ্ঠার "বাণের" "ণ"টী "ন" হইয়াছে। ১৫পৃষ্ঠায় "কাঠায় বিঘায় গুণ করিলে" না হইয়া "কাঠার বিঘার গুণ করিলে" হওয়াতে ভয়ানক দোষ অর্শিয়াছে। ইহা দেখিলে তরলমতি বালকের কথা দূরে থাকুক, কৃতবিজ্ঞ লোকেরও ধাঁধাঁ লাগিতে পারে। ১৭ পৃষ্ঠায় "মূল্য" স্থলে "মূন্য"ও "সাড়ে" স্থলে "সারে" হইয়াছে। ১৮পৃষ্ঠায় "পণ" লিখিতে "পন" লিখা হইয়াছে। ১৯ পৃষ্ঠায় "তঙ্কা" স্থলে "তঙ্ঘা" "ধুলের" স্থলে "ধুলর" ২১ পৃষ্ঠায় "তদুপরি" স্থলে "তদোপরি," "ক্রান্তি" স্থলে "ক্রাস্তি" ও "দন্তি" স্থলে "দ্রন্তি" ২৬ পৃষ্ঠার "চাড়া" স্থলে "চারা" ২৭ পৃষ্ঠায় "ঊর্দ্ধ" স্থলে "উর্দ্ধ" "গণিয়ে" স্থলে "গনিয়ে," "উগা-

হরণের” স্থলে “উদাহরণ;” ২৯ পৃষ্ঠায় অষ্টম প্রশ্নের প্রথমে একটী “ভাদ” মুদ্রিত হইয়াছে। বোধ হয় প্রণেতার উদ্দেশ্য তাহার বিপরীত। ৩০ পৃষ্ঠার ১৫, ১৯, ২০ ও তৃতীয় উদাহরণের প্রথম, তৃতীয়, ষষ্ঠ দফায় ও ৩২ পৃষ্ঠার ১৯ দফায় বিস্তর বর্ণাশুদ্ধি আছে। অধিক কি প্রণেতার হাল বাসস্থান রাণীশঙ্করের “শ,” পুস্তকের প্রথম বিজ্ঞাপনে “স,” ও পৃষ্ঠের বিজ্ঞাপনে “শ” এবং প্রণেতার উপাধি “ম্লাউত” কোন স্থলে “উ” কোন স্থলে “ঊ” মুদ্রিত হইয়াছে। অপিচ এই পুস্তকখানা কত পৃষ্ঠায় সম্পন্ন করা হইয়াছে, প্রাপ্ত পুস্তক দৃষ্টে তাহা জানিবার উপায় নাই, বত্রিশ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ক্রমানুসারে বাঁধা আছে। ঐ বত্রিশ পৃষ্ঠার পরে পুনরায় ২৫ ও ২৬ পৃষ্ঠার একটী পাতা দেখা যাইতেছে, সুতরাং এই শুভঙ্করী, সুলভ-শুভঙ্করী না দুর্ল্লভ-শুভঙ্করী তাহা আমরা এখনও বলিতে পারি না।

বিদ্যা বুদ্ধির দক্ষতার সঙ্গে, কাজের সিদ্ধিলতা ও পর্য্যবেক্ষণতা থাকিলে একটী মহৎ গুণের পরিচায়ক হইয়া উঠে। আজ-কাল অনেকের মনে ইহার বিপরীত বিশ্বাস জন্মিয়া কার্য্যক্ষেত্রের আবর্জ্জনা বাড়িতেছে।

মুল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

মেঃ, এক, কেত্রি তনের সাহেব ডিষ্ট্রীকট সুপারিণ্টেণ্ড দিনাজপুর			১।৶০
,, এ. টি. রিকেটস ম্যানাজার শঙ্করপুর ষ্টেট	,,	বালুরঘাট	ঐ
শ্রীযুক্ত বাবু শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট	,,	দিনাজপুর	১৲
,, ,, রাম কৃষ্ণ পাঠক	,,	বাদাল	ঐ
,, ,, জয় কৃষ্ণ সরকার	,,	ভাকুড়া	ঐ
,, ,, নবকৃষ্ণ রায়	,,	নান্দাস	ঐ
,, ,, বনওয়ারী লাল সরকার	,,	মুন্সি পাড়া	ঐ
,, ,, গোবিন্দ চন্দ্র লাহিড়ী	,,	বলতৈড়	ঐ
,, ,, প্রসন্ন কুমার নাগ	ঢাকা	গোপালপুর	১।৶০

শ্রীযুক্ত কুড়ান মণ্ডল	দিনাজপুর	খানপুর	১।৶০	শ্রীযুক্ত রহিমুল্লা মণ্ডল	দিনাজপুর,	হজরতপুর	ঐ
,, বতুন মণ্ডল	,,	কোড়াইল	ঐ	,, পরেশ মহম্মাদ মণ্ডল	,,	ছোমা	ঐ
,, কিনাম ভুইমালী	,,	কৃষ্ণনগর	ঐ	,, দাতু সরদার	,,	চাঁদপুর	ঐ

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে সম্পাদকগণের মত

Dinagepore Masik Patrika for Joystha and Assar, edited by Baboo Brojesh Chundra Sinha Chowdhury, BA. BL. and published by Bishnu Charan Bhattacharya at the Dinajpore Sen Jantra:— A new periodical, chiefly devoted to agricultural subjects and deserving of encouragement.

THE INDIAN ECHO.
July 27, *1885*.

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইলাম। উক্ত পত্রিকা দিনাজপুর সেন-যন্ত্রে বাবু ব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরী বি এ, বি এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং বিষ্ণু চরণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত। এই পত্রিকা প্রধানতঃ কৃষি বিষয়ে বিনিয়োজিত। এই প্রকার পত্রিকার উৎসাহ বর্দ্ধন করা নিতান্তই কর্ত্তব্য।

ইণ্ডিয়ান একো।
১৮৮৫, ২৭ জুলাই।

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা।—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাশুল ১।৵০ আনা। শ্রীব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আমরা ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা পাইয়াছি। গ্রাহকদিগের সম্বন্ধে কাগজ খানি সুফলপ্রদ বলিয়া বোধ হইল।

বিজলী।
১২৯২, কার্ত্তিক।

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা শ্রীব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরী বিএ, বি এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত, দিনাজপুর সেন-যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য প্রতিখণ্ড ৵০ আনা, ১ ম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা। দিনাজপুর পত্রিকা, তাহার কলেবরের অধিকাংশই কৃষি-বিষয়ে বিনিয়োজিত করিয়াছেন; আখ্ মাড়া কল, অর্থ-সঞ্চয়, এবং মনুষ্যত্ব বেশ পরিষ্কার প্রাঞ্জল লিখা হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গবাসী।
১৮৮৫, ৯ আগষ্ট।

অর্থ সঞ্চয়। *

"Not to have a mania for buying is to possess a fortune."

* দিনাজপুর পত্রিকা। শ্রীব্রজেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরী বি, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। দিনাজপুর সেন যন্ত্রে মুদ্রিত।

"* * দিনাজপুর পত্রিকায় এই সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার পূর্ব্বাংশ কি? তাহা আমরা দেখি নাই। কিন্তু যে টুকু দেখিয়াছি সে টুকু নূতন ধরণে বেশ সুন্দর রূপে লিখিত হইয়াছে। তবে দুই ফর্ম্মা কলেবরের মধ্যে ৮।৯ টী প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা আমরা ভাল বোধ করিলাম না।"

শ্রী চঃ——

শিল্পপুষ্পাঞ্জলি।
১২৯২, অগ্রহায়ণ।

দিনাজপুর পত্রিকা শ্রীব্রজেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী বি এ, বি এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও দিনাজপুরে প্রকাশিত। এখানি মাসিক পত্রিকা। মফঃসল হইতেও যে মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে, ইহা আহ্লাদের বিষয়, কিন্তু স্থায়ী হইলে হয়। বগুড়া হইতে ও পরে কাকিনিয়া হইতে বিশ্ব-বন্ধু নামক পত্র প্রচারিত হইতে ছিল ; কিন্তু গ্রাহকগণ যথা সময়ে মূল্যাদি প্রেরণ না করাতে ও সাধারণ রূপে উৎসাহ না পাওয়াতে এতৎ প্রদেশের প্রথম প্রকাশিত উক্ত মাসিক পত্রখানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা দিনাজপুর পত্রিকা যে দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে কয়েকটী হিতকর বৈষয়িক প্রস্তাব আছে।

রঙ্গপুরদিক্প্রকাশ।
১২৯২, ১২ ভাদ্র।

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা—২য় হইতে ৯ম সংখ্যা। দিনাজপুর পত্রিকায় সাহিত্য ও দর্শনাদির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ও আলোচিত হইতেছে। গবাদি পশুর রোগ ও তাহার চিকিৎসার প্রবন্ধটী সর্ব্বসাধারণেরই জ্ঞাতব্য। বাঙ্গালি পাঠক স্বভাবতঃ রঙ্গ রস সরোবরের সুশীল সারস, তাঁহাদের নিকট দিনাজপুর পত্রিকার আদর হয়, আমাদের এরূপ ইচ্ছা।

পূর্ব্ববঙ্গবাসী।
১২৯২, ১০ই ফাল্গুন।

LOST

In the Dinagepore District on the 9th. February, 1886 a young female elephant with a piece of chain attached to her hind leg. Information of her whereabouts will be thankfully received by the undersigned.

A. T. Ricketts.
Manager Sunkurpur
Ward's Estate
Dt. Dinagepur.

জেলা জলপাইগুড়ির ডিপুটী কমিশনার আফিষ।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে জলপেশ মেলার সমাধার সঙ্গে সঙ্গে আগামী ২৫সে মার্চ্চ হইতে ১৫ই এপ্রেল মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৯২ সালের ১৩ ই চৈত্র হইতে ১২৯৩ সালের ৩ রা বৈশাখ পর্য্যন্ত অত্রজেলার অধীন তেঁতুলিয়া নামকস্থানে পূর্ব্বাপর যে মেলার অধিবেশন হয় তাহা আরম্ভ হইবেক। বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের সুবিধার্থে ঐ মেলার আবশ্যকীয় গৃহাদি প্রস্তুত করা হইবে এবং শান্তি রক্ষার নিমিত্ত পোলিস নিযুক্ত করা হইবে ইতি। ১৮৮৬। ৮মার্চ্চ।

জেলা জলপাইগুড়ির
ডেপুটী কমিশনার আফিষ।

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা।

১ম ভাগ।] বৈশাখ, ১২৯৩ [১২শ সংখ্যা।

হলুদ (হরিদ্রা।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হলুদের চাষের বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে জমিনের সম্বন্ধে বিশেষ দরকারি কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক হওয়ার অগ্রে তাহাই বলিতে বাধ্য হইলাম। গত মাসের পত্রিকায় হলুদের চাষের মধ্যে যে চারি প্রকার মৃত্তিকার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে আদৌ তাহারই বিষয় বিবৃত করা আবশ্যক বিবেচনায় নিম্নে সেই চারি প্রকার মৃত্তিকার লক্ষণ লিখিত হইল।

১।— ভালরূপ বৃষ্টী না হইলে যে মৃত্তিকায় প্রায় চাষ চলেনা, স্বভাবতঃই যে মৃত্তিকা অত্যন্ত কঠিন এমন কি লাঙ্গল কর্ষণেও কষ্ট বোধ হয়, চাষের পূর্ব্বে যাহা কোদালির দ্বারা খনন করিয়া চাষ করিতে হয় এবং বৃষ্টি হইয়া মৃত্তিকা একটু নরম হইলে যাহা কর্ষণ করিতে পারা যায় এবং যাহাতে চিকণ মাটীর ভাগ

অধিক ও বালু মাটির ভাগ অল্প থাকে তাহাকে খিয়ার মাটী কহে।

২।— যে মাটীতে সহজে লাঙ্গল কর্ষণ করা যাইতে পারে এবং উপরি ভাগের মৃত্তিকা চিক্কণ ও বালুতে সমভাবে মিশ্রিত হইয়া রসাল রকম থাকে সুতরাং ততটা কঠিন হয়না ও নিম্নে বালিয়া মাটী থাকে, তাহাকে পলি মাটী কহে। জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী বা বন্যার জলে প্লাবিত তীরস্থ ভূমিতে এই প্রকার মৃত্তিকা সঞ্চিত থাকে। অনেক প্রকার উদ্ভিদের পক্ষে এই পলিমাটী সারের ন্যায় কার্য্য করে।

বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াথাকিবেন যে অনেক স্থানে কৃষকগণ কোন শস্যের আবাদ করিবার পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের চতুঃপার্শ্বে কাঁচা (নালা বা অপ্রশস্ত খাল) কাটিয়া লক্ষিত স্থানের চতুর্দ্দিকে জল রাখিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। মালদহ ও বগুড়া অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক আম ও তুঁতের বাগিচার চতুর্দ্দিকে উল্লিখিত মতে নালা কাটা আছে; ইহার উদ্দেশ্য এই যে লক্ষ্য স্থানের মাটী খিয়ার, দোয়াস বা চিক্কণ হইলেও উক্ত নালাস্থিত সঞ্চিত জলে অনেকটা পলি মাটীরন্যায় ফলপ্রদ হইয়া থাকে। চাষীর এই বিশ্বাস যে অমূলক বা ভ্রান্তিজালে জড়িত তাহা আমরা কোন ক্রমেই স্বীকার করিতে পারিনা।

৩।— যে প্রকার মৃত্তিকাতে পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকার মৃত্তিকা সমভাগে অথবা অত্যল্প ন্যূনাধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে এবং সহজে হাল চালান যায় ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাহাতে জল প্রবেশ করিতে পারে, তাহাকে দোয়াস মৃত্তিকা কহে।

৪।—যে মাটীতে আঠাল মাটীর ভাগ অল্প এবং বালু মাটীর পরিমাণ অধিক দেখাযায় ও গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের উত্তাপে মাটী নীরস এবং তদুপরিস্থিত তৃণ-গুল্মাদি শুষ্ক হইতে থাকে, তাহাকে 'চিক্কণ * মাটী কহে। উপরে যে চারি প্রকার মাটীর কথা উল্লেখ করা হইল, তাহার মধ্যে দোয়াস মাটীই হলুদের পক্ষে প্রশস্ত। হলুদের

* কোন কোন স্থলে ইহাকে চড়া মাটীও বলিয়া থাকে।

চাষ প্রায় সকল দেশেই বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আরম্ভ হইয়া থাকে। হলুদের জমিন প্রথমতঃ কোদাল দিয়া কোবাইয়া † লইতে হয়, পরে হাল দ্বারার চাষ করিতে হয়। এই রূপ করার পর যখন দেখা যাইবে যে মাটি বেশ গুঁড়া হইয়া ধুলা হইয়া গিয়াছে, তখন পুনরায় হাল দ্বারা এক হস্ত পরিমাণ তফাৎ করিয়া গৈ (নালা) করিতে হইবে। উক্ত গৈ অৰ্দ্ধ হস্ত পরিমাণ গভীর হইলেই যথেষ্ট হইবে। ঐরূপ গৈ কাটা হইলে, হলুদের সংগৃহীত মোথা (গাছের গোড়া) উক্ত গৈয়ের মধ্যে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ তফাৎ করিয়া এক একখানি মোথা পুতিয়া যাইতে হইবে, সমুদয় গৈয়ের মধ্যে মোথা পোতা হইলে পরে মাটী দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। হলুদের যে কোন অংশ হউক না কেন তাহা রোপণ করিলেই তাহা হইতে হলুদ উৎপন্ন হইবে; কিন্তু পূর্ব্বে যে মোথার বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা হইতেই যথেষ্ট পরিমাণ হলুদ উৎপন্ন হয়। সে যাহা হউক হলুদ মাটী দিয়া ঢাকা হইলে ৫। ৬ মাস পর্য্যন্ত আর কোন পরিশ্রমের আবশ্যকতা থাকে না। ঢাকা অবস্থায় ১।২ মাস থাকিলে বর্ষাগমে জল পাইয়া প্রোথিত হলুদ অঙ্কুরিত হইতে থাকে এবং গাছ বড় হইতে আরম্ভ করে ও গাছ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাটীর নিচে হলুদও জন্মিতে থাকে।

আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে উক্ত গাছ সকলের গোড়ায় অৰ্দ্ধ হস্ত পরিমাণ মৃত্তিকা দুই পার্শ্ব হইতে কোদাল দিয়া উঁচা করিয়া গাছের গোড়া বান্ধিয়া দিতে হয়। উক্তরূপ গোড়া বান্ধিয়া দিলে, আলগা নরম মাটী পাইয়া হলুদ উপরের দিকে বৃদ্ধি হইতে থাকে। গোড়া বান্ধিবার কার্য্য একবার উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিলেই যথেষ্ট হইল।

আমরা এই মাত্র বলিয়াছি যে গাছের দুই পার্শ্ব হইতে কোদাল দিয়া মাটী কাটীয়া গাছের গোড়া বান্ধিতে হইবে, এই স্থলে কৃষককে

† কোদাল দিয়া কোবাইলে যত মাটী আলোড়িত হয়, হাল দ্বারায় সমানে ততটা হয় না।

একটু সাবধান করিয়া দি। গাছের দুই পার্শ্বে কোদালের কোব জোরে লাগিলে,হয় গাছ উপড়িয়া উঠিবে, না হয় কৃষকের ভাবী-ধন নবাঙ্কুরিত অপক হলুদও কোদালের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িতে বা কাটীয়া যাইতে পারে; সুতরাং ঐ স্থানের মাটী যেমন আলগা ও নরম তেমনি আস্তে২ কোবাইয়া মাটী উঠাইতে হইবে;"যেন সাপও মরে, লাঠীও না ভাঙ্গে।"

গাছের গোড়া উল্লিখিত মত বান্ধা হইলে আর ৩।৪মাস উহাতে হাত দিতে হইবে না। মাঘ মাসের শেষভাগে বা ফাল্গুনের প্রথমে,যে সময় হলুদের পাতা সকল প্যাকিয়া উঠিবে সেই সময় উক্ত গাছগুলির প্রত্যেকটী বা নিকটবর্ত্তী ২।৩টী একত্র করিয়া জড়াইয়া দিতে হইবে। এই জড়ান ক্ষণস্থায়ী না হয় অর্থাৎ কৃষক এক দিক হইতে জড়াইয়া অন্য দিকে যাইতে না যাইতেই তাহা খসিয়া পূর্ব্ব অবয়ব প্রাপ্ত হইতে না পারে। কারণ এইরূপ জড়াইবার তাৎপর্য্য এই যে হলুদের গাছে কৃষকের যে দরকার ছিল তাহা একরূপ পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে; এইক্ষণ যে কোন উপায়ে হউক হলুদের পুষ্টি-বর্দ্ধন করিতে পারিলেই কৃষকের বিশেষ লাভের কথা অথচ গাছগুলি একেবারে মরিয়া গেলে রসাভাবে হলুদগুলি পুষ্ট হইবে না সুতরাং গাছগুলি বজায় রাখিতে হইবে অথচ উক্ত গাছের দ্বারায় রস টানাইয়া সেই রসের দ্বারায় গাছের পুষ্টি-বর্দ্ধন করিতে না দিয়া হলুদের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইবে কাজেই গাছগুলিকে"ধোপার গাধার মত"রক্ষা করিতে হইবে।

বোধ হয় অনেকেই জানেন— বঙ্গের অবলাগণ কার্য্যে ব্যতিব্যস্তা হইয়া যে ভাবে এক পেঁচে তাঁহাদের চুল বান্ধিয়া থাকেন, উপরে যে জড়ানের কথা বলা হইয়াছে তাহাও ঠিক সেইরূপ পেঁচে বান্ধিয়া রাখার মত জড়াইতে হইবে।

এই ভাবে গাছগুলি জড়াইয়া গেলে পর ১বা১॥মাস মধ্যেই সমস্ত গাছ ক্রমে শুকাইয়া যাইবে, যখন দেখা যাইবে যে সমস্ত গাছগুলিই

মরিয়া গিয়াছে, তখন কোদালদ্বারায় রোপিত সারির উভয় পার্শ্বে আস্তে আস্তে কোব দিয়া হলুদ উঠাইতে হইবে।

যদি লম্বালম্বি সারির উভয় পার্শ্বে কোব না দিয়া সারির মাঝে মাঝে কোদলাইয়া হলুদ উঠাইবার চেষ্টা করা যায় তবে অতি অল্প আয়াসে উঠে বটে কিন্তু তাহাতে হলুদের উপরে কোদালের কোব লাগিয়া অনেক হলুদ নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাতে কৃষকের কিছু লোকসান হয়। ক্রমশঃ।

——000——

উদ্ধৃত।

গর্ভিণী চিকিৎসা।

(ভারত শ্রমজীবী হইতে)

১। প্রথম মাসে গর্ভ বেদনা হইলে, রক্তচন্দন, শলুফা, চিনি ও ময়না ফল সমভাগে লইয়া চালানী জলে বাটীয়া গর্ভিণীকে পান করাইলে বেদনা নিবারিত হয়। কিম্বা তিল, পদ্মকাষ্ঠ, শালুক ও শালি তণ্ডুল একত্র দুগ্ধে পেষণ করিয়া চিনি, মধু এবং দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে বেদনা বিদুরিত হয়।

২। দ্বিতীয় মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে পদ্ম, পানিফল, কেশুর, এই কয়েক দ্রব্য সমানভাগে চালানী জলে পেষণ করিয়া পান করাইলে বেদনা নাশ হইবে এবং গর্ভ স্থিরভাবে থাকিবে।

৩। তৃতীয় মাসে বেদনা হইলে কাকোলি, ক্ষীরকাকোলি (বেনের নিকট পাওয়া যায়) আমলকী সমভাগ লইয়া উষ্ণ জলের সহিত গর্ভিণীকে পান করাইবে এবং ক্ষুধা উপস্থিত হইলে সদ্গন্ধ শালিতণ্ডুলের ভাত খাওয়াইবে। অথবা পদ্ম কাষ্ঠ, কুড়, শালুক সমভাগে লইয়া চিনির জলে বাটীয়া গর্ভিণীকে পান করাইতে হইবে।

৪। চতুর্থ মাসে গর্ভবেদনা হইলে, নীলোৎপল, শালুক কণ্টকারী, গোক্ষুর, দুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া গর্ভিণীকে খাওয়াইতে

হইবে।

৬। ষষ্ঠ মাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে, রক্তচন্দন, নীলোৎপল প্রিয়ঙ্গু সমভাগে লইয়া দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে কিম্বা পিয়াল বীজ, কিসমিস খৈয়ের ছাতু শীতল জলদ্বারা বাটীয়া পান করাইবে। এই দুই মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিলে নিঃসংশয় গর্ভশূল বিনাশিত হয়।

৭। সপ্তম মাসের গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে শতমুলী পদ্মের মৃণাল বাটীয়া দুগ্ধের সহিত পান করিবে। কিম্বা কদ্‌বেল সুপারির মূল দৈ ও চিনি শীতল জলে পেষণ করিয়া দুগ্ধে গুলিয়া পান করিলে গর্ভবেদনা নিবারণ হয়।

৮। অষ্টম মাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে চালানী জল দ্বারা দোনে বাটীয়া পান করিবে। কিম্বা পলতা পাতা অত্যন্ত শীতল জল দ্বারা বাটীয়া পান করিবে।

৯। নবম মাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে এরণ্ডমূল কাকোলী শীতল জলে বাটীয়া পান করিবে। কিম্বা পলাশ বীজ ঝিন্টিমূল কাঞ্জীর সহিত বাটীয়া সেবন করিলে গর্ভবেদনা বিনাশ হয়।

১০। দশম মাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে নীলোৎপল, যষ্টিমধু, চিনিদ্বারা বাটীয়া দুগ্ধে গুলিয়া পান করিবে।

১১। একাদশ মাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ পদ্মের মৃণাল নীলোৎপল, কিম্বা ক্ষীরকাকোলী কুড়, বরহক্রান্তা ও চিনি শীতল জলে বাটীয়া দুগ্ধে গুলিয়া পান করিলে গর্ভ শূল নিবারিত হয়।

১২। দ্বাদশ মাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে ভূমি কুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, চূর্ণ এই সকল দ্রব্য সমভাবে লইয়া জল দ্বারা পেষণ করিয়া সেবন করিলে গর্ভ শূল বিনষ্ট হয়। *

——o()o——

সাধের বাঙ্গালী।

[১]

সাধের বঙ্গালী যায়, চাপ্‌কান্ দিয়ে গায়,
পরিধান পেণ্টলান, চখে চস্‌মা দিয়ে রে;
ইংরাজি বিনামা পায়, মেদিনী কাঁপা'য়ে তায়,
ধরা-খানা "সরা" দেখে, ঊর্দ্ধ দৃষ্টে চায় রে।

* প্রসব বেদনা পীড়া নহে। তাহা নিবারণ চেষ্টা করাও উচিত নয়। * * * *

[২]

সাহেবী পছন্দ যার, লাগে নাহি ভাল তার,
পিরান্ চাপ্কান্ চোগা, টেনে দূরে ফেলে রে ;
ইংলিশ টাইট্ কোট্, লঙ্ কিম্বা ফ্রক্ কোট্,
ভিতরে ওয়েষ্ট কোট, থরে থরে দোলে রে।

[৩]

ওল্ড-ফুল্ ছিল যত, তাহাদের অভিমত,
এখন বাঙ্গালী সব, "ধুতি সাড়ি" পরে রে ;
সদা থাকে খোলা গায়, এদৃশ্য কি দেখা যায়,
বঙ্গের এ অসভ্যতা, কত দিনে যা'বে রে।

[৪]

এইরূপে মনে মনে, শাপ পাড়ে বৃদ্ধগণে,
সাহেবী চা'লের দায়, ঘরে থাকা দায় রে ;
কিন্তু যবে ঠেকে দায়, সাহেবী সব ঘুরে যায়,
তবে হন আর্য্য পুত্র, দেখে হাঁসি পায় রে।

[৫]

না প'ড়ে পণ্ডিত এঁরা, সাহেবের সেরা গোঁড়া,
সমাজ সংস্কার মাত্র, মুখে বোল্ বলে রে ;
স্ত্রী স্বাধীনতা দিয়ে, জাতি-ভেদ উঠাইয়ে,
উন্নতি সোপান পরে ক্রমে ক্রমে তুলে রে।

[৬]

সকল কাজে অগ্রসর, কিছুরইনা ধারে ধার,
লাফালাফি হাঁপাহাঁপি দু দিনের তরে রে ;
পলিটিক্স্ রিলিজন্, সব কাজে অন্দোলন,
মনে ভাবে এ সকল মুটার ভিতরে রে।

[৭]

যতক্ষণ যায় চলি, নানারূপ বলে বুলি,
আধা ইঙ্গ আধা বঙ্গ ভাষা সদা বলে রে ;
আধা হিন্দু মুসলমান্, অৰ্দ্ধেকটা খৃষ্টান্,
চতুৰ্ব্বৰ্গ চতুৰ্ব্বৰ্ণ এক মধ্যে রহে রে।

[৮]

হিন্দু বটে দিনমানে, রাত্রে কিন্তু মুসলমানে
রোষ্ট কারি কাট্‌লেট্ চাপ্ আদি চোয়ায় রে ;
মস্ত মাংসে সদা রত, হোটেলী আহারে ভক্ত,
এবার মোরগকুল ধ্বংশ বুঝি পায় রে।

[৯]

তর্কশাস্ত্রে মূর্ত্তিমান, ভক্তি মার্গে নাহি যান
কেবল কথার "যান," দেখিবারে পাই রে ;
বড় ব্যথা পাই মনে, দেখে এই বাবুগণে,
ভাবি আশাদীপ বুঝি নিভিবারে যায় রে।

[১০]

আৰ্য্যপুত্র বটে মোরা, কেন আৰ্য্য পথ ছাড়া,
সাহেবীর দোষ ভাগ কেন ল'তে যাই রে ;
গুণভাগ নাহি লয়ে, আৰ্য্যা-চার তেয়াগিয়ে,
তৃণ হ'তে লঘু কেন হইবারে চাই রে।

[১১]

অতএব ভ্রাতৃগণ, করযোড়ে নিবেদন,
সাধের সাহেবী চা'ল পরিত্যাগ কর রে ;
সাহেবের গুণ লয়ে, আৰ্য্য-মতে মিশাইয়ে,
আৰ্য্যের সন্তান হ'য়ে, আৰ্য্য নাম রাখ রে।

[১২]

মনে রাখ ধর্ম্ম ভয়, যা'তে শত্রু হ'বে ক্ষয়,
জগতে ঘোষিবে যশ, আশীর্ব্বাদ পাবে রে ;
ভক্তি কর গুরুজনে, স্নেহ কর "ভাই" "বো'নে"
ভাল বাস প্রতিবেশী, যাতে নাম রবে রে।

ভারত-মাতার আর্ত্তনাদ।

মনের বেদনা সই, বল আর কারে কই,
বলিলেই কি হইবে, মরি যেই আগুনে ;
দুঃখের তিমির মোর আর কি হইবে ভোর,
আর কি উদিবে ভাগ্যে, সুখা-কর তপনে।

পাশরিতে চেষ্টা করি, কিন্তু পাশরিতে নারি,
কেমনে ভুলিব বল, মরমের বেদনা ;
বলিয়াও ফল নাই, মনে খাঁটি জানি তাই,
সরলা অবলা বলি, বুঝিয়াও বুঝি না।

ধৈরয ধরিতে নারি, তাই ফেলি অশ্রুবারি,
অন্ধ-প্রায় হইয়াছি, দেখ সই চাহিয়ে ;
ক্ষীণ-কায় ক্ষীণ-মন, জীর্ণা শীর্ণা অনুক্ষণ,
প্রাণ মাত্র আছে দেহে, কত দুঃখ সহিয়ে।

আছে তব অবগতি নারীর প্রকৃতি, গতি।
নারী বই কে বুঝিবে, অবলার বেদনা ;
সন্তানের সুখে সুখ, সন্তানের দুঃখে দুঃখ,
সন্তানের মুখ চেয়ে, সদা থাকে ললনা।

আমার সন্তানগণ, কর ভারে নিপীড়ন,
পারে না তাহারা ঘোর দরিদ্রতা সহিতে ;
দিন দিন ক্ষীণকায়, কত বা সহিবে হায় !
নব নব কর ভার, পারে না কো বহিতে

হাতে, মাথে, স্কন্ধে আর, চাপিয়াছে টেক্স ভার,
তাহার উপরে আর, কেমনে বা সহিবে ;
যাহা কিছু উপার্জ্জন, ঐ চরণে সমর্পণ,
কেমনে বা দুঃখ দূর, তাহাদের হইবে।

মুখের কালিমা ঘোর, আর না হইবে দূর,
দুর্ভাগ্য ভারত দুঃখ, কেহই ত বুঝে না ;
যত কিছু ব্যয় ভার, স্কন্ধে আসি হয় ভার,
সহিতে পারিবে কি না, কে বা করে গণনা।

ভারতের ঘরে ঘরে, কোলাহল হাহাকারে,
সদা আর্ত্তনাদে সই, পাইতেছি বেদনা ;
নাহি সে আনন্দ ধ্বনি, সততই কাণাকাণি,
ইনকম্ টেক্‌স্ ভয়ে, বাড়িতেছে যাতনা।

থিব হ'ল করতল, ব্রহ্ম গেল রসাতল,
উঠিল জয়ের কেতু, ইংরাজের দেশেতে;
কাঁপাইয়া মর্ত্ত্যপুরী, লণ্ডনে বাজিল ভেরী,
আনন্দ ধরে না আর, ব্রিটিশের মনেতে।

কাবুলে বাজিল গোল, পড়ে গেল হুলস্থুল,
হইল অর্থের শ্রাদ্ধ, সংখ্যা নাহি গণনা ;
না হইতে যুদ্ধকাণ্ড, উদ্যোগেই লণ্ডভণ্ড,
ব্যয় ভার চাপাইতে, কত হ'ল মন্ত্রণা।

অনেক চিন্তার জোরে, পড়িয়াছে মোর শিরে,
সেই সব ব্যয় ভার, কুলাইতে হইবে ;
ইন্‌কম্‌ হ'ল খাটি, খাটিল না কাঁদাকাটি,
অলঙ্ঘ্য অদৃষ্ট লিপি, কে খণ্ডন করিবে।

ব্রহ্মের জয়ের চিহ্ন, হইবে মঙ্গল চিহ্ন,
যা'বে কোন টেক্‌স্‌ খসি, আশা ছিল মনেতে ;
সে আশা নৈরাশ হ'ল, নব টেক্‌স্‌ সৃষ্টি হ'ল,
পড়িল আশায় বাজ, মোর পোড়া ভাগ্যেতে।

লণ্ডন নগরে রও, স্বপনে কি জ্ঞাত নও,
এ পোড়া ভারত দুঃখ, জানিয়া কি জাননা ;
নামে তুমি মহারাণী, ফলতঃও মহারাণী,
তবে কেন এত দুঃখ শুনিয়াও শুন না।

পত্রিকালেখক যারা, লিখে লিখে হ'ল সারা,
কিছুই হ'ল না দয়া, তোমার ঐ মনেতে ;
দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র পারে, যাইয়া বসতি করে,
তথাপি ঘুচেনা দুঃখ, মোর কর্ম্ম ফলেতে।

দীন দুঃখীগণ জানে, কত দুঃখ ধন বিনে,
ঐশ্বর্য্য শালীরা তাহা, কেমনে বা বুঝিবে ;
নয়নের তারা বিনে, কি যে দুঃখ অন্ধ-জনে,
নয়ন থাকিতে তাহা, বুঝিতে কি পারিবে।

স্বর্ণপ্রসবিনী হই, ফল ফুলে কমি নই,
প্রকৃতির বরপুত্রী, জানে বটে সকলে ;
কিন্তু কি দুঃখের কথা, স্মরণেতে পাই ব্যথা,
ভোগেতে আসেনা তাহা, এদেশীর কপালে।

পর্ব্বত শিখরে রও, নত শির কভু নও,
আমার দুঃখের দশা জানিতেছ ভগিনী,
তবাশ্রয়ে বল ধর, থাকি যায় দেশান্তর,
জানাতে রাণীর কাছে, বল সব কাহিনী।

কহিছে ভারত-মাতা, স্বকীয় দুঃখের কথা,
সন্তপ্ত হৃদয়ে অতি, ভোট-রাজ্যলক্ষ্মীরে;
সহিতে না পারি আর, সন্তানের দুঃখ ভার,
সজল নয়নে ভাসে জীর্ণ শীর্ণ শরীরে!

——000——

প্রাপ্ত।

ইন্‌কম্ টেক্স সম্বন্ধে একটী কথা।

ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম প্রান্তভাগে রুশীয়ার ষড়-যন্ত্র হইতে ভারতবর্ষ রক্ষার জন্য এবং যাহাতে ভবিষ্যতে রুশীয়ার সহিত কোন রূপ অসামঞ্জস্য সংঘটিত না হয়, তাহার উপায় অবলম্বন কর্ত্তব্য বিবেচনা হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট সীমান্তদেশে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রান্ত দেশে রেল প্রস্তুত প্রভৃতি নানারূপ কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন ও করিতে হইবে বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই সকল গুরুতর কার্য্য বহু-ব্যয় সাধ্য; ভারতবর্ষের বাৎসরিক আয় দ্বারা সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। সুতরাং অগত্যা গবর্ণমেণ্ট নবকর স্থাপন করিয়া আয় বৃদ্ধি করার মনস্থ করিলেন। ইনকম টেক্স আইন বিধি বদ্ধ হইল। উক্ত আইন লিপি বদ্ধ করা এবং নূতন কর স্থাপন করা কতদূর সঙ্গত বা অসঙ্গত তৎবিষয়ে আমরা এই স্থানে কোন বিচার করিব না। কেবল এই মাত্র বলা আবশ্যক যে এত দিন গবর্ণমেণ্ট কেবল গরিব দুর্দ্দশাপন্ন প্রজাগণের অর্থে সমুদয় রাজকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া আসিতে ছিলেন, অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের বাৎসরিক আয়ের অধিকাংশই নিঃস্ব প্রজাগণের নিকট হইতে ভূস্বামী বা রাজকীয় কার্য্যকারকগণ কর্ত্তৃক ভূমির কর রথ্যাকর বা পূর্ত্তকর রূপে সংগ্রহীত হইয়া রাজ-কোষ পরিপুষ্ট করিতে ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে দেশীয়, বিদেশীয় সকল শ্রেণীর ধনবান্ ব্যক্তিগণের নিকট কিছু কিছু লওয়ার উদ্দেশে গবর্ণমেণ্ট

ইনকম্ টেক্স আইন লিপিবদ্ধ করিয়া ন্যায়-পরতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তদ্বিষয় অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

কোন কর স্থাপিত হইলে রাজার কর্ত্তব্য যে ধনীগণের নিকট হইতেই ঐ কর আদায় করেন। যাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও স্বপরিবারের ভরণ পোষণ করিতে অসমর্থ, যাহারা কর্ষিত জমির রাজস্ব ও কৃষি কার্য্যোপযোগী যন্ত্র পশ্বাদির ক্রয় ও রক্ষার ব্যয় বহন করিয়া কেবল উদরান্নের সংস্থান করে. এতাদৃশ ব্যক্তির উপর দয়া করিয়াই গবর্ণমেণ্ট কেবল ধনী-গণের উপর এই কর স্থাপিত করিয়াছেন।

ধনী অর্থে (১) বৃহৎ ব্যবসায়ী অর্থাৎ বিশিষ্ট বণিক সম্প্রদায়, (২) তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ব্যবসায়ী, (৩) জমিদার, (৪) উচ্চ শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীগণ (রাজ-কর্ম্মচারীগণ ভিন্ন অপর কোন কর্ম্মচারী এত অধিক বেতন পান না) বুঝায়। তন্মধ্যে জমিদারগণ আপন আয়ের প্রায় এক অষ্ট-মাংশ হইতে এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত রাজ-কোষ দিয়া থাকেন; এবং তাঁহাদিগকে নানারূপ সরকারী কার্য্যের সহায়তা করিতে হয় বিধায় তাহাদিগকে বাদ দিয়া বাকি সকলকে এই টেক্স দিতে হইবেক এইরূপ বিবেচিত হইয়াছে। কোন এক নূতন কর স্থাপিত হইলেই সকলে চীৎকার করিয়া বলেন যে সরকারী কর্ম্মচারীগণ অন্যায় কর ধার্য্য করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই অন্যায় কর-ধার্য্য নিবারণের উপায় অবলম্বন করেন না। বৃহৎ ব্যবসায়ীগণ ভিন্ন সকলেই সরকারী কর্ম্মচারীগণের চক্ষে ধুলি প্রদান করিতে উদ্যত হন এই জন্যই অনেক সময়ে অন্যায় রূপে কর ধার্য্য ও সংগ্রহ হইয়া থাকে। কারণ যাহারা যথার্থ উপযুক্ত তাহারাও বলেন আমরা নিঃস্বম্বল, এবং যাহারা অনুপযুক্ত তাহারাও নিজ সাংসারিক ঐরূপ অবস্থা উল্লেখ করেন, এমন স্থলে উপযুক্ত ও অনুপ-যুক্ত বিবেচনা করার অনেক গোলযোগ হয়। অতএব আমরা ভরসা করি যে আমাদের দেশীয়গণ আপন আপন অবস্থা যথার্থরূপে কর-ধার্য্য-কারকগণের সমক্ষে বর্ণনা করেন এ বংস্থানীয় জনগণ ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়া কাহারও সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়া করধার্য্যকারিগণকে ভ্রান্তি-পথ অবলম্বনে বাধ্য না করেন এইরূপ হইলে দেশের মঙ্গল সাধিত ও অনেক নিরীহ দুঃখী লোকের রক্ষা হইবে সন্দেহ নাই।

যে রোগের ঔষধ নাই তাহা সহ্য অগত্যা করিতে হইবে; যে কর দিতেই হইবে তদ্বি-ষয়ে বৃথা আর্ত্তনাদ করা কর্ত্তব্য নহে। তবে যাহাতে কাহারও উপর অন্যায় না হয় তদ্বি-ষয় সকলের যত্নবান্ হওয়া উচিত।

শ্রীঃ——

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

স্থানীয় সংবাদ।

এই সহরের উত্তরদিকস্থ হাড়ীপাড়া নিবাসী চন্দ্র সিংহ নামক জনৈক গৃহস্থের একটী গাভী গর্ভবতী ছিল। বিগত ৩ রা বৈশাখ উক্ত গাভীর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়; ২দিনকাল দুঃসহ যন্ত্রণার পর ৪ ঠা বৈশাখ অদ্ভুত রকমের একটী মৃত এঁড়ে-ব'ছুর প্রসব করিয়া গাভীটী রক্ষা পাইয়াছে। বাছুরের মুখের আকৃতি ঠিক্ বানরের মুখের মত, মাথাটী মানুষের মত, নাসিকার ঠিক্ উপরের দিকে, কপালের নিম্নপ্রান্তে মধ্য-স্থলে একটী মাত্র চক্ষু হইয়াছিল, সমস্ত শরীরে হাড় নাই, কেবল শরীরের সংযোগ (গ্রন্থি) স্থলে একটু ২ উপাস্থি ছিল। কান দুইটী গরুর কানের মতই, কিন্তু মস্তকের পিছন দিকে হইয়াছিল।

শুনিতে পাইলাম সাত জন ব্রহ্মদেশীয় কয়েদী বঙ্গের কয়েকটী জেলার জেল খানায় ২।১টী করিয়া বিলি হইয়াছিল। তদনুসারে দিনাজপুরের জেল খানায়, প্রথমতঃ ১টী ও তৎপর আর ২টী, একুণে ৩টী মাত্র কয়েদী পাইয়াছিল।—গত ১৫ই এপ্রেল মোতাবেক ৩রা বৈশাখ তাহারা তিন জনেই পলায়ন করিয়াছে।

পুলিস। তুমি কি নিদ্রিত? না শুধু ভদ্রলোক দেখিলেই, ডাণ্ডি নাড়িয়া, বুক ফুলাইয়া, চাপরাশ দেখাইয়া,"কোন্ হায়" বলিয়া"হিম্বি" বকিতে পার?

গত ১২ই বৈশাখ কাঁইয়াপটীর নিকট-বর্ত্তী মুসলমানপাড়ায় আগুন লাগিয়া প্রায় ৩।৪ জন গৃহস্থের গৃহাদি একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। আগুন অপরাহ্নকালে লাগিয়াছিল, ঐ সময় বাতাসের একটু জোর থাকিলে আরও যে কত লোকের ক্ষতি হইত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

অত্রত্য সেসন্ জজ্ শ্রীল শ্রীযুক্ত সি, এ, কেলি সাহেব বাহাদুরের অসীম গুণের কথা শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। কিছু দিন হইল একটী বালক একখানি দরখাস্ত হস্তে করিয়া তাঁহার নিকট চাকুরীর প্রার্থনায় আইসে। "এ রকম অল্প বয়সে তোমার চাকুরীর প্রয়োজন কি?" তিনি আবেদনকারীকে জিজ্ঞাসা করায়, বালকটী নিজের দৈন্যতার বিষয় তাঁহাকে জানায়। ঐ বালকের দুঃখের কথা শুনিয়া সাহেব বাহাদুরের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়। তিনি বালকটীকে মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন; বালকটী পুনরায় স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে।

এখানে অনেক দিন হইতে বৃষ্টি না হওয়ায় অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার মধ্যে যে সামান্যরূপ বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে অতি অল্পই উপকার হইবে।

প্রেরিত।

দিনাজপুর।

নিম্ন প্রাথমিক বৃত্তির পরীক্ষার ফল।

১৮৮৫।৮৬

* এই চিহ্নিত বালকেরা মাসিক ২৲ টাকা বৃত্তি দুই বৎসরের কারণ পাইবে।

থানা রাজারামপুর ও কোতয়ালি।

*১। দরিবুল্লা সেখ শিবপুর।
২। বেয়াজউদ্দিন, দিনাজপুর মডেল।
৩। পূর্ণ চন্দ্র অধিকারী, ইছামতি।
৪। কোমর উদ্দীন, ভাবকী।
৫। আজিব উল্লা, দিনাজপুর মডেল।
৬। খাজির উদ্দীন, ঐ
৭। হজর উদ্দীন, ভাবকী।
৮। মহীরাম দাস, শিবপুর।
৯। বসির উদ্দীন, চিরিরবন্দর।
১০। বাসর উদ্দীন, ভাবকী।
১১। সোনা বুল্লা, দিনাজপুর মডেল।
১২। রামহরি সরকার, চিরিরবন্দর।
১৩। রাধা বিনোদ দাস, শুকদেবপুর।
১৪। জনাই মহম্মদ, ভূষি।
১৫। আবদুল বাসেদ, দিনাজপুর মডেল।
১৬। নমির শেখ, রাণীরবন্দর।
১৭। আবদুল রহমান, বৈদ্যনাথপুর।

থানা গঙ্গারামপুর।

*১। হর নাথ আচার্য্য, তপন।
২। রমনী নাথ ভট্টাচার্য্য, বাজিতপুর।
৩। গগণ চন্দ্র দে, মবরপুর।
৪। গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তপন।
৫। আপজ্জাপ উদ্দীন চৌধুরী, জবরীপুর।
৬। আবদ্দি সেখ, বরমগকুলপুর।
৭। ত্রৈলোক্য নাথ সাহা, ঐ
৮। আলমদী সেখ, জবরিপুর।
৯। জের মহম্মদ, দমদমা।
১০। নীল মাধব সাহা, বরমগকুলপুর

থানা বীরগঞ্জ।

১। বাসর আলি খাঁ শতগ্রাম।
*২। আবদুল হাকিম, শিতলাই।
৩। প্রসন্ন কুমার বসু, নাগরীসাগরী।
৪। অকীবুল্লা মিয়া, শিবপুর।
৫। আহের উদ্দীন, শিতলাই।
৬। ধনপতি দাস, মুচিবাড়ি।
৭। সেবক তুল্লা, ছাতিয়ানগড়।
৮। ইয়াছিন মহম্মদ, শতগ্রাম।
৯। আলম উদ্দীন মহম্মদ, লক্ষ্মীপুর।
১০। আমানত উল্লা, মুচিবাড়ি।
১১। নসির উদ্দীন, শিতলাই।
১২। বাধারু মহম্মদ, মুচিবাড়ি।
১৩। যজ্ঞেশ্বর দাস, আজারপাড়া।

থানা পীরগঞ্জ।

*১। নাজির উদ্দীন, বিরহলী।
২। শাহাজুদ্দীন, ঐ
৩। মেহবতুল্লা, ঐ
৪। দিল মহম্মদ, পারিয়ালপুর।
৫। আনার উদ্দীন, পায়েন্দা।
৬। অংশুমন দাস, ভারোলা।

থানা রাণীশঙ্কৈল।

*১। চন্দ্র হরি সাহা. রাণীশঙ্কৈল।
২। উজির আলী, জগদল।
৩। গুলমত আলী, ভাভুরিয়া।
৪। নিশিকান্ত সাহা, রাণীশঙ্কৈল।
৫। শমীর উদ্দীন, জগদল।
৬। বিলোক চন্দ্র দ.স, রাণীশঙ্কৈল মণ্ডেল।
৭। মাধব চন্দ্র সাহা, রাণীশঙ্কৈল।
৮। আবদুল ছাত্তার, রাঙ্গাটুনী।
৯। শবীয়তুল্লা মহম্মদ, ভবানন্দপুর।
১০। আলি মহম্মদ, রাণীশঙ্কৈল মণ্ডেল।
১১। গোলাপ চাঁদ, জগদল।
১২। ক্ষিরোধর সাহা, রাণীশঙ্কৈল।
১৩। শকিরমেছা, কাত্রাবাড়ি,

থানা হেমতাবাদ।

১। প্রহলাদ চন্দ্র দাস, রায়গঞ্জ মধ্যইৎ।
২। প্রেম চাঁদ সাহা, ঐ
৩। বসীরুদ্দীন, ঐ
*৪। আনুরুদ্দীন, কাশিমপুর।
৫। ছমীর উদ্দীন, ইছলামপুর।
৬। আজিজুরুদ্দীন, থলসি।
৭। রমনী লাল ঘোষ বাহেলারন।
৮। দীন দয়াল দাস, কাশিমপুর।

৯। সাদি মহম্মদ, পাঁচনীয়া।
১০। তিলক রাম দাস, সমাসপুর।
১১। মতি মহম্মদ, পাঁচনীয়া।
১২। পচকটু সরকার, মোয়াদা।

থানা কালীয়াগঞ্জ।

*১। বেণি মাধব শিল, বরহাট।
২। মহর দফাদার, বড়গ্রাম।
৩। কুড়ানু সরকার, বরহাট।
৪। কেনাতুল্লা, আনায়ুম।
৫। মহেশচন্দ্র ঘোষ, কামাক্ষয়া।
৬। রসরাজ কুণ্ডু, মাধববাটী মণ্ডেল।
৭। যোগেন্দ্র নাথ দাস, আখানগর।
৮। হরি চরণ দাস, উদগ্রাম।
৯। দ্বারকা নাথ ঘোষ, ভেলাই।
১০। বেহারী সাহা, আখানগর।
১১। উপেন্দ্র নাথ পাল, মাধববাটী।
১২। বন্দে আলী, ভাত্তিনগ্রাম।
১৩। আহম্মদ আলী, উদগ্রাম।
১৪। আবতুল মজিদ, ভেলাই।
১৫। আক্কেল মহম্মদ, উদগ্রাম।
১৬। আবতুল হক, ভেলাই।
১৭। সদানন্দ সাহা, আখানগর।
১৮। মবরক হোসেন, আনিযুনা।
১৯। মহেশ চন্দ্র মাল, পোলান্দর।
২০। গোলাম কাদের, ভেলাই।
২১। আসতুল্লা সেখ, বড়গ্রাম।

থানা বংশিহারী।

*১। ইয়াজুদ্দীন, রসুলপুর।
২। মসরফ আলী, সমসিয়া।
৩। চুমু মহম্মদ, ঐ

৪। আসেদ আলী,　　সমজিয়া।
৫। অক্রুর সরকার,　　বল্লুলপুর।
৬। মির মহম্মদ,　　চৌধা।

থানা পতিরাম।

*১। গদাধর দাস,　　কুমারগঞ্জ।
২। নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ,　　কঞ্জলসী।
৩। কিশোরী কান্ত পাল,　　টারা।
৪। ব্রজেন্দ্র কুমার ঘোষ,　　কঞ্জলসী।
৫। ব্রজগোপাল সরকার,　　ঐ
৬। কৈলাস চন্দ্র মণ্ডল,　　ইস্তারা।
৭। প্রসন্ন কুমার ঘোষ,　　কঞ্জলসী।

থানা পোর্ষা।

১। রসিক লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশ্চিন্তপুর।
*২। মোহন লাল বন্দ্যোপাধ্যায়,　　ঐ

থানা পত্নীতলা।

১। পাঁচকড়ি মণ্ডল,　　খিরসিন্।
*২। মনিরুদ্দীন মণ্ডল,　　ঐ
৩। ইছফ আলী মণ্ডল,　　ঐ
৪। কৃষ্ণ নাথ দাস,　　নজিপুর মধ্য বাঃ।
৫। যজ্ঞেশ্বর দাস,　　ঐ
৬। কাদের মণ্ডল,　　খিরসিন্।
৭। যাদব চন্দ্র দাস,　　পুয়া।
৮। দীনবন্ধু দাস,　　নজিপুর মধ্য বঃ।
৯। ইজার সরকার,　　যামগ্রাম।
১০। মেধি মণ্ডল,　　ঐ
১১। ছমির সরদার,　　ঐ
১২। রাধাচরণ বণিক,　　কাঞ্চন।
১৩। ফকিরুদ্দীন মণ্ডল,　　লক্ষ্মীপাড়া।
১৪। {তুফিরুদ্দীন মণ্ডল,　　ষামগ্রাম।
১৫। {রাম চন্দ্র বণিক,　　কাশিপুর।
১৬। রহিম মণ্ডল,　　লক্ষ্মনপাড়া।
১৭। নবির মহম্মদ,　　ষামগ্রাম।

থানা চিন্তামন।

*১। মোহিনী মোহন সরকার,　চাঁদপাড়া।
২। পীরতুল্লা সরকার,　সুজাপুর মধ্য ইং।
৩। উমেশ চ[illegible] দে,　　খয়েরবাড়ী।
৪। জমি[illegible] সরকার,　　একৈড়।
৫। হেমন্ত কু[illegible] দাসী,　　খয়েরবাড়ী।
৬। আজি[illegible] রহমান খাঁ,　　ঐ
৭। রজি[illegible] খাঁ,　　একৈড়।
৮। শশি ভূষণ সাহা,　　চাঁদপাড়া।
৯। জাম[illegible]ন মণ্ডল,　　কুশলপুর।
১০। [illegible] সরকার,　　খয়েরবাড়ী।
১১। সম[illegible]দ্দীন মণ্ডল,　　কুশলপুর।
১২। [illegible]ল্লা সরকার,　　খয়েরবাড়ী।
১৩। আমীরুদ্দীন সাহা,　　একৈড়।
১৪। গঙ্গাধর দাস,　　খয়েরবাড়ী।
১৫। কৃষ্ণ[illegible] মণ্ডল,　　ঐ
১৬। মছলেউদ্দীন চৌধুরী,　　একৈড়।
১৭। লাল মহম্মদ সরকার,　　বাসন্তী।
১৮। হেমতুল্লা সরকার,　　সমজিয়া।
১৯। কৃষ্ণ চন্দ্র কসব,　　গোবিন্দগঞ্জ।
২০। সমীল মহম্মদ সরকার,　　বাসন্তী।
২১। তরক উদ্দীন সরকার,　গোবিন্দপুর।
২২। মজরুদ্দীন সরকার,　　বাসন্তী।

থানা পার্ব্বতীপুর।

*১। ভূবন মোহন সরকার,　বালুপাড়া।
২। মজীরুদ্দীন,　　যসাই মধ্য বাং।
৩। ধনীজ মহম্মদ,　　সৈদপুর।
৪। লাল হোসেন প্রামাণিক, বালুপাড়া।
৫। আসান উদ্দীন,　　ঐ
৬। সমীর সরকার,　　যাসাই মধ্য বাং।
৭। আহম্মদ আলী,　　সৈদপুর।
৮। মঙ্গল চন্দ্র মণ্ডল,　　হামিদপুর।
৯। দাদী মুল্লা,　　জুরাই।
১০। সদর মহম্মদ,　　সৈদপুর।
১১। পীর বক্স মণ্ডল,　　জুরাই।
১২। {অভিরাম প্রামাণিক, রাজারামপুর।
১৩। {আব্বাস আলী,　　ঐ

থানা নবাবগঞ্জ।

*১। হলধর দাস, মগলিসপুর।
২। ইলক মণ্ডল, ভোটারপাড়া।
৩। ভুবন চন্দ্র দাস, ঘোঁড়াঘাট।
৪। শ্যামা চরণ দাস, ঐ
৫। জলধর দত্ত, ঐ
৬। কফিল উদ্দীন, মগলিসপুর।
৭। গকুল মাঝি, ভোটারপাড়া।
৮। বসির উদ্দীন, নিরসা।
৯। রাজ চন্দ্র দাস, ঘোঁড়াঘাট।
১০। প্রসন্ন কুমার দাস, ঐ
১১। ভেদেল, বইগ্রাম।
১২। শ্রীকান্ত দাস, নবাবগঞ্জ।
১৩। সেকাতুল্লা, মগলিসপুর।
১৪। আবদুল কাদের নবাবগঞ্জ।
১৫। ললিত চন্দ্র দাস, ঘোঁড়াঘাট।
১৬। মহীতুল্লা, গোপালপুর।
১৭। রাজীব লোচন দাস, পাঁচগাছি।
১৮। সমসের, বইগ্রাম।
১৯। মসীরুদ্দীন, নিরশা।
২০। হাজি মহম্মদ, মকিমপুর।
২১। গদাধর কর্ম্মকার, সিমুর।
২২। মজিজ উদ্দীন, ঐ
২৩। উমর উদ্দীন, ঐ
২৪। সিরাজ উদ্দীন, জয়পুর।
২৫। আনন্দ চন্দ্র দাস, পাঁচগাছি।
২৬। রামতনু কর্ম্মকার, সিমুর।
২৭। সিরাজ উদ্দীন, কৃষ্ণরামপুর।
২৮। কেলা মহম্মদ, জয়পুর।
২৯। মহম্মদ আলী, কৃষ্ণরামপুর।
৩০। কমলা কান্ত দাস, পাঁচগাছি।
৩১। আতুল্লা সরকার, ভোটারপাড়া।
৩২। মথুরা নাথ দাস, ভবানীপুর।
৩৩। আজিবুল্লা সরকার, ভোটারপাড়া।

থানা মহাদেবপুর।

১। বালক রাম মুখোপাধ্যায়, মহাদেবপুর মধ্য ইং।
*২। জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী, ধঞ্জৈল
*৩। কুশল নাথ কুণ্ডু, শিবগঞ্জ
৪। কানার উদ্দীন, গোরসাই
৫। আলম মণ্ডল, শিবগঞ্জ
৬। দ্বারকা নাথ সরকার, মহাদেবপু মধ্য ইং।
৭। মমীন উদ্দীন সেখ, বৈরাগীপাড়া
৮। আমিন উদ্দীন মণ্ডল, গোরসাই
৯। বসরত আলী মণ্ডল, ঐ
১০। কৃষ্ণ কুমার মণ্ডল, লক্ষ্মীপুর।
১১। দ্বারকা নাথ দাস, কাঁচইল।
১২। রাম কমল দাস, মাধাইমুড়ী।
১৩। পানা উল্লা সেখ, কাঁচইল।
১৪। চন্দ্র মোহন মণ্ডল, লক্ষ্মীপুর।
১৫। হোসেন মহম্মদ, বচড়া।
১৬। আকবর সাহা, ঐ
১৭। আমুল্লা মণ্ডল, তারতারপুর।
১৮। মহবত সরকার, ধঞ্জৈল।
১৯। হরি নাথ দাস, বৈরাগীপাড়া।
২০। বড়ে মণ্ডল, ধঞ্জৈল
২১। জমির মণ্ডল, শালবাড়ী।
২২। নুরাই মণ্ডল, ধঞ্জৈল।
২৩। রাম রতন তরফদার, লক্ষ্মীপুর।
২৪। নিত্যানন্দ দাস, মাধাইমুড়ী।
২৫। গকুল মণ্ডল, বাচড়া।
২৬। রাম কমল কুণ্ডু, কাঁচৈল।
২৭। শ্রীবাস দাস, মাধাইমুড়ী।
২৮। হাফে মণ্ডল, বাগথান।

থানা ঠাকুরগাঁ।

*১। সোনাবুল্লা মণ্ডল, বলরামপুর
২। চন্দ্র কান্ত দাস, গড়েয়া,
৩। কমলা কান্ত সাহা, মাদারগঞ্জ
৪। আজারত উদ্দীন, সন্টহারী
৫। আবাদ উদ্দীন, ঐ
৬। আনারত উদ্দীন, কিসামতকেশুরবাড়ী।

৭। সরিয়তুল্লা মহম্মদ, বলরামপুর।
৮। সমিরিত উদ্দীন, ঐ
৯। বুধু গণেশ, বৈঁইরবাড়ি।
১০। জাম বক্স, ঐ
১১। বক্সী মহম্মদ, কিশামত কেশুরবাড়ী।
১২। রহীম বক্স, বলরামপুর।
১৩। পীতাম্বর দাস, মহাদেবপুর।
১৪। মণি কান্ত দাস, গড়েরা।
১৫। আসরত উদ্দীন, সানগাঁ।
১৬। বালিকা কান্ত দাস, ছেপড়াঝাড়।
১৭। পীর মহম্মদ, ঐ
১৮। মহর উল্লা মহম্মদ, কিশামত কেশুরবাড়ী
১৯। কৈলাস গণেশ, বৈঁউরবাড়ী।
২০। ধনঞ্জয় গণেশ, ঐ
২১। ফারাস তুল্লা, বাজাগাঁ।
২২। পানাবুল্লা, বলরামপুর।
২৩। নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, মহাদেবপুর।
২৪। শবাব উদ্দীন, ধনতলা।
২৫। আবদুল সোভান চৌধুরী, কিশামত কেশুরবাড়ী।

Dinagepore,
The 9th April, 1886.

Giridhari Basu
Dy. Inspector of schools.

রেভিনিউ সরকুলার।

এপ্রিল ১৮৮৬।

মেঃ রেলগুস্।

নং ১।

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজা ভূম্যধিকারী আইনের ২নম্বর শিডিউলের খাজানার রসিদের ফরমে "যোতের বিবরণ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে গণ্ডগোল হওয়ার বিষয় মহামান্য বোর্ড জানিতে পারিয়া কমিশনার ও কালেক্টর সাহেব দিগকে অনুরোধ করেন যে তাঁহারা উক্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রজাদিগকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দেন এবং প্রজাদের উচিত দেয় খাজানা আদায় সম্বন্ধে অযৌক্তিক আপত্যি সকল নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন।

২। রসিদের ফরমে "যোতের বিবরণ" হেডিং এর নিম্নে যে সকল বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে "যোতের বিবরণ" শব্দের সেই সকল বিষয়ই বুঝায়, যথা জমির পরিমান ও খাজানা নগদ টাকা বা অন্য প্রকারের খাজানা দেয় হইলে তাহা বিশেষ বর্ণনা এবং জলকর বনকর বা ফলকর ও গবর্ণমেণ্ট সেস ইত্যাদি বাবতে যে খাজানা দেয় তাহা বিশেষ বর্ণনা।

৩। রসিদে যোতের বার্ষিক খাজানা লিখিতে হইবে। যে প্রকারের খাজানা আদায় হয় রসিদের অপর পৃষ্ঠার নির্দ্দিষ্ট স্থলে তাহার বর্ণনা লিখিতে হইবে।

৪। রসিদের ফরমে যোত মোকররী কি মৌরশী কি অন্য প্রকার এরূপ বর্ণনা অনাবশ্যক।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে গত মাসে দৈনিক আদি দশখানা পত্রিকার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছি; এমাস হইতে তদতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেটও পাইতেছি।

আমাদের যন্ত্রালয়ের প্রতি, গবর্ণমেণ্টের এই শুভদৃষ্টি বজায় থাকে, মঙ্গলময়ের নিকট ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।